



# সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



## ନିବେଦନ

କୋନୋ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପଦ ସାହିତ୍ୟକେର ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶ, ବିଶେଷତ ଯାଁର ର୍ଚିତ ଗ୍ରଂଥମ୍ଭୁତ କୋନୋଜ୍ଞମେଇ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଓଠେ ନି, ସଚାରାର ସରକାରୀ ପ୍ରକାଶନ ଉଦ୍ୟୋଗେର ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ହେଲା ନା । ମେଇ ବିବେଚନାଯ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶେର ଉଦ୍ୟୋଗ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେର କ୍ଷେତ୍ରେ ନିଃସମ୍ମେହେ ଏକଟି ଉଚ୍ଚତର ବ୍ୟାତକ୍ରମ । ୧୯୬୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ତଥା ନୀତିନ୍ତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଲ୍କ ମୂଲ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନାବଳୀର ସେ-ମ୍ବ୍ସରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରେଛିଲେ ତାର ଏକଟି ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧ ଛିଲେ ଦେଶବାପୀ କବିର ଜନ୍ମତବର୍ଷପ୍ରତି ଉତ୍ସବ । କିନ୍ତୁ ଏବାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶେର ପଟ୍ଟମିକାଯ କୋନୋ ଉତ୍ସବେର ପରିବେଶ ନେଇ, ବରଂ ଏକ ବିପରୀତ ପ୍ରୟୋଜନେର ତାଗଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେଛନ । ଆଜି ଦେଶବାପୀ ସେ-ସଂକୀର୍ତ୍ତାବାଦ, ବିଚିନ୍ତନତାବୋଧ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଜୀବନେର ପରିପର୍ମୟୀ ହାତ ମୁଲ୍ୟବୋଧ ଆମାଦେର ମାନ୍ୟବିକ ଆବେଦନକେ କ୍ଷେତ୍ର କରତେ ଉଦ୍ଦାତ, ମେଖାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆମାଦେର ପରମ ଅବଳମ୍ବନ । ମେଇ କାରଣେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ରଚନା ବହୁତ ଜନମାଧ୍ୟାରଣେର କାହେ ପୌଛେ ଦେବାର ଏହି ଆଯୋଜନ ।

ଅପର ଦିକେ ବିପ୍ଳମ ଆଯତନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ସାର୍ଵାଂଶ୍ରମକ ସଂକଳନ ଅଦ୍ୟବାର୍ଧ ସମ୍ପଦ୍ ହେଲା ନି । ଅର୍ଥ ଯାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଜୀବିତକାଳ ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ସଂକଳନ ଓ ପ୍ରକାଶ-କର୍ମର ସଙ୍ଗେ ସ୍ତର ଛିଲେନ ମୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତାଁଦେର ମଧ୍ୟେ କ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ ଏଥିଲେ ଏହି ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରାତ ରଯେଛନ । ତାଁଦେର ସହାଯତାର ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନାବଳୀର ଏହି ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶର ମଧ୍ୟ ଦିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନା ସଂକଳନରେ କାଜକେ ସତଦ୍ର ସାଧା ସମ୍ପଦ୍ କରେ ତୁଳତେ ମର୍ଦିଷ୍ଟ ରଯେଛନ । ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନା ରକ୍ଷା, ସଂକଳନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିତଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାର ଗ୍ରାନ୍ଟ ଦାଯିତ୍ୱ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଅବ୍ୟବହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେର ଉପରେଇ ବିଶେଷଭାବେ ନାହିଁ । ଯତଇ କାଳକ୍ଷେପ ଘଟିବେ ତତଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନାର ସମ୍ପଦ୍ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂକଳନରେ କାଜ ଜୀଟିଲ ଓ କଠିନ ହେଲେ ପଡ଼ିବେ ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ-ଯାବଂ ଅସଂକଳିତ ରଚନା-ସଂବଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶେର ଉତ୍ସେଷେ ଯୋଗ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେଇ ନିଯେ ଏକଟି ସମ୍ପାଦକମଞ୍ଜଳୀ ଗଠନ କରେ ତାଁଦେର ପ୍ରତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵବଧାନେ ଆନ୍ତର୍ମାନିକ ଘୋଲୋ ଘଷେ ଏହି ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶେର ଆଯୋଜନ କରେଛନ ।

କେବଳ ଏ-ଯାବଂ ଅସଂକଳିତ ରଚନା ସଂକଳନ ନୟ ଅଦ୍ୟବାର୍ଧ ପ୍ରକାଶତ ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନାଯ ପାଠେର ବିଭିନ୍ନତା ହେତୁ ଆର୍ଚରେ ଯେ-ଜୀଟିଲ ସମ୍ପଦ୍ ସଂଖ୍ଟର ଆଶ୍ରମ୍ଭକ ରଯେଛେ ମେ-କାରଣେ ଓ ଆଦର୍ଶ ପାଠ-ସଂବଳିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶେର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସକଳେଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ କରିବିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନାବଳୀ ଏହି ଦିକେ ଭାବୀକାଳେର କାଜକେ ବହୁଲାଂଶେ ସ୍ମୃତି କରେ ତୁଳବେ ଆଶା କରା ଯାଏ । ବିଶେଷତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ମୃତ୍ୟୁର ୫୦ ବେଳେ ପର, ୧୯୯୧ ମାର୍ଚ୍ଚ କାପରାଇଟ ଉତ୍ୟିନ୍ ହବାର ପୂର୍ବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର-ରଚନାର ପାଠ ଓ ସମ୍ପାଦନକର୍ମେ ସେ-ସମ୍ପଦ୍ ମଞ୍ଜଳୀ ବିଶେଷଭାବେ ଅବ୍ୟବହିତ ।

ମାନ୍ୟବିକ ମୁଲ୍ୟବୋଧେର କଠିନ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନେ ସଂଘର୍ଷ ଜନଶକ୍ତି ଆଜି 'ମନ୍ୟାମେହ' ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ପ୍ରାତିକାରହୀନ ପରାଭବକେ ଚରମ ବଳେ' ନା ମେନେ ନିଯେ ସ୍ମୃତି ସମାଜ ଗଡ଼େ ତୁଳବେ ଅଳ୍ପୀକାରବ୍ୟୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ରଚନାବଳୀ ତାଁଦେର ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ୍ କରିବେ ମକ୍ଷମ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରେର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାର୍ଥକ ବ୍ୟାପି ବିବୋଚିତ ହେବେ ।

## কৃতজ্ঞতামূর্বীকার

বিশ্বভারতী  
বৰীচন্দ্ৰ-ভাৱতী-সৰ্মাত  
বিশ্বভারতী গ্ৰন্থমাৰ্গিবভাগ  
বসু-বিজ্ঞান-মাল্ডৱ  
শ্ৰীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এই বচনাবলী সম্পাদনকাৰ্যে সম্পাদকমণ্ডলীৰ সহায়কবগেৰ নিষ্ঠা  
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্ৰকাশ-ব্যাপারে পৰিচয়বৎ সৱকাৱেৱ ও  
মূদ্রণকাৰ্যে শ্ৰীসৱম্বতী প্ৰেস লিমিটেডেৰ কৰ্মীগণ সহযোৰ্গতা ও  
বিশেষ শ্ৰমস্বীকাৰ কৱেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষত ১৮  
নিৰ্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদেৱ মূল্যবান পৱায়শ ও নিৰ্দেশ পাওয়া  
গিয়েছে তাঁদেৱ কাছে ও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সোনার তরী

কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন  
মহাশয়ের কর-কমলে  
তদীয় ভঙ্গের এই  
প্রাণি-উপহার  
সাদরে সম্পর্ত  
হইল।

## সূচনা

জৈবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন্ উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয় এ প্রশ্ন করিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। কী করে সে জানবে। প্রাণের প্রত্যিষ্ঠাতে যেসব পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার ভিতরকার রহস্য সহজে ধরা পড়ে না। গাছের সব ডাল একই দিকে একই রকম করে ছড়ায় না, এ দিকে ও দিকে তারা বেঁকেছুরে পাশ ফেরে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ লুকিয়ে আছে আকাশে বাতাসে আলোকে মাটিটে। গাছ যদি বা চিন্তা করতে পারত তবু স্পষ্টপ্রতিয়ার এই মন্ত্রগুস্তায় সে জায়গা পেত না, তার ভোট থাকত না, সে কেবল স্বীকার করে নেয়, এই তার স্বভাবসংগত কাজ। বাইরে বসে আছে যে প্রাণবিজ্ঞানী সে বরণ অনেক খবর দিতে পারে।

কিন্তু বাইরের লোক যদি তাদের পাওনার মূল্য নিয়েই সম্ভুত না থাকে, যদি জিজ্ঞাসা করে মালগুলো কেমন করে কোন্ ছাঁচে তৈরি হল, তা হলে করিব মধ্যে যে আস্থাসম্বাদের হেড-আপস আছে সেখানে একবার তাগাদা করে দেখতে হয়। বস্তুত সোনার তরী তার নানা পণ্য নিয়ে কোন্ রংতানির ঘাট থেকে আমদানির ঘাটে এসে পৌঁছল, ইতিপ্রবেশ কখনো এ প্রশ্ন নিজেকে করি নি, কেননা এর উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্যের অঙ্গ নয়। মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না, আমি তো মার্বিং হাতের কাছে যা জোটে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে পৌঁছিয়ে দিই।

মানসীর অধিকাংশ করিব তা লিখেছিলুম পর্শমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। নতুনের স্পৰ্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বন্দুনির কাজ করেছিলুম এর প্রবেশ তা আর কখনো করি নি। নতুনছের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারই এসেছিল ডাক, ঘন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুণ্ডির মতো শাথায় শাথায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু সোনার তরীর লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘৰে বেড়াচ্ছি, এর নতুন চলন্ত বৈচিত্রের নতুনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকথানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচ্ছিন্ন রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভর্ণনা পার্শ্বলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোকা যাবে হোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুল্ক প্রান্তরের কুচ্ছসান্দের ক্ষেত্রে।

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পশ্চার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খরয়েদুতাপে, শ্রাবণের মূলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াছন পল্লীর শ্যামলী, এ পারে ছিল বাল্লচরের পান্তুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পশ্চার চেমান স্নোতের পটে বৃলিয়ে চলেছে দৃশ্যোকের শিশুই প্রহরে নানা বর্দের

আলোছায়ার তুলি। এইখানে নিঝৰ্ন-সজনের নিত্যসংগম চলোছিল আমার জীবনে। অহরহ স্থিদঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচ্ছু কলরব এসে পৌছছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদেৱ জন্ম চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের স্তুতি আজও বিচ্ছু হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশ প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বৰ্দ্ধিদ্ব এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবৰ্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবৰ্তন। এই সময়-কার প্রথম কাবোর ফসল ডৰা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে, কিন্তু আমাকে নেবে কি।

## সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।  
কলে একা বসে আছি, নাহি ভৱসা।  
যাণি যাণি ভারা ভারা  
ধান কাটা হল সারা,  
ভরা নদী ক্ষুরধারা  
খরপরশা।  
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একথানি ছোটো খেত, আমি একেলা,  
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।  
পরপারে দৈখ অঁকা  
তর়ছায়ামসৌমাখ  
গ্রামথানি মেঘে ঢাকা  
প্রভাতবেলা।  
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,  
দেখে যেন মনে হয় চিন উহারে।  
তরা-পালে চলে যায়,  
কোনো দিকে নাহি চায়,  
চেউগুলি নিরূপয়  
ভাঙে দৃধারে,  
দেখে যেন মনে হয় চিন উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে,  
বারেক ভিড়াও তরী কলেতে এসে।  
যেয়ো যেথা যেতে চাও,  
যারে খুশি তারে দাও,  
শুধু তুমি নিয়ে যাও  
ক্ষণিক হেসে  
আমার সোনার ধান কলেতে এসে।

যত চাও তত শও তরণী-'পরে।  
আর আছে?— আর নাই, দি঱োছ ভরে।

এতকাল নদীকলে  
যাহা লয়ে ছিন্দু ভুলে  
সকলি দিলাম তুলে  
থরে বিথরে—  
এখন আমারে লহো করুণা করে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই— ছোটো সে তরী  
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভারি।  
শ্রাবণগগন ঘিরে  
ঘন মেঘ ঘূরে ফিরে,  
শৃঙ্গ নদীর তীরে  
রাহন্দ পাড়ি—  
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

শিলাইদহ। বোট  
ফাঙ্গুন ১২৯৮

### বিম্ববতী

রূপকথা

স্বচ্ছে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,  
নবঘনন্দিনধৰণ নব নীলাম্বরী  
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে  
গৃস্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে  
মায়াময় কনকদর্পণ। মন্ত্র পাড়ি  
শুধাইল তারে— কহো মোরে সত্য করি  
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।  
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে  
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,  
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বৃক—  
রাজকন্যা বিম্ববতী সৰ্তনের মেয়ে,  
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

তার পরদিন রানী প্রবালের হার  
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার  
আজানচুম্বিত। গোলাপি অঞ্জলখানি,  
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।  
স্বর্বর্গমুকুর রাখি কোলের উপরে  
শুধাইল মন্ত্র পাড়ি— কহো সত্য করে  
ধরা-মাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।  
দর্পশৈ উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।

কাঁপয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জবলা—  
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,  
তবু মরিল না জবলে সাতিনের মেয়ে,  
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে—আবার রূধিল স্বার  
শয়নমণ্ডিরে। পরিল মৃক্তার হার,  
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,  
রক্তাম্বর পটুবাস, সোনার আঁচল।  
শুধাইল দর্পণেরে—কহো সত্য করি  
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।  
উজ্জবল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল  
সেই হাসিমাথা মুখ। হিংসায় লুটিল  
রানী শয়ার উপরে। কহিল কাঁদিয়া,  
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,  
এখনো সে মরিল না সাতিনের মেয়ে,  
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পরদিনে—আবার সাজিল সূর্যে  
নব অলংকারে; বিরচিল হাসিমুখে  
কবরী নৃতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা,  
পরিল যতন করি নবরোদ্বিভা  
নব পীতবাস। দুর্গ সম্মুখে ধরে  
শুধাইল মন্ত্ৰ পড়ি--সত্য কহো মোরে  
ধরা-মাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।  
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি  
মোহন ঘুরুরে। রানী কহিল জবলিয়া,  
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছালিয়া,  
তবুও সে মরিল না সাতিনের মেয়ে,  
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে রানী কনক রতনে  
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।  
দর্পণেরে শুধাইল বহু দুর্ভরে,  
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল সত্য করে।  
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি—  
রাজপুত রাজকন্যা দৌহে পাশাপাশি  
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা হত  
রানীরে দংশিল ঘেন বংশিকের মতো।

চীৎকারি কহিল রানী কর হানি বুকে,  
মরিতে দেখোছি তারে আপন সম্ভুষ্যে,  
কার প্রেমে বাঁচিল সে সত্তনের মেয়ে,  
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে !

ঘৰ্যিতে লাগিল রানী কনকমুকুর  
বালু দিয়ে— প্রতিবিষ্য না হইল দ্বৰ।  
মসী লোপি দিল তবু ছৰি ঢাকিল না।  
অঞ্জন দিল তবুও তো গালিল না সোনা।  
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,  
ভাঙ্গিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে  
চাকিতে পাড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ—  
সর্বাঙ্গে হীরকমণি অঞ্জনের সমান  
লাগিল জৰুলিতে। ভূমে পড়ি তারি পাশে  
কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।  
বিষ্ববতী, রাহুষীর সত্তনের মেয়ে  
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

কাশ্মীর ১২৯৮

### শৈশবসন্ধ্যা

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘৰির চারি ধার  
শ্রান্তি আৱ শ্রান্তি আৱ সন্ধ্যা-অন্ধকার,  
মায়ের অশ্বল-সম। দাঁড়ায়ে একাকী  
মেলিয়া পশ্চিম-পানে অনিমেষ অৰ্থি  
স্তৰ্য চেয়ে আছি। আপনারে মণি কাৰি  
অতলের তলে, ধীরে লইতোছি ভাৱি  
জীবনের মাঝে— আজিকাৱ এই ছৰি,  
জনশ্ৰূত্য নদীতীৰ, অস্তমান রাবি,  
ম্লান ঘৰ্ঘৰাতুৰ আলো— রোদন-অৱৃণ,  
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকৱুণ  
স্থিৰ বাক্যহীন— এই গভীৱ বিষাদ,  
জলে স্থলে চৱাচৱে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি কোন্ধান হতে  
বন-অন্ধকারঘন কোন্ধ গ্রামপথে  
যেতে যেতে গৃহমুখ বালক-পথিক।  
উজ্জৰসিত কঠমৰি নিৰ্মিত নিভীক  
কৰ্ণিপহে সপ্তম সূৱে, তীৰ উচ্চতান  
সন্ধ্যারে কাটিলো যেন কাৰিবে দ্বৰান।

দেখিতে না পাই তারে। ওই যে সম্মুখে  
প্রান্তরের সর্বপ্রাণ্তে, দক্ষিণের মুখে,  
আথের খেতের পারে, কদলী সুপারি  
নির্বিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তাঁর  
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আর্দ্ধ ধাঘ।  
হোথা কোন্ গহ-পানে গেয়ে চলে যায়  
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,  
নাহি চায় শনো-পানে, নাহি আগুপছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা  
শৈশবের। কত গম্প, কত বালাখেলা,  
এক বিছানায় শূয়ে মোরা সঙ্গী তিন;  
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন।  
এখনো কি বৃক্ষ হয়ে যায় নি সংসার।  
ভোলে নাই খেলাধূলা, নয়নে তাহার  
আসে নাই নিদাবেশ শান্ত সুশীতল,  
বালোর খেলানগুলি করিয়া বদল  
পায় নি কঠিন জ্ঞান? দাঁড়ায়ে হেথায়  
নিজৰ্ন মাঠের মাঝে, নিচতৰ্য সন্ধ্যায়,  
শুনিয়া কাহার গান পাঢ়ি গেল মনে—  
কত শত নদী তৰীরে, কত আত্মবনে,  
কাংসাঘণ্টায় রাতে, মন্দিরের ধারে,  
কত শস্যক্ষেত্রপ্রাণ্তে, পুরুরের পাড়ে  
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,  
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,  
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা,  
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,  
অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে  
দৈখনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে  
রয়েছে প্রথিবী ভৰি বালিকা বালক,  
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

রূপকথা

১

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,

রাজার মেয়ে যেত তথা।

দৃঢ়নে দেখো হত পথের মাঝে,

কে জানে কবেকার কথা।

রাজার মেয়ে দ্রু সরে যেত,

চুলের ফুল তার পড়ে যেত,

রাজার ছেলে এসে তুলে দিত

ফুলের সাথে বনলতা।

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,

রাজার মেয়ে যেত তথা।

পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,

পাখিরা গান গাহে গাছে।

রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,

রাজার ছেলে ঘায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে

উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,

রাজার ছেলে নিচে বসে।

পৃথি খুলিয়া শেখে কত কী ভাষা,

ঝড়ি পার্তিয়া আঁক করে।

রাজার মেয়ে পড়া ঘায় ভুলে,

পৃথিবীটি হাত হতে পড়ে খুলে,

রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,

আবার পড়ে ঘায় খসে।

উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,

রাজার ছেলে নিচে বসে।

দৃঢ়রে খরতাপ, বকুলশাখে

কোকিল কুহু কুহারিছে।

রাজার ছেলে চায় উপর-পানে,

রাজার মেয়ে চায় নিচে।

৩

## সামাজিক

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,  
 রাজার মেয়ে যায় ঘরে।  
 খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা  
 রাজার মেয়ে খেলা করে।  
 পথে সে মালাখানি গেল ভুলে,  
 রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে,  
 আপন মণিহার মনোভুলে  
 দিল সে বালিকার করে।  
 রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,  
 রাজার মেয়ে গেল ঘরে।  
 শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়  
 নদীর তীরে একশেষে।  
 সাঙ্গ হয়ে গেল দোহার পাঠ,  
 যে যার গেল নিজ দেশে।

৪

## নিশ্চীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার থাটে,  
 স্বপনে দেখে রূপরাশি।  
 রূপের থাটে শুয়ে রাজার ছেলে  
 দেখিছে কার সুধা-হাসি।  
 করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,  
 কখনো দুর দুর করে বৃক,  
 অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক,  
 নয়ন কভু যায় ভাসি।  
 রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,  
 রাজার ছেলে কার হাসি।  
 যাদের কর কর, গরজে মেঘ,  
 পবন করে মাতামাতি।  
 শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,  
 স্বপনে কেটে যায় রাতি।

## নির্দিষ্টা

রাজাৰ ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,  
 সাত সমুদ্ৰ তেৱো নদীৰ পাৰ।  
 মেথানে যত ঘন্থৰ ঘন্থ আছে  
     বাকি তো কিছু রাখি নি দেখিবাৰ।  
 কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,  
     কেহ বা চেয়ে কয়েছে আৰ্থ নত,  
 কাহারো হাসি ছুৱিৰ মতো কাটে  
     কাহারো হাসি আৰ্থজলেৱই মতো।  
 গৱবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘৰ,  
     কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।  
 কেহ বা কাৰে কহে নি কোনো কথা,  
     কেহ বা গান গেয়েছে ধীৱে ধীৱে।  
 এমনি কৱে ফিরেছি দেশে দেশে;  
 অনেক দৱে তেপাক্তিৰ-শেষে  
     ঘূৰেৰ দেশে ঘূৰায় রাজবালা,  
 তাহাৰ গলে এসেছি দিয়ে মালা।

একদা রাতে নবীন যৌবনে  
     স্বশ্ন হতে উঠিনু চৰ্মকিয়া,  
 বাহিৱে এসে দীড়ানু একবাৰ  
     ধৰার পালে দেখিনু নিৱাখিয়া।  
 শৈগৰ্হ হয়ে এসেছে শুকতারা,  
     পৰ্বতটে হতেছে নিৰ্ণ ভোৱ।  
 আকাশ-কোণে বিকাশে জাগৱণ,  
     ধৰণীতলে ভাঙে নি ঘূৰঘোৱ।  
 সমুখে পড়ে দীৰ্ঘ রাজপথ,  
     দু-ধাৰে তাৰি দাঁড়ায়ে তৱস্বার,  
 নয়ন মেলি সন্দূৰ-পানে চেয়ে  
     আপন মনে ভাবিনু একবাৰ—  
 আমাৰি মতো আজি এ নিৰ্ণশেষে  
     ধৰার ঘাৰে নৃতন কোনু দেশে,  
 দুঃখফেনশয়ন কৰি আজ্ঞা  
     স্বশ্ন দেখে ঘূৰায়ে রাজবালা।

অশ্ব চাড়ি তথনি বাহিৱিনু,  
     কত যে দেশ-বিদেশ ইন্দ্ৰ পাৰ।  
 একদা এক ধূসৰ সঞ্চায়  
     ঘূৰেৰ দেশে লভিনু প্ৰেৰণবাৰ।  
 সবাই সেথা অচল অচেতন,  
     কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী,

নদীর তীরে জলের কলতানে  
ঘূমায়ে আছে বিপুল প্রাণীখানি।  
ফেলিতে পদ সাহস নাই মানি,  
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে।  
প্রাসাদ-মাঝে পর্শন, সাবধানে,  
শংকা মোর চালিল আগে আগে।  
ঘূমায় রাজা, ঘূমায় রানীমাতা,  
কুমার-সাথে ঘূমায় রাজস্ত্রাতা;  
একটি ঘরে রঞ্জনীপ জবলা,  
ঘূমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুলাবিমল শেঙখানি,  
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।  
মৃথের পানে চাহিন্দ অনিমেষে,  
বাজিল বুকে সৃথের মতো বাথা।  
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশ  
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে;  
একটি বাহু বক্ষ-পরে পাড়ি,  
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।  
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,  
কাঁচলখানি পাড়িবে বৰঁঝি টুটি;  
পত্রপুট্টে রয়েছে যেন ঢাকা  
অনাঘাত পৰ্জার ফুল দৃটি।  
দৈর্ঘ্যম, তারে, উপমা নাই জানি—  
ঘূমের দেশে স্বপন একখানি,  
পালক্ষেক্তে মগন রাজবালা  
আপন ভৱ-লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিন্দ দৃষ্টি বাহু,  
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন।  
ভৃতলে র্বসি আনত করি শির  
মৃদিত আৰ্থি কারিন্দ চুম্বন।  
পাতার ফাঁকে আৰ্থির তারা দৃষ্টি,  
তাহারি পানে চাহিন্দ একমনে,  
স্বারের ফাঁকে দোখিতে চাহি যেন  
কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে।  
ভূজ্যাতে কাজলমসৌ দিয়া  
লিখিন্দ, “অয়ি নিদ্রানিমগনা,  
আমার প্রাণ তেমারে স্রষ্টপলাম।”

যতন করি কনক-সূতে গাঁথ  
রতন-হারে বাঁধিয়া দিন পর্ণি।  
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,  
তাহারি গলে পরায়ে দিন মালা।

শাস্তিনিকেতন  
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

### সৃষ্টোথিতা

ঘুমের দেশে ভাঁঙল ঘুম,  
উঠিল কলস্বর।  
গাছের শাখে জাঁগল পাঁথ  
কুসুমে মধুকর।  
অশ্বশালে জাঁগল ঘোড়া,  
হস্তশালে হাঁত।  
মলশালে মল জাঁগ  
ফুলায় পুন ছাঁত।  
জাঁগল পথে প্রহরিদল,  
দুয়ারে জাগে ম্বারী।  
আকাশে চেয়ে নিরথে বেলা  
জাঁগয়া নরনারী।  
উঠিল জাঁগ রাজাধিরাজ,  
জাঁগল রানীমাতা।  
কচাল অঁখি কুমার-সাথে  
জাঁগল রাজপ্রাতা।  
নিছুত ঘরে ধূপের বাস,  
রতন-দৌপ জহুলা,  
জাঁগয়া উঠি শয্যাতলে  
শুধুল রাজবালা—  
কে পরালে মালা!

অসমীয়া-পড়া আঁচলখানি  
বক্ষে তুলি দিল।  
আপন-পানে নেহারি চেয়ে  
শরমে শিহরিল।  
গুস্ত হয়ে চাঁকিত চোখে  
চাঁহিল চাঁরি দিকে,  
বিজন গৃহ, রতন-দৌপ  
জৰুলিছে অনিমিথে।  
গলার মালা খুলিয়া লঞ্চে  
ধৰিয়া দৃঢ়ি করে

সোনার সূতে যতনে গাঁথা  
 লিখনখানি পড়ে।  
 পাড়ল নাম, পাড়ল ধাম,  
 পাড়ল সীম্প তার,  
 কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে  
 পাড়ল শতবার।  
 শয়নশেষে রহিল বসে,  
 ভাবিল রাজবালা—  
 আপন ঘরে ঘুমায়েছিন্দ  
 নিতান্ত নিরালা—  
 কে পরালে মালা !

ন্তন-জাগা কুঞ্জবনে  
 কুহরি উঠে পিক.  
 বসন্তের চুম্বনেতে  
 বিবশ দশ দিক।  
 বাতাস ঘরে প্রবেশ করে  
 ব্যকুল উচ্ছবাসে,  
 নবীন ফুলমঞ্জরীর  
 গন্ধ লয়ে আসে।  
 জাঁগয়া উঠি বৈতালিক  
 গাহিছে জয়গান,  
 প্রাসাদশ্বারে লালিত স্বরে  
 বাঁশিতে উঠে তান।  
 শীতলছায়া নদীর পথে  
 কলসে লয়ে বারি—  
 কাঁকন বাজে, ন্তপুর বাজে—  
 চালিছে পূরনারী।  
 কাননপথে মর্মারিয়া  
 কাঁপছে গাছপালা,  
 আধেক মুদি নয়ন দৃঢ়ি  
 ভাবিছে রাজবালা—  
 কে পরালে মালা !

বারেক মালা গলায় পরে,  
 বারেক লহে থুলি,  
 দৃঢ়িট করে চাঁপিয়া ধরে  
 বুকের কাছে তুলি।  
 শয়ন-'পরে মেলায়ে দিয়ে  
 ত্রুট চেরে রয়,  
 এমনি করে পাইবে ষেন  
 অধিক পরিচয়।

জগতে আজ কতনা ধৰ্ম  
 উঠিছে কত ছলে—  
 একটি আছে গোপন কথা,  
 সে কেহ নাহি বলে।  
 বাতাস শুধু কানের কাছে  
 বাহয়া ঘায় হহ,  
 কোকিল শুধু অবিশ্রাম  
 ডাকিছে কুহু কুহু।  
 নিঃস্ত ঘরে পরান-মন  
 একান্ত উতালা,  
 শয়নশেষে নীরবে বসে  
 ভাবিছে রাজবালা—  
 কে পরালে মালা !

কেমন বীর-মূর্তি তার  
 মাধুরী দিয়ে মিশা।  
 দীপ্তভূত নয়ন-মাঝে  
 তৃপ্তহীন তৃষ্ণা।  
 স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন  
 এর্মান মনে লয়—  
 তুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু  
 অসীম বিস্ময়।  
 প্যারশে যেন বিস্ময়াচ্ছিল,  
 ধরিয়াছিল কর,  
 এখনো তার প্যারশে যেন  
 সরস কলেবর।  
 চমকি মুখ দ্রহন্তে ঢাকে,  
 শরমে টুটে মন,  
 লঙ্ঘনহীন প্রদীপ কেন  
 নিভে নি সেই ক্ষণ।  
 কণ্ঠ হতে ফেলিল হার  
 যেন বিজুলিজবালা,  
 শয়ন-'পরে লুটায়ে পড়ে  
 ভাবিল রাজবালা—  
 কে পরালে মালা !

এর্মান ধীরে একটি কঁকে  
 কাঁটিছে দিম রাঁতি।  
 বসন্ত সে বিদায় নিল  
 লইয়া যুথী জাঁতি।  
 সঘন মেঘে বরযা আসে,  
 বরবে ঝরবর।

কাননে ফুটে নবমালতী  
কদম্বকেশের।  
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে  
পূর্ণিমা-মালিকা।  
সকল বন আকুল করে  
শুন্দ্র শেফালিকা।  
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে  
দীর্ঘ দুর্খনিশা।  
শিশির-বরা কুলফুলে  
হাসিয়া কাঁদে দিশা।  
ফাগুন মাস আবার এল  
বহিয়া ফ্লুডালা।  
জানালা-পাশে একেলা বসে  
ভাবিছে রাজবালা—  
কে পরালে মালা!

•  
১৩ মে ১৯৯১

### চোমরা ও আমরা

চোমরা হাসিয়া বঁচিয়া চলিয়া যাও  
কুল-কুল-কুল নদীর প্রাতের হয়ে।  
আমরা তীরেতে দাঢ়ায়ে চাহিয়া থাকি,  
মরমে গুরুর মরিছে কামনা কত।  
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,  
কৌতুকছাঁটা উহ্রিসেছে চোখে মুখে,  
কমলচরণ পঁজুছে ধরণী-মাঝে,  
কনকন-পুর রিনিকি রিনিকি বাজে।

অঙেগ অঙে বাঁধিছে রংগপাশে,  
বাহুতে বাহুতে জড়িত লালিত লতা।  
ইঞ্জিতরসে ধূবনিয়া উঠিছে হাসি,  
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।  
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,  
মৃকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।  
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,  
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা।

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,  
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—  
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, হৃরা  
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।

যোবনরাশ টুটিতে লুটিতে চায়,  
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।  
তবু শতবার শতধা হাসিয়া ফুটে,  
চলতে ফিরিতে ঝলকি চলাক উঠে।

আমরা মুর্খ কহিতে জানি নে কথা.  
কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।  
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন,  
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আর্থি মেলি।  
তোমরা দেখিয়া চুপচাপ কথা কও,  
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও,  
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে  
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ বড়ের মতো  
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।  
বিপুল অঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে  
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশ।  
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,  
অঁধার ছেন্দিয়া মরম বির্বিয়া দাও,  
গগনের গায়ে আগন্তনের রেখা আর্কি  
চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,  
নয়ন অধির দেয় নি ভাষায় ভরে।  
মোহন মধুর মল্ত জানি নে মোরা,  
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?  
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,  
কোনো সূলগনে হব না কি কাছাকাছি।  
তোমরা হাসিয়া বাহিয়া চলিয়া যাবে,  
আমরা দাঢ়ায়ে রাহিব এগানি ভাবে!

১৬ জৈষ্ঠ ১২৯৯

### সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি সন্মধুর স্নেহে  
অয়ি গ্রহলক্ষণী, এই কর্ণে ক্ষন্দন  
এই দণ্ডবন্দনো-ভরা মানবের গেহে।  
তাই দৃষ্টি বাহু-পরে সন্দৰ্ভমধ্যে  
সোনার কঢ়কণ দৃষ্টি বাহিতেহে দেহে  
শৃঙ্গচহ, নির্বিশের নয়নমন্দন।

ପ୍ରଦର୍ଶନେ ଦେଇ ବାହୁ କିଳାଙ୍କକଠିନ  
ସଂମାରସଂଘାମେ, ସଦା ବ୍ୟକ୍ତନବିହୀନ;  
ଶ୍ଵର୍ମ-ଶ୍ଵର୍ମ ସତ କିଛି ନିଦାରଣ କାଜେ  
ବାହିବାଗ ବଞ୍ଚିମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରାଧୀନ ।  
ତୁମି ବ୍ୟଥ ମେହ-ପ୍ରେସ-କରୁଗାର ମାଝେ—  
ଶ୍ଵର୍ମ ଶ୍ଵର୍ମକର୍ମ, ଶ୍ଵର୍ମ ସେବା ନିର୍ଣ୍ଣଦିନ  
ତୋମାର ବାହୁତେ ତାଇ କେ ଦିଯାଛେ ଟାନି  
ଦୁଇଟି ସୋନାର ଗଣ୍ଡ, କାକିନ ଦୁଖାନି ।

ଶାର୍ଣ୍ଣନିକେତନ  
୧୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୯୯

বর্ষাধ্যাপন

ରାଜଧାନୀ କଲିକାତା; ତେତାଲାର ଛାତେ  
କାଠେର କୁଠାର ଏକ ଧାରେ;  
ଆଲୋ ଆସେ ପୂର୍ବ ଦିକେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାତେ,  
ବ୍ୟାଯୁ ଆସେ ଦଶକଣେ ଘାରେ।

ভালো করে দোহে চিন,  
জগতের দু-পারে দৃঢ়ন—  
প্রাণে প্রাণে পড়ে টান,  
মনে মনে কঢ়েনা সৃজন।  
যক্ষবধূ গ্রহকোণে  
দেখে শুনে ফিরে আসি চাল।  
বর্ষা আসে ঘন ঝোলে,  
গোবিন্দদাসের পদাবলী।  
সূর করে বার বার  
অন্ধকার যমুনার তীর,  
নিশ্চার্থে নবীনা রাধা  
খৃজিতেছে নিকুঞ্জ-কুটীর।  
অনুক্ষণ দর দর  
ঠাহে অতি দ্রুতর বন;  
ঘরে ঘরে রূপ দ্বার,  
শুধু এক কিশোর মদন।

আষাঢ় হতেছে শেষ,  
রাঠ “ভরা বাদরের” সূর।  
বুলিয়া প্রথম পাতা,  
গাহি “মেঘে অস্বর মেদুর”।  
সত্ত্ব রাত্রি চিংপুহরে  
শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়  
‘রজনী’ শাঙ্কন ঘন  
সেই গান মনে পড়ে যায়।  
‘পালকে শয়ান রঙে  
সেই ছবি জাগে মনে  
মদু মদু বহে শবাস,  
গিরিশের মেষ ডাকে,  
বাহুতে মাথাটি থুয়ে,  
গ্রিবালিত চৌর অঙ্গে  
মনস্ত্বে নিদ্রায় মগন—  
মনস্ত্বে নিজন স্বপন।  
মদু মদু বহে শবাস,  
কেঁপে উঠে মুদিত পলক;  
বাহুতে মাথাটি থুয়ে,  
গ্রিবালিত চৌর অঙ্গে  
কাঁকনী আছে শুয়ে,  
গ্রহকোণে শ্লান দীপালোক।  
বাহুতে মাথাটি থুয়ে,  
গিরিশের মেষ ডাকে,  
হেনকালে কী না ঘটে,  
মরি মরি স্বপনশেষে  
দৈখিল বিজন ঘরে  
মাথন সে জাগিল একাকী,  
একা ঘরে স্বপনের সাথী।  
একা ঘরে স্বপনের সাথী।  
পুরাতন বৃন্দাবনে  
দৈপ নিবৃ নিবৃ করে  
প্রহরী প্রহর শেল হাঁকি।

বাড়িছে বৃক্ষের বেগ,  
থেকে থেকে ডাকে মেষ,  
বিঞ্জিল প্ৰথমৰ ব্যাপিয়া,  
সেই ঘনঘোৱা নিশ  
স্বপ্নে জাগৱলে মিশ  
না জানি কেমন করে হিয়া।

লয়ে প্ৰথি দু-চাৰিটি নেড়ে চেড়ে ইটি সিঁটি  
এইমতো কাটে দিনৱাত।  
তাৰ পৱে টানি লই বিদেশী কাবোৰ বই.  
উজ্জীটি পালটি দেখি পাত—  
কোথা রে বৰ্ষাৰ ছায়া অন্ধকাৰ মেষমায়া  
ঝৱবৰ ধৰ্মন অহৰহ।  
কোথায় সে কৰ্মহীন একান্তে আপনে-লৈন  
জৰীবনেৰ নিগৃত বিৱহ!  
বৰ্ষাৰ সমান সূৱে অন্তৰ বাহিৰ পৰে  
সংগীতেৰ মুষলধাৱায়,  
পৱানেৰ বহুদূৰ কূলে কূলে ভৱপূৰ,  
বিদেশী কাবো সে কোথা হায়!  
তখন সে প্ৰথি ফেলি, দৃঃঘারে আসন মেলি  
বাস গিয়ে আপনার মনে,  
কিছু কৰিবাৰ নাই চেয়ে চেয়ে ভাৰ তাই  
দীৰ্ঘ দিন কাটিবে কেমনে।  
মাথাটি কৰিয়া নিচু বসে বসে রাচ কিছু  
বহু ঘৰে সারাদিন ধৰে—  
ইচ্ছা কৱে অৰ্বৱত আপনার মনোমত  
গল্প লিখি একেকটি কৱে।  
ছোটো প্ৰাণ, ছোটো বাধা, ছোটো ছোটো দৃঃঘকথা  
নিতান্তই সহজ সৱল,  
সহস্র বিস্মৃতিৱাশি প্ৰতাহ ঘেতেছে ভাসি  
তাৰি দু-চাৰিটি অশুভল।  
নাহি বৰ্ণনাৰ ছাট ঘটনাৰ ঘনঘটা,  
নাহি তত নাহি উপদেশ।  
অন্তৰে অত্তিষ্ঠি রয়ে, সাঙে কৰি' মনে হৰে  
শেষ হয়ে হইল না শেষ।  
জগতেৰ শত শত অসমাপ্ত কথা যত,  
অকালেৰ বিছিম মুকুল,  
অজ্ঞাত জৰীবনগুলা, অখ্যাত কৰ্তৃত ধুলা,  
কত ভাব, কত ভয় ভুল—  
সংসারেৰ দশ দিশি বাৰিতেছে অহনিৰ্ণি  
ঝৱবৰ বৰষাব মতো—  
ক্ষণ-অশুভ ক্ষণ-হাসি পাড়িতেছে রাশি রাশি  
শৰ্ম তাৰ শুনি অৰ্বৱত।

মেই সব হেলাফেলা,  
নিমেষের লীলাখেলা  
চারি দিকে করি স্তুপাকার,  
চারি দিয়ে করি সংগঠ  
তাই দিয়ে করি সংগঠ  
একটি বিস্মৃতিবর্ষিষ্ট  
জীবনের শ্রাবণিশার।

শার্ল্টনকেতন  
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

### হিং টিং ছট্

স্বপ্নঘনগল

স্বপ্ন দেখেছেন রাতে হবুচন্দ্র ভূপ,  
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।  
শিশুরে বাসিয়ে যেন তিনটে বাঁদিরে  
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।  
একটু নড়তে গেলে গালে মারে ঢড়,  
চোখে ঘুঁথে লাগে তার নথের আঁচড়।  
সহসা মিলাল তারা, এল এক বেদে,  
'পার্থি উড়ে গোছে' বলৈ মরে কেইদে কেইদে;  
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,  
ঝূলায়ে বসায়ে দিল উচ এক দাঁড়ে।  
নিচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি  
হাসিম্বা পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।  
রাজা বলে, 'কী আপদ!' কেহ নাহি ছাড়ে,  
পা দুটা তুলতে চাহে, তুলতে না পারে।  
পার্থির মতন রাজা করে ঘট্পট্,  
বেদে কানে কানে বলে— 'হিং টিং ছট্।'  
স্বপ্নঘনগলের কথা অম্বসমান,  
গোড়ানন্দ করি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

হবুপুর রাঙ্গে আজ দিন ছয়-সাত  
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।  
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির  
রাজসংখ বালব্ধ ভেবেই অঙ্গীর।  
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পৰ্ণতেরা পাঠ,  
মেয়েরা করেছে চুপ— এতই বিপ্রাট।  
সারি সারি বসে গোছে কথা নাহি ঘুঁথে,  
চিন্তা ষত ভারী হয় মাথা পড়ে ঝঁকে।  
ভুইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমতলে খৌজে,  
সবে যেন বসে গোছে নিরাকার ভোজে।

মাঝে মাঝে দীর্ঘবাস ছাঁড়িয়া উঁকট  
হঠাত ফুকারি উঠে—‘হিং টিং ছট্।’  
স্বশ্নমঙ্গলের কথা অম্ভসমান,  
গোড়ানন্দ কৰি ভনে, শুনে পণ্যবান।

চারি দিক হতে এল পিণ্ডতের দল—  
অযোধ্যা কনোজ কাষ্ঠী মগধ কোশল।  
উজ্জয়িনী হতে এল বৃথ-অবতংস  
কালিদাস কর্বীন্দ্রের ভাগিনেয়বৎশ।  
মোটা মোটা পৃথি লয়ে উলটায় পাতা,  
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিসূৰ্ধ মাথা।  
বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্যখেত  
বাতাসে দূলিছে যেন শৰ্ষ-সমেত।  
কেহ শ্রীতি, কেহ শ্রীতি, কেহ বা পূর্বণ,  
কেহ ব্যাকরণ দেথে, কেহ অভিধান।  
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোবৃপ্ত,  
বেড়ে উঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তুপ।  
চুপ করে বসে থাকে বিষম সংকট  
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—‘হিং টিং ছট্।’  
স্বশ্নমঙ্গলের কথা অম্ভসমান,  
গোড়ানন্দ কৰি ভনে, শুনে পণ্যবান।

কইলেন হতাখাস হবুচন্দ্ররাজ,  
‘ম্বেছদেশে আছে নাকি পিণ্ডত-সমাজ,  
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—  
অর্থ যদি ধৰা পড়ে তাহাদের কাছে।’  
কটাচুল নীলচক্ষ কঁপশকপোল,  
যবন পিণ্ডত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।  
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছাঁটা কুর্তি,  
প্রীষ্মতাপে উজ্জা বাড়ে, ভারি উগ্রমুর্তি।  
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়—  
‘সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়।  
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্টপট্।’  
সভাসূৰ্ধ বলি উঠে—‘হিং টিং ছট্।’  
স্বশ্নমঙ্গলের কথা অম্ভসমান,  
গোড়ানন্দ কৰি ভনে, শুনে পণ্যবান।

স্বশ্ন শুনি ম্বেছমুখ রাঙা টকটকে,  
আগুন ছুটিতে চায় ঘূৰে আৱ চোখে।  
হাঁনিয়া দক্ষিণ মুঠি বাম কৰতলে  
‘ডেকে এনে পারিহাস’ রেগেমেগে বলে।

ଫରାସି ପାଞ୍ଚତ ଛିଲ, ହାସୋଜୁଳମୁଖେ  
କହିଲ ନୋଯାଯେ ମାଥା, ହସ୍ତ ରାଖି ବୁକେ,  
'ବସନ୍ତ ଯାହା ଶୁଣିଲାମ ରାଜ୍ୟୋଗ୍ୟ ବଟେ;  
ହେନ ସବନ ସକଳେର ଅଦ୍ଦଟେ ନା ଘଟେ।  
କିନ୍ତୁ ତବୁ ସବନ ଓଟା କରି ଅନ୍ତମାନ  
ସଦିଓ ରାଜେର ଶିରେ ପେରୋଛିଲ ସ୍ଥାନ ।  
ଅର୍ଥ ଚାଇ, ରାଜକୋବେ ଆହେ ଭୂର ଭୂର,  
ରାଜସ୍ଵର୍ଗେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସତ ମାଥା ଥିବ୍ବି ।  
ନାହିଁ ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ତବୁ କହି ଅକପଟ,  
ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବି ମିଷ୍ଟ ଆହା, ହିଁ ଟିଂ ଛଟ ।'  
ସବନମଙ୍ଗଲେର କଥା ଅମୃତସମାନ,  
ଗୌଡ଼ାନନ୍ଦ କରି ଭନେ, ଶୁଣେ ପ୍ରଣାବାନ ।

ଶୁଣିଯା ସଭାପଥ ସବେ କରେ ଧିକ ଧିକ—  
କୋଥାକାର ଗାନ୍ଧମୁଖ୍ ପାଷତ ନାଚିତକ !  
ସବନ ଶୁଦ୍ଧ ସବନମାତ୍ର ମାନ୍ଦିଶ୍ଵର-ବିକାର,  
ଏ କଥା କେମନ କରେ କାରିବ ସର୍ବାକାର ।  
ଜଗଂ-ବିରାତ ମୋରା 'ଧର୍ମପ୍ରାଣ' ଜାରି  
ସବନ ଉଡ଼ାଇଯା ଦିବେ!— ଦୁଃଖରେ ଭାକାତି !  
ଇବୁଚନ୍ଦ୍ର ରାଜୁ କହେ ପାକାଲିଯା ଢୋଥ—  
'ଗବୁଚନ୍ଦ୍ର, ଏଦେର ଉର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ହୋଇ,  
ହେଠୋର କଣ୍ଟକ ଦାଓ, ଉପରେ କଣ୍ଟକ,  
ଡାଳକୁଡ଼ାଦେର ମାଝେ କରଇ ବଣ୍ଟକ !'  
ମତେରେ ମିନିଟ କାଳ ନା ହଇତେ ଶେସ,  
ମେଛ ପାଞ୍ଚତରେ ଆର ନା ମିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ ।  
ସଭାପଥ ସବାଇ ଭାସେ ଆନନ୍ଦଶୂନ୍ୟରେ,  
ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତି ଏଲ ଫିରେ ।  
ପାଞ୍ଚତରୋ ମୁଖ ଚକ୍ର କାରିଯା ବିକଟ  
ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତାରିଲ ହିଁ ଟିଂ ଛଟ ।'  
ସବନମଙ୍ଗଲେର କଥା ଅମୃତସମାନ,  
ଗୌଡ଼ାନନ୍ଦ କରି ଭନେ, ଶୁଣେ ପ୍ରଣାବାନ ।

ଅତେପର ଗୋଡ଼ ହତେ ଏଲ ହେନ ବେଳା  
ସବନ ପାଞ୍ଚତରେ ଗୁରୁମାରା ଚେଲା ।  
ନମର୍ଶର, ମଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଧଡେ—  
କାହା-କୋଚା ଶତବାର ଥିଲେ ଥିଲେ ।  
ଅଚିତତ୍ତ ଆହେ ନା ଆହେ, କ୍ଷୀଣ ଥର୍ବଦେହ,  
ବାକ୍ୟ ଯବେ ବାହିରାଯ ନା ଥାକେ ସନ୍ଦେହ ।  
ଏତଟକୁ ଯନ୍ତ୍ର ହତେ ଏତ ଶବ୍ଦ ହୟ  
ଦେଖିଯା ବିଶେର ଲାଗେ ବିଷମ ବିଷୟ ।  
ନା ଜାନେ ଅଭିବାଦନ, ନା ପୁଛେ କୁଶଳ,  
ପିତୃନାମ ଶୁଧାଇଲେ ଉଦୟତ ମୁଖ୍ସ ।

সগবে' জিজ্ঞাসা করে, 'কী লয়ে বিচার,  
শূনলে বলিতে পারি কথা দুই-চার,  
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।'  
সমস্বরে কহে সবে—'হঁ টঁ ছট।'  
স্বনমঞ্গলের কথা অম্তসমান,  
গোড়ানন্দ কৰি ভনে, শূনে পৃণ্যবান।

স্বনকথা শূনি মৃথ গম্ভীর করিয়া  
কহিল গোড়ীয় সাধু প্রহর ধারিয়া,  
'নিতান্ত সরল অর্থ', অতি পরিষ্কার,  
বহু পূরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।  
দ্যাম্বকের ত্রিনয়ন ঠিকাল ত্রিগুণ  
শীঙ্গভদ্রে বাঙ্গভদ্রে শিবগুণ বিগুণ।  
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি  
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিস্মাদী।  
আকর্ষণ বিকর্ষণ পূরূষ প্রকৃতি  
আগু চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।  
রূশাপ্রে প্রবহমান জীবার্ঘাবিদ্যুৎ  
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উন্ভূত।  
দ্যৈ শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপন্থে প্রকট—  
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হঁ টঁ ছট।'  
স্বনমঞ্গলের কথা অম্তসমান,  
গোড়ানন্দ কৰি ভনে, শূনে পৃণ্যবান।

'সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারি ধার,  
সবে বলে—'পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার।  
দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,  
শূনা আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।'  
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবচন্দ্ররাজ,  
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ  
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে,  
ভাবে তার মাথাটুকু পড়ে বুরী ছিঁড়ে।  
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছেটে,  
হাবচুবু হব-রাজ্য নড়িচড়ি উঠে।  
ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,  
এক দশে খুলে গেল রমণীর ঘুথ।  
দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট,  
সবাই বুবিয়া গেল— হঁ টঁ ছট।  
স্বনমঞ্গলের কথা অম্তসমান,  
গোড়ানন্দ কৰি ভনে, শূনে পৃণ্যবান।

যে শুনিবে এই স্বপ্নমংগলের কথা,  
সর্বত্র ঘূর্ছে যাবে নহিবে অনাথা !  
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠিকভো,  
সত্ত্বের সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চাকিতে।  
যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে,  
এ কথা জাজুলমান হবে তার কাছে।  
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,  
সে আপন লেজড় জড়িবে তার পিছু।  
এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিত্  
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—  
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়ামায়।  
স্বপ্ন শুধু সত্তা আর সত্তা কিছু নয়।  
স্বপ্নমংগলের কথা অম্ভসমান  
গৌড়ানন্দ করি ভানে, শুনে পুণ্যবান।

ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରନିକେତନ  
୧୯୫୪ ଜୁଲାଇ ୧୨୯୯

ପରିଶ୍ରମ-ପାଥର

খাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।  
 মাথায় বহু জটা ধূলায় কাদায় কটা,  
 মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর।  
 ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের স্বার ঝাঁপি  
 রাণীদিন তীব্র জবলা ভেবলে রাখে ঢোখে।  
 দ্বটো নেত্র সদা যেন নিশার খদোত-হেন  
 উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।  
 নাহি যাব চালচুলা গায়ে মাখে ছাইধূলা  
 কঠিটে জড়নো শুধু ধসের কোপীন,  
 ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে  
 পথের ভিখারী হতে আরো দৈনহীন,  
 তার এত অভিমান, সোনার পা তুচ্ছজ্ঞান,  
 রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর,  
 দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়  
 একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর!

সম্মুখে গরঞ্জে সিধু অগাধ অপার।  
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটিকুটি  
স্তৃতভাড়া পাগলের দৈখয়া ব্যাপার।  
আকাশ রঞ্জে চাহি, নয়নে নিমেষ নাই,  
হৃদ হৃ করে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।

একদিন, বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস—  
নিকয়ে মোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা—  
আকাশে প্রথম সংষ্ঠি পাইল প্রকাশ।  
মিল যত স্মৃতির ফৌজহলে ভরপূর  
এসেছিল পা টিপ্পয়া এই সিন্ধুতীরে।  
অঙ্গের পানে চাহি নয়নে নিমেষ মাহি  
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।  
বহুকাল স্তন্ধ থাকি শুনেছিল ঘূর্দে আর্থি  
এই মহাসমুদ্রের গাঁতি চিরন্তন;  
তার পরে কৌতুহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে  
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মল্থন।  
বহুকাল দৃঢ় সেবি নিরাথি, লক্ষ্মীদেবী  
উদিলা জগৎ-মাঝে অতুল সূন্দর।  
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণ দেহে জীর্ণ চীরে  
খ্যাপা খঁজে খঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

এতদিনে ব্ৰহ্ম তাৰ ঘুচে গৈছে আশ !  
 খঁজে খঁজে ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু,  
 আশা দোষে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস !  
 বিৱহী বিহঙ্গ ডাকে সারা দিন তৰুশাখে,  
 যাবে ডাকে তাৰ দেখা পায় না অভাগা !  
 তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন,  
 একমাত্ৰ কাজ তাৰ ডেকে ডেকে জাগা !  
 আৱ-সব কাজ ভূলি আকাশে তৱঙ্গ তুলি  
 সম্মুখ না জানি কাৰে চাহে অবিৱত !  
 যত কৰে হায় হায় কোনোকালে নাহি পায়,  
 তবু শনো তোলে বাহু, ওই তাৰ ব্ৰত !  
 কাৰে চাহি ব্ৰোমতলে গ্ৰহতাৰা লয়ে চলে,  
 অনন্ত সাধনা কৰে বিশ্বচৰাচৰ।  
 সেইমতো সিদ্ধুন্তটে ধূলিমাথা দৌৰ্জন্তে  
 থাপা খঁজে খঁজে ফিরে পৰশ-পাথৰ।

একদা শুধুল তারে গ্রামবাসী ছেলে,  
 ‘সম্যাসীঠাকুর, এ কী, কাঁকালে ও কী ও দৈখ,  
 সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে।’  
 সম্মাসী চৰাক ওঠে শিকল সোনার বটে,  
 লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।  
 একি কান্ড চমৎকার, তুলে দেখে বার বার,  
 আঁধি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন।  
 কপালে হাঁনিয়া কর বসে পড়ে ভূমি-পৰ,  
 নিজেরে কাৰিতে চাহে নিৰ্দয় লাঞ্ছনা;  
 পাগলেৰ মতো চায়— কোথা গেল, হায় হায়,  
 ধৰা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।  
 কেবল অভ্যাসমত নৃড়ি কৃত্তাইত কত,  
 ঠন্ক কৱে ঠেকাইত শিকলেৰ পৰ,  
 চেয়ে দৈখিত না, নৃড়ি দৰে ফেলে দিত ছৰ্ণড়ি,  
 কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পৱশ-পাথৰ।

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।  
 আকাশ সোনার বৰ্ণ, সমন্তু গালিত স্বৰ্ণ,  
 পৰ্ণিমা দিন্বধূ দেখে সোনার স্বপন।  
 সম্যাসী আবাৰ ধীৰে প্ৰব'পথে ঘায় ফিরে  
 খুঁজিতে নৃতন ক'ৱে হারানো রতন।  
 দে শৰ্কুতি নাহি আৱ ন্যুনে পড়ে দেহভাৱ  
 অন্তৰ লুটায় ছিম তৰুৱ মতন।  
 প্ৰৱানন্দ দৰ্শ' পথ পড়ে আছে মৃত্বৎ  
 হেথা হতে কত দৱ নাহি তাৰ শেষ।  
 দিক হতে দিগন্তৰে মৱৰালি ধু ধু কৱে,  
 আসম রঞ্জনী-ছায়ে ম্লান সৰ্বদেশ।  
 অধৰ'ক জৰীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ ব্ৰজ  
 স্পৰ্শ' লভেছিল যার এক পল-ভৱ,  
 বাৰ্ক অধ' ভগ্ন প্ৰাণ আবাৰ কাৰিছে দান  
 ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পৱশ-পাথৰ।

শান্তিনিকেতন  
 ১৯ জোষ্ট ১২১১

### বৈষ্ণব কাৰিতা

শ্ৰুতি বৈকুণ্ঠেৰ তৱে বৈষ্ণবেৰ গান !  
 পূৰ্বৱাগ, অনুৱাগ, মান-অভিমান,  
 অভিসার, প্ৰেমলীলা, বিৱহ-মিলন,  
 বন্দীবন্দীগাথা— এই প্ৰণয়-স্বপন  
 আবগেৰ শৰীৰতে কাৰিলদৰ্শিৰ কুলে,

চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে  
শরমে সম্ভুষে— এ কি শুধু দেবতার !  
এ সংগীতেরসধারা নহে ঘিটাবার  
দৈন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের  
প্রতিরজনীর আর প্রতিদিবসের  
তপ্ত প্রেমত্ব ?

এ গৌত-উৎসব-মাঝে  
শুধু তিনি আর ভস্ত নির্জনে বিরাজে ;  
দাঁড়ায়ে বাহির-বাবে মোরা নরনারী  
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনিন যদি তার  
দৃঢ়েকষ্ট তান— দূর হতে তাই শুনে  
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে  
অন্তর পুরোক উঠে, শুনিন সেই স্বর  
সহসা দৈখিতে পাই স্বিগুণ মধুর  
আমাদের ধৰা— মধুময় হয়ে উঠে  
আমাদের বনছারে যে নদীটি ছুঁটে  
মোদের কুটীর-প্রাম্ভে যে কদম্ব ফুটে  
বরষার দিনে— সেই প্রেমাতুর তানে  
যদি ফিরে চেয়ে দৈখ মোর পাশ্ব-পানে  
ধৰি মোর বাম বাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে  
ধৰার সঙ্গনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে  
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালোবাসা,  
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা,  
যদি তার মুখে ফুঁটে প্রণ প্রেমজ্যোতি—  
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি ?

সত্তা করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কৰিব,  
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,  
কোথা তুমি শিথেছিলে এই প্রেমগান  
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,  
রাধিকার অশ্রু-আর্থি পড়েছিল মনে।  
বিজন বসমতরাতে ঘিনশয়নে  
কে তোমারে বেঁধৈছিল দৃঢ়ি বাহুড়োরে,  
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে  
রেখেছিল মণ করি ! এত প্রেমকথা—  
রাধিকার চিত্তদীর্ঘ তীর ব্যাকুলতা  
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার  
আর্থি হতে ! আজ তার নাহি অধিকার  
সে সংগীতে ! তারি নারীহৃদয়সংপ্রতি  
তার ভাষা হতে তা঱্বে করিবে বঞ্চিত  
চিরাদিন !

আমাদেরি কুটীর-কাননে  
 ফুটে পত্তপ, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,  
 কেহ রাখে প্রিয়জন-তরে— তাহে তাঁর  
 নাহি অস্তিত্ব। এই প্রেমগাঁথিহার  
 গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,  
 কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।  
 দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই  
 প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,  
 তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা !  
 দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার  
 চালিয়াছে নিশ্চিদিন কত ভারে ভার  
 বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী  
 অক্ষয় সে সূধারাশ করি কাড়াকাড়ি  
 লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে  
 যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে  
 চিরাদিন প্রত্যবীতে যুবক্যুবতী  
 নরনারী এর্মান চগ্নি মাতিগাতি।  
 দুই পক্ষে মিলে একেবারে আঝাহারা  
 অবোধ অঙ্গন। সৌন্দর্যের দস্তু তারা  
 লুটেপুটে নিতে চায় সব। এত গাঁভি,  
 এত ছল, এত ভাবে উচ্ছৱাসিত প্রীতি,  
 এত মধুরতা স্বারের সম্মথ দিয়া  
 বহে যায়— তাই তারা পড়েছে আসিয়া  
 সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্তোতে।  
 সমন্দৰাহিনী সেই প্রেমধারা হতে  
 কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তাঁরে  
 বিচার না করি কিছু, আপন কুটীরে  
 আপনার তরে। তৃতীয় মিছে ধর দোষ,  
 হে সাধু পশ্চিত, মিছে করিতেছ রোষ।  
 যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে  
 অসীম স্নেহের হাঁসি হাঁসছেন বসে।

শাহজাদপুর  
 ১৪ আগস্ট ১২৯১

### দুই পার্থি

খাচার পার্থি ছিল সোনার খাচাটিতে  
 বনের পার্থি ছিল বনে।  
 একদা কৌ করিয়া মিলন হল দোহে,  
 কৌ ছিল বিধাতার মনে।

বনের পাঁথ বলে, খাঁচার পাঁথ ভাই,  
বনেতে যাই দোহে মিলে।  
খাঁচার পাঁথ বলে, বনের পাঁথ, আয়  
খাঁচায় থাকি নির্বিবলে।  
বনের পাঁথ বলে—না,  
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।  
খাঁচার পাঁথ বলে—হায়,  
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!

বনের পাঁথ গাহে বাহিরে বাস বাস  
বনের গান ছিল যত,  
খাঁচার পাঁথ পড়ে শিখানো বৃলি তার--  
দোহার ভাষা দ্রুইমতো।  
বনের পাঁথ বলে, খাঁচার পাঁথ ভাই,  
বনের গান গাও দীর্ঘ।  
খাঁচার পাঁথ বলে, বনের পাঁথ ভাই,  
খাঁচার গান লহো শীর্থ।  
বনের পাঁথ বলে—না,  
আমি শিখানো গান নাহি চাই।  
খাঁচার পাঁথ বলে—হায়,  
আমি কেমনে বন-গান গাই!

বনের পাঁথ বলে, আকাশ ঘননীল,  
কোথাও বাধা নাহি তার।  
খাঁচার পাঁথ বলে, খাঁচাটি পরিপাটি  
কেমন ঢাকা ঢার ধার।  
বনের পাঁথ বলে, আপনা ছাড়ি দাও  
মেঘের মাঝে একেবারে।  
খাঁচার পাঁথ বলে, নিরালা সুখকোগে  
বাঁধিয়া রাখো আপনারে!  
বনের পাঁথ বলে—না,  
সেথা কোথায় উঠিবারে পাই!  
খাঁচার পাঁথ বলে—হায়,  
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাই!

এমনি দ্রুই পাঁথ দৈহারে ভাঙ্গোবাসে  
তবুও কাছে নাহি পায়।  
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,  
নীরবে ঢোকে ঢোকে চায়।

দৃঢ়নে কেহ কারে বুঝিতে নাই পারে,  
বুঝাতে নারে আপনায়।  
দৃঢ়নে একা একা ঘাপটি মরে পাথা,  
কাতরে কহে কাছে আয়!  
বনের পাখি বলে—না,  
কবে খাঁচায় রূধি দিবে স্বার।  
খাঁচার পাখি বলে—হায়.  
মোর শক্তি নাই উড়িবার।

শহীজানপুর  
১১ জানু চ ১২১৯

### আকাশের চাঁদ

হাতে হৃল দও আকাশের চাঁদ—  
এই হল তার বুল।  
নিবস রঞ্জনী যেতোছে বহিয়া,  
কাঁদে সে দৃ-হাত তুল।  
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাচাস,  
পাখিরা গাহিছে সুখ।  
সকালে বাখাল চলিয়াছে মাঠ,  
বিকালে ঘরের মথে।  
বালক বালকা ভাই বোনে মিলে  
থেলিছে আঙিনা-কোণে,  
ক্লালের শিশুরে হেরিয়া জননী  
হাসিছে আপন মনে।  
কেহ হাতে যায় কেহ বাটে যায়  
চলাছে যে ধার কাঙে,  
কত জনরব কত কলরব  
উঠিছে আকাশ-মাঝে।  
পাখিকেরা এসে তাহারে শুধায়,  
'কে তুমি কাঁদিছ বসি!'  
সে কেবল বলে নয়নের জলে,  
'হাতে পাই নাই শশী!'

সকালে বিকালে ঘিরি পড়ে কেলে  
অয়চিত ফুলদল,  
দীখন সমীর বুলায় ললাটে  
দক্ষিণ করতল।  
প্রভাতের আলো আশিস-পরশ  
করিছে তাহার দেহে,  
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে  
ঢাকিছে নীরব স্নেহে।

কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর  
 কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি,  
 পাশে আসি যবা চাহিছে তাহারে  
 লইতে বন্ধু করি।  
 এই পথে গহে কত আনাগোনা,  
 কত ভালোবাসাবাসি,  
 সংসারসূখ কাছে কাছে তার  
 কত আসে যায় ভাসি,  
 মৃখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া,  
 কহে সে নয়নজলে,  
 'তোমাদের আমি চাহি না কারেও,  
 শশী চাই করতলে।'

শশী যেথা ছিল সেথাই রাহিল,  
 সেও বসে এক ঠাই।  
 অবশ্যে থবে জীবনের দিন  
 আর বেশি বাকি নাই.  
 এমন সময়ে সহসা কৌ ভাব  
 চাহিল সে মৃখ ফিরে,  
 দেখিল ধরণী শামল মধুর  
 স্নীল সিন্ধুতীরে।  
 সোনার ক্ষেত্রে কৃষণ বসিয়া  
 কাটিতেছে পাকা ধান,  
 ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়,  
 মাঝ বসে গায় গান।  
 দ্বারে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর,  
 বন্ধুরা চলেছে ঘাটে,  
 মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থ জন  
 আসিছে প্রামের হাটে।  
 নিষ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি,  
 কহে ঝিয়মাণ মন,  
 'শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই  
 আর বার এ জীবন।'

দেখিল চাহিয়া জীবনপ্রণ  
 সন্দর লোকালয়  
 প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে  
 চির-ক঳োলময়।  
 স্নেহসূখ লয়ে গহের লক্ষ্মী  
 ফিরিছে গহের মাঝে,  
 প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর  
 প্রতি দিবসের কাজে।

সকাল, বিকাল, দৃষ্টি ভাই আসে  
ঘরের ছেলের মতো,  
রঞ্জনী সবারে কোলেতে লইছে  
নয়ন করিয়া নত।  
ছোটো ছোটো ফুল, ছোটো ছোটো হাসি,  
ছোটো কথা, ছোটো সূর্য,  
প্রতি নিমেরের ভালোবাসগুলি,  
ছোটো ছোটো হাসিমুখ  
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া  
মানবজীবন ঘিরি,  
বিজন শিখরে র্বসিয়া সে তাই  
দেখিতেছে ফিরি ফিরি।

দেখে বহুদ্বয়ে ছায়াপুরী-সম  
অতীত জীবন-রেখা,  
অস্তরাবির সোনার কিরণে  
নৃত্ন বরনে লেখা।  
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া  
চাহে নি কখনো ফিরে,  
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা  
শ্রীতসাগরের তীরে।  
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
প্রবীরাগিণী বাজে,  
দৃ-বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়  
ওই জীবনের মাঝে।  
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল  
তবু পিছে চেয়ে রাহে—  
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়  
তার বেশ কিছু নহে।  
সোনার জীবন রাহিল পাঢ়িয়া  
কোথা সে চালিল ভেসে।  
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি  
র্বিশশশীহীন দেশে।

বোট : যমনায়। বিরাহিমপুরের পথে

২২ আবাঢ় ১২৯৯

### গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধৰ্বনতে সভাগৃহ ঢাকি  
কশ্টে খেলিতেছে সাতটি সূর সাতটি যেন পোষা পাখি।  
শাগিত তরবারির গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে,  
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।

আপনি গাঁড় তোলে বিপদজ্ঞান, আপনি কাটি দেয় তাহা।  
সভার লোকে শনে অবাক মানে, সঘনে বলে ‘বাহা বাহা’।

কেবল বৃড়া রাজা প্রতাপ রায় কাঠের মতো বসি আছে;  
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভালো না লাগে তার কাছে।  
বালক-বেলা হতে তাহারি গীতে দিল সে এত কাল ধাপি—  
বাদল দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কার্ফি।  
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান—  
হৃদয় উচ্ছিস্যা অশ্রূজলে ভাসিয়া গেছে দৃনয়ান।  
যথর্নি মিলয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পূরে,  
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মূলতানি সূরে।  
ঘরেতে বারবার এসেছে কত বিবাহ-উৎসব-রাতি—  
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস, জরলেছে শত শত বাতি,  
বসেছে নব বর সলাজ মৃখে পরিয়া মণি-আভরণ,  
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রয়জন,  
সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে সাহানার সূর—  
সে-সব দিন আর সে-সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।  
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই মর্ম গিয়ে নাহি লাগে,  
অতীত প্রাণ যেন মন্তবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।  
প্রতাপ রায় তাই দৈর্ঘ্যে শুধু কাশীর ব্যথা মাথা-নাড়া,  
সূরের পরে সূর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক-তরে বিবাম মাগে কাশীনাথ;  
বরজলাল-পানে প্রতাপ রায় হাসিয়া করে আর্থিপাত।  
কানের কাছে তার রাখিয়া মৃখ কহিল, “ওস্তাদার্জি,  
গানের মতো গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি!  
এ যেন পার্থি লয়ে বিবিধ ছলে, শিকারী বিড়ালের খেলা!  
সে কালে গান ছিল, এ কালে হায় গানের বড়ে অবহেলা!”

বরজলাল বৃড়া শুক্রকেশ, শুভ উষ্ণীষ শিরে,  
বিনতি করি সবে, সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।  
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপূর,  
ধরিল নর্তশরে নয়ন ঘূর্দি ইমন-কল্যাণ সূর।  
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর পরিয়া যায় বহু সভাগ্রহ-কোণে,  
ক্ষুদ্র পার্থি যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।  
বসিয়া বাম পাশে প্রতাপ রায়, দিতেছে শত উৎসাহ—  
“আহাহা বাহা বাহা” কহিছে কানে, “গলা ছাড়িয়া গান গাহো !”

সভার লোকে সবে অন্যমনা, কেহ বা কানাকানি করে।  
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা দেলে, কেহ বা চলে যায় ঘরে।  
“ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান” ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।  
সঘনে পাথা নাড়ি কেহ বা বলে, “গৱম আজি আঁতশয় !”

করিছে আনাগোনা বাস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ।  
 নীরূব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।  
 বৃড়ার গান তাহে ডুরিয়া যায়, তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী—  
 কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি।  
 হৃদয়ে যেথা হতে গানের সূর উছিস উঠে নিজসূখে  
 হেলার কলরব শিলার ঘতো চাপে সে উৎসের মুখে—  
 কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ, দ্রুদিকে ধায় দুই জনে,  
 তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভয়ে হারাই গেল কৈ করিয়া,  
 আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে— লইতে চাহে শ্রদ্ধারিয়া।  
 আবার ভুলে যায়, পড়ে না মনে, শরমে মস্তক নাড়ি  
 আবার শুরু হতে ধারল গান, আবার ভুলি দিল ছাঁড়ি।  
 চিংগুল থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।  
 কণ্ঠ কাঁপতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।  
 গানের পদ তবে ছাঁড়িয়া দিয়া রাখিল সূরঢ়কু ধৰি,  
 সহসা হাহা রবে উঁচিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা হা করি।  
 কোথায় দ্রু গেল সূরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাস,  
 গানের স্তো ছিঁড়ি পড়ল খাস, অশ্রু-মুকুতার রাশি।  
 কোলের সখী তানপুরার 'পরে রাখিল লঙ্ঘিত মাথা—  
 ভুলিল শেখা গান, পর্ডিল মনে বালাকুন্দনগাথা।  
 নয়ন ছলছল, প্রতাপ রায় কর বুলায় তার দেহে—  
 “আইস হেথা হতে আমরা যাই” কহিল সকরূপ স্নেহে।  
 শতেক-দীপ-জুলা নয়ন-ভরা ছাঁড়ি সে উৎসবঘর  
 বাহিরে গেল দুটি প্রাচান সখা ধরিয়া সঁহু দোহা-কর।

বরজ করজোড়ে কহিল, “প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।  
 এখন আসিয়াছে ন্তৃতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।  
 জগতে আমাদের বিজন সভা, কেবল তুমি আর আমি—  
 সেথায় আর্নয়ো না ন্তৃতন শ্রোতা, যিনিতি তব পদে স্বামী।  
 একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে—  
 গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।  
 তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে—  
 বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।  
 জগতে যেথা যত রয়েছে ধৰ্মনি যন্গল মিলিয়াছে আগে—  
 যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।”

### যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা শিষ্ঠহর;  
হেমক্ষেত্রে রৌদ্র জমে ইতেছে পথের।  
জনশ্ন্যন পাল্লপথে ধূলি উড়ে যায়  
মধ্যাহ্ন-বাতাসে; চিমখি অশথের ছায়  
ক্রান্ত বৃক্ষে ভিখারিগী জীর্ণ বস্ত পাতি  
ঘূমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাঙ্গি  
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিম্নতর্থ নিঃশুম—  
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘূম।

গিয়েছে আশ্বিন—পূজার ছুটির শেষে  
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদ্বিদেশে  
সেই কর্মস্থানে। ভূতাগণ বাস্ত হয়ে  
বাঁধিছে জিনিসপত্ন দড়াদাঢ়ি লয়ে,  
হাঁকার্হাঁকি ডাকাডাকি এ-ঘরে ও-ঘরে।  
ঘরের গংগাণী, চক্ষু ছলছল করে,  
বাঁধিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,  
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার  
একদণ্ড তরে; বিদায়ের আয়োজনে  
বাস্ত হয়ে ফিরে; যথেষ্ট না হয় মনে  
যত বাড়ে বোঝা। আর্যি বলি, ‘এ কী কাণ্ড!  
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড  
বোতল বিছানা বাঞ্চি রাজের বোঝাই  
কী করিব লয়ে! কিছু এর রেখে যাই  
কিছু লই সাথে।’

সে কথায় কর্ণপাত  
নাহি করে কোনো জন। ‘কী জানি দৈবাঙ  
এটা ওটা আবশাক যদি হয় শেষে  
তখন কোথায় পাবে বিভুই বিদেশে!  
সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান;  
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান  
গুড়ের পাটলি; কিছু ঘূনা নারিকেল;  
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সারিয়ার তেল;  
আমসত্ত আমচুর; সের-দুই দুধ—  
এই-সব শিশি কোটা ওষুধবিষুধ।  
মিষ্টান্ন রাহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,  
মাথা থাও, ভূলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।’  
ব্ৰহ্মনু যন্তিৰ কথা বৃথা বাকাবায়।  
বোঝাই হইল উঁচু পৰ্বতের ন্যায়।  
তাকানু ঘাঁড়ির পানে, তার পরে ফিরে  
চাহিনু প্ৰিয়াৰ ঘূথে, কহিলাম ধীৱে।

'ତବେ ଆସ' । ଅର୍ମନି ଫିରାଯେ ମୁଖ୍ୟାନି  
ନତଶିରେ ଚକ୍ର-'ପରେ ବସ୍ତାଗୁଲ ଟୌନ  
ଅମୃଗଲ ଅଶ୍ରୁଜଳ କରିଲ ଗୋପନ ।

ବାହିରେ ଶ୍ଵାରେର କାଛେ ବସି ଅନ୍ୟମନ  
କନ୍ଯା ମୋର ଚାରି ବଛରେ । ଏତକ୍ଷଣ  
ଅନ୍ଯ ଦିନେ ହୟେ ଯେତ ସ୍ନାନ ସମାପନ,  
ଦୂର୍ଗାଟ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନା ତୁଳିତେ ଆଁଖିପାତା  
ମୂର୍ଦ୍ଦୟା ଆସିତ ଘ୍ରମେ ; ଆଜି ତାର ମାତା  
ଦେଖେ ନାହିଁ ତାରେ ; ଏତ ବେଳା ହୟେ ଥାଯ  
ନାହିଁ ସ୍ନାନହାର । ଏତକ୍ଷଣ ଛାଯାପ୍ରାୟ  
ଫିରିତୋଛିଲ ମେ ମୋର କାଛେ କାଛେ ସେଷେ,  
ଚାହିୟା ଦେଖିତୋଛିଲ ମୌନ ନିର୍ବିମ୍ବେ  
ବିଦୟରେ ଆଯୋଜନ । ଶ୍ରାନ୍ତଦେହେ ଏବେ  
ବାହିରେ ଶ୍ଵାରପ୍ରାକ୍ତେ କୀ ଜାନି କୀ ଭେବେ  
ଚୁପ୍ଚାପି ବସେ ଛିଲ । କହିନ୍ତୁ ସଥନ  
'ମା ଗୋ, ଆସ' ମେ କହିଲ ବିଷନ୍ନ-ନୟନ  
ଶ୍ଲାନ ମୁଖ୍ୟ, 'ଯେତେ ଆମ ଦିବ ନା ତୋମାୟ !'  
ଯେଥାନେ ଆଛିଲ ବସେ ରହିଲ ସେଥାୟ,  
ଧରିଲ ନା ବାହୁ ମୋର, ରୁଦ୍ଧିଲ ନା ଶ୍ଵାର,  
ଶୁଧି ନିଜ ହସଯର ମେହ-ଅଧିକାର  
ପ୍ରଚାରିଲ—'ଯେତେ ଆମ ଦିବ ନା ତୋମାୟ' ।  
ତବୁ-ଓ ସମୟ ହଲ ଶେ, ତବୁ ହାୟ  
ଯେତେ ଦିତେ ହଲ ।

ଓରେ ମୋର ମୁଢ଼ ମେଯେ,  
କେ ରେ ତୁଇ, କୋଥା ହତେ କୀ ଶର୍କତି ପେରେ  
କହିଲ ଏମନ କଥା, ଏତ ସ୍ପର୍ଧାଭବେ—  
'ଯେତେ ଆମ ଦିବ ନା ତୋମାୟ' ? ଚରାଚରେ  
କାହାରେ ରାୟିବ ଧରେ ଦୂର୍ଗା ଛୋଟୋ ହତେ  
ଗର୍ବବନୀ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବ କାର ସାଥେ  
ବସି ଗୃହସବାରପ୍ରାକ୍ତେ ଆମ୍ବତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେହ  
ଶୁଧି ଲୟେ ଓହିଟକୁ ବ୍ରକ୍ତରା ମେହ ।  
ବାଧିତ ହସଯ ହତେ ବହୁ ଭୟେ ଲାଜେ  
ମର୍ମେର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଧି ବାନ୍ଧ କରା ସାଜେ  
ଏ ଜଗତେ, ଶୁଧି ବଲେ ରାଧା 'ଯେତେ ଦିତେ  
ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ' । ହେନ କଥା କେ ପାରେ ବଲିତେ  
'ଯେତେ ନାହିଁ ଦିବ' ! ଶୁନି ତୋର ଶିଶୁମୁଖ୍ୟ  
ମେହେର ପ୍ରବଳ ଗର୍ବବାଣୀ, ସକୌତୁକେ  
ହାସିଯା ସଂସାର ଟେନେ ନିଯେ ଗେଲ ମୋରେ,  
ତୁଇ ଶୁଧି ପରାଭୂତ ଚୋଥେ ଜଳ ଭ'ରେ

দ্য়ারে বাহিল বসে ছবির মতন,  
আমি দেখে চলে এন্দু মুছয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে  
শরতের শসাক্ষেত্র নত শসাভারে  
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন  
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন  
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ  
শরতের ভরা গঙ্গা। শূক্র থৃত্যমেষ  
মাতৃদৃঢ়-পরিত্যক্ত সুখনিদ্রারত  
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো  
নীলাস্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত  
যত্ন-যত্নগান্তরক্তান্ত দিগন্তবিস্তৃত  
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিন্দু নিষ্বাস।

কৈ গভীর দৃঃখ্যে মণ সমস্ত আকাশ,  
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদ্বৰ  
শূন্তোষ একমাত্র মর্মান্তিক সূর  
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর  
প্রান্ত হতে নীলাশের সর্বপ্রান্ততীর  
ধর্মনিতেছে চিরকাল অনাদ্যস্ত রবে,  
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব!' সবে  
কহে 'যেতে নাহি দিব'। কৃত্তি অতি  
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বস্ত্রমতী  
কাহিছেন প্রাণপথে 'যেতে নাহি দিব'।  
আয়ুক্ষীণ দীপমূখে শিথা নিব-নিব,  
অঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে  
কহিতেছে শত বার 'যেতে দিব না রে'।  
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেঁয়ে  
সব চেয়ে প্ৰাতন কথা, সব চেয়ে  
গভীর কুন্দন—'যেতে নাহি দিব'। হার,  
তবু ষেতে দিতে হয়, তবু চলে থায়।  
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।  
প্রলয়সমুদ্রবাহী সংজনের স্নোতে  
প্ৰসাৱিত-বাহু-বাহু, জৰুন্ত-আৰ্থিতে  
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে  
হু হু কৱে তীক্ষ্ববেগে চলে থায় সবে  
প্ৰণ কৱি বিশ্বতট আৰ্ত' কলৱে।  
সম্মুখ-উর্মিৰে ডাকে পশ্চাতের ডেউ  
'দিব না দিব না যেতে'—নাহি শুনে কেউ,  
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি  
 অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি  
 সেই বিশ্ব-মর্যাদার্থী করণ হৃদয়ন  
 মোর কন্যাকষ্টবরে : শশির মতন  
 বিশ্বের অবোধ বাণী । চিরকাল ধরে  
 যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো নে  
 শিখিল হল না ঘূঁটি, তবু অবিরত  
 সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো  
 অক্ষয় প্রেমের গবের কহিছে সে ডাকি  
 'যেতে নাহি দিব'। স্লান মৃখ, অশ্ব-আর্থ,  
 দড়ে দড়ে পলে পলে টুটিছে গরব,  
 তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,  
 তবু বিদ্রোহের ভাবে রংধ কষ্টে কয়  
 'যেতে নাহি দিব'। যত বার পরাজয়  
 তত বার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে  
 সে কি কভু আমা হতে দ্রু যেতে পারে!  
 আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,  
 এমন সকল-বাড়া, এমন অক্ল,  
 এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর !'  
 এত বালি দর্প-ভরে করে সে প্রচার  
 'যেতে নাহি দিব'। তথনি দোখতে পায়,  
 শুক্র তুচ্ছ ধৰ্ম-সম উড়ে চলে যায়  
 একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন :  
 অশ্ব-জলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,  
 ছিমুমূল তরু-সম পড়ে পঁঢ়বাতলে  
 হতগবর্ণ নতুশির। তবু প্রেম বলে,  
 'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর  
 পেরেছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার  
 চির-অধিকার-লিপি !'— তাই স্ফীত বুকে  
 সর্বশান্তি মরণের মুখের সম্মুখে  
 দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তন্তুলতা  
 বলে 'মৃত্যু তুমি নাই'।— হেন গর্বকথা !  
 মৃত্যু হাসে বসি। ঘৰণপৌঁছিত সেই  
 চিরজীবী প্রেম আচম করেছে এই  
 অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন-'পরে  
 অশ্ব-বাষ্প-সম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে  
 চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা  
 টানিয়া রেখেছে এক বিশাদ-কৃষাণ  
 বিশ্বময়। আজি যেন পাঁড়িছে নয়নে—  
 দুর্ধানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে  
 জড়ায়ে পাঁড়া আছে নির্ধলেরে ঘিরে,  
 স্তৰ্য সকাতর। চণ্ডল স্নোতের নীরে

পড়ে আছে একখানি অঞ্চল ছায়া—  
অশ্রুবিষ্টভূতা কোনু মেঘের সে মায়া।

তাই আজি শুনিতোহু তরুর মর্ত্তরে  
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাসভূতে  
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে  
শুষ্ক পথ লয়ে; বেলা ধৌরে যায় চলে  
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।  
মেঠো সূরে কাদে যেন অনন্তের বাঁশ  
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে; শুনয়া উদাসী  
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে  
দ্রব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহবীর কলে  
একখানি রোদ্রুপীত হিরণ্য-অঞ্চল  
বক্ষে ঢানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল  
দ্বার নীলাম্বরে ঘণ্টন; ঘৃথে নাহি বাণী।  
দেৰখলাম তাঁর সেই শ্লান মুখখান  
সেই ন্যারপ্রা঳্টে লান, স্তন্ত্র মর্মাহত  
মোর চাঁরি বৎসরের কনাটির মতো।

জেডাসাঁকো  
১৬ কার্ত্তক ১২৯৯

### সমুদ্রের প্রতি

প্ৰৱীতে সমুদ্র দেৰিয়া

হে আদিজননী সিং্খ, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,  
একমাত্ৰ কন্যা তব কোলে। তাই তল্দা নাহি আৱ  
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,  
সদা আদেলন; তাই উঠে বেদমন্ত্ৰসম ভাষা  
নিৱৰ্তন প্ৰশান্ত অস্বৱে, মহেন্দ্ৰমন্দিৰ-পানে  
অন্তৱের অনন্ত প্ৰার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে  
ধৰ্বনিত কৰিয়া দিশি দিশি; তাই ঘ্ৰন্ত প্ৰথাৰে  
অসংখ্য চুম্বন কৰি আলিঙ্গনে সবৰ্ণ অংগ ঘিৰে  
তৱগুৰুন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বৰ অঞ্চলে তোমার  
সঘে বৈষ্ট্যা ধীৰি সন্তপ্তগে দেহখানি তাৱ  
সুকোমল সুকোশলে। এ কী সুগম্ভীৰ স্নেহখেলা  
অমূর্নিধি, ছল কৰি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা  
ধীৰি ধীৰি পা টিপিয়া পিছু হটি চালি যাও দৰে,  
যেন ছেড়ে যেতে চাও; আবাৰ আনন্দপূৰ্ণ সুৱে  
উজ্জিস ফিরিয়া আসি কঞ্জলে ঘাঁপায়ে পড়ি বুকে—  
ৱাশি রাশি শুন্মুহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগৰ্বসুখে

আদু' কৰি দিয়ে ঘাও ধাৰছীৰ নিৰ্মল লঙ্গট  
 আশীৰ্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অস্তৱ বিৱাট,  
 আদি অস্ত স্নেহৱাশ—আদি অস্ত তাহার কোথা রে!  
 কোথা তার লল! কোথা কল! বলো কে বুৰিতে পারে  
 তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপাৰ ব্যকুলতা,  
 তার সুগভৌৰ মৌন, তার সমৃছল কলকথা,  
 তার হাস্য, তার অশুৱাশ!—কখনো বা আপনারে  
 রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূৰ্ণ ক্ষীতিস্তনভাবে  
 উজ্জ্বালনী ছুটে এসে ধৱণীৰে বক্ষে ধৰ চাপি  
 নিৰ্দয় আবেগে; ধৰা প্ৰচণ্ড পৰ্মুছনে উঠে কাঁপি,  
 বৃক্ষবাসে উধৰণবাসে চীৎকাৰি উঠিতে চাহে কাঁদ,  
 উচ্মত স্নেহক্ষুধায় রাঙ্গমৰীৰ মতো তাৰে বাধি  
 পৰ্মুড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবাৰে  
 অসীম অতৃপ্তি-মাঝে গ্ৰাসিতে নাশিতে চাহ তাৰে  
 প্ৰকাণ্ড প্ৰজয়ে। প্ৰকষণে মহা অপৱাধীপ্রায়  
 পড়ে থাক তটিলে স্তৰ্য হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়  
 নিষণ্ণ নিশচল—ধীৱে ধীৱে প্ৰভাত উঠিয়া এসে  
 শান্তদৃষ্টি চাহে তোমা-পানে; সন্ধ্যাসখী ভালোবেসে  
 স্নেহকৰস্পৰ্শ দিয়ে সান্ধনা কৰিয়ে চুপেচুপে  
 চলে যায় তিৰ্মিৰ-মান্দিৱে; রাঙ্গ শোনে বৰ্মুৰৱে  
 গ্ৰামীৰ কুলন তব বৃক্ষ অনুতাপে ফুলে ফুলে।

আমি প্ৰথিবীৰ শিশু, বসে আছ তব উপকলে,  
 শৰ্ণন্তোছ ধৰ্মন তব। ভাৰিতোছ, বুঝা যায় যেন  
 কিছু কিছু মৰ্ম' তাৰ—বোবাৱ ইঞ্জিতভাষা-হেন  
 আঘীয়েৰ কাছে। মনে হয়, অস্তৱেৱ মাৰখানে  
 নাড়ীতে যে রস্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,  
 আৱ কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে  
 যখন বিলীনভাৱে ছিন্দ ওই বিৱাট জঠৱে  
 অজাত ভুবনভূগ-মাঝে, লক্ষকোটি বৰ্ষ' ধৈৱে  
 ওই তব অৰিপ্ৰাম কলতান অল্তৱে অস্তৱে  
 মূল্যন্ত হইয়া গোছে; সেই জন্মপূৰ্বেৰ স্মৱণ,  
 গৰ্ভস্থ প্ৰথিবী-'পৱে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন  
 তব মাতৃহৃদয়েৱ—অতি ক্ষীণ আভাসেৱ মতো  
 জাগে যেন সমস্ত শিৱায়, শৰ্ণন যবে নেত্ৰ কৱি নত  
 বৰ্স অনশ্বন্য তীৱে ওই পুৱাতন কলধৰণি।  
 দিক হতে দিগন্তৱে ঘৃণ হতে ঘৃণান্তৱ গণি  
 তখন আছিলে তৃষ্ণ একাকিনী অখণ্ড অকল  
 আঘাতাৰা; প্ৰথম গৰ্ভেৱ মহা রহস্য বিপুল  
 না বুৰিয়া। দিবাৱায় গৃঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,  
 গান্ধীৰ পূৰ্বৱাগ, অলক্ষিতে অপূৰ্ব' মতো,

অজ্ঞাত আকাশকারাণি, নিঃসন্দেহ শূন্য বক্ষোদেশে  
 নিরলতর উঠিত ব্যাকুল। প্রতি প্রাতে উষা এসে  
 অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মাদিন,  
 নক্ষত্র রাহিত চাহি নিশি নিশি নিয়েবিহীন  
 শিশুহীন শয়নশিয়ারে। সেই আদিজননীর  
 জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচপ্লতা সুগভীর,  
 আসম প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,  
 অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজ্ঞানা বেদনা  
 অনাগত মহাভীব্যৎ জাগ, হৃদয়ে আমার  
 যুগান্তরস্ত্র-সম উদিত হতেছে বারংবার।  
 আমারো চিত্তের মাঝে তের্মান অজ্ঞাত ব্যাথাভরে,  
 তের্মান অচেনা প্রত্যাশায়, অলঙ্কা সুদূর-তরে  
 উঠিছে মর্মর স্বর। মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে  
 যেন নব মহাদেশ সংজ্ঞ হতেছে পলে পলে,  
 আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অন্তর তারি  
 ব্যাকুল করেছে তারে, এনে তার দিয়েছে সংগ্রাম  
 আকারপ্রকারহীন তৃপ্তহীন এক মহা আশা  
 প্রমাণের অগোচর, প্রতক্ষের বাহিরেতে বাস।  
 তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,  
 সহস্র ব্যাঘাত-মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,  
 জননী যেমন জানে জষ্ঠের গোপন শিশুরে,  
 প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দৃশ্য উঠে পূরে।  
 প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহরা সেই আশা নিয়ে  
 চেয়ে আছি তোমা-পানে; তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিরে  
 টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে  
 আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝাখানে  
 কোলের শিশুর মতো।

হে জলধি, বৃক্ষবে কি তুমি  
 আমার মানবভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি  
 পীড়িয় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ ও পাশ,  
 চক্ষে বহে অশ্রুয়া, ঘন ঘন বহে উষ শ্বাস।  
 নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,  
 আপনার মনোয়াঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা  
 বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব  
 অন্তর হইতে কহ সামুনার বাক্য অভিনব  
 আঘাতের জলদমন্দের মতো; সিন্ধু মাতৃপাণি  
 চিন্তাতপ্ত ভালো তারে তালে তালে বারংবার হানি,  
 সর্বাঙ্গে সহস্র বার দিন্না তারে স্নেহময় চূমা,  
 বলো তারে, ‘শান্তি, শান্তি’, বলো তারে, ‘ঘূমা, ঘূমা, ঘূমা’।

### প্রতীক্ষা

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে  
বেঁধেছিস বাসা।  
যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফণ্টে আছে যত মোর  
স্মেহ-ভালোবাসা,  
গোপন মনের আশা, জীবনের দৃঃখ সুখ,  
মর্মের বেদনা,  
চিরদিবসের যত হাসি-অশু-চিহ্ন-আঁকা  
বাসনা-সাধনা;  
যেখানে নলদন-ছায়ে নিঃশব্দে কারিছে খেলা  
অন্তরের ধন,  
স্নেহের পূর্ণাঙ্গালি, আজন্মের স্মেহস্মৃতি,  
আনন্দকরণ;  
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষণ বিহঙ্গের  
গাঁতিমার্দী ভাষা—  
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে  
বেঁধেছিস বাসা।

নির্শাদিন নিরন্তর উগৎ জুড়িয়া খেলা,  
জীবন চঞ্চল।  
চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রান্তগাত  
যত পাল্লদল;  
রৌদ্রপান্তু নীলাম্বরে পার্শ্বগাল উড়ে যায়  
প্রাণপূর্ণ বেগে,  
সমীরকাঞ্চিত বনে নির্শশেষে নব নব  
পৃষ্ঠ উঠে জেগে;  
চারি দিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা  
প্রভাতে সন্ধায়,  
দিলগালি প্রতি প্রাতে ঘূলিতেছে জীবনের  
ন্তৰন অধ্যায়;  
তুমি শুধু এক প্রাক্তে বসে আছ অর্হনির্ণিশ  
সত্ত্ব নেষ্ঠ খুলি—  
মাঝে মাঝে রাণিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া,  
বক্ষ উঠে দুর্লিল।

যে সুদূর সমুদ্রের পরপার-রাজা ইতে  
আসিয়াছ হেথা,  
এনেছ কি সেথাকার ন্তৰন সংবাদ কিছু  
গোপন বারতা।  
সেথা শৰ্বহীন তীরে উর্মিগালি তালে তালে  
মহামন্দে বাজে,

সেই ধৰনি কী কৱিয়া ধৰনিয়া তুলিছ মোৱ  
 কৃত্ৰি বক্ষোমাবে !  
 রাত্ৰি দিন ধৰক ধৰক হৃদয়পঞ্জৰ-তটে  
 অনন্তেৰ ঢেউ,  
 অৰিষ্ণাম বাজিতেছে সংগমভীৰ সমতানে,  
 শৰ্মিছে না কেউ !  
 আমাৰ এ হৃদয়েৰ ছোটোখাটো গীতগুলি,  
 স্মেহ-কলৱব,  
 তাৰি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রেৰ  
 সংগীত বৈৱৰ !

তুই কি বাসিস ভালো আমাৰ এ বক্ষোবাসী  
 পৱান-পঞ্জীৱে,  
 তাই এৰ পার্শ্বে এসে কাছে বসোছিস ঘেঁষে  
 অতি ধীৱে ধীৱে !  
 দিনৱাত্ৰি নিৰ্নিমেষে চাহিয়া মেঘেৰ পানে  
 মৰ্মীৱ সাধনা,  
 নিস্তৰ্থ আসনে বাস একাগ্ৰ আগ্ৰহভৱে  
 রূপ্ত্ব আৱাধনা !  
 চপল চণ্ডি প্ৰিয়া ধৰা নাহি দিতে চায়,  
 স্থিৰ নাহি থাকে,  
 মেলি নানাৰ্থ পাখি উড়ে উড়ে চলে যায়  
 নব নব শাখে ;  
 তুই তবু একমনে মৌনৱত একাসনে  
 বাস নিৱলস !  
 কুমে সে পঢ়িবে ধৰা, গীত বল্খ হয়ে যাবে,  
 মানিবে সে বশ !

তথন কোথায় তাৰে ভুলায়ে লইয়া যাবি  
 কোন শূন্যাপথে,  
 অচেতন্য প্ৰেয়সীৰে অবহেলে লয়ে কোলে  
 অন্ধকাৰ রথে !  
 যেথায় অনাদি রাত্ৰি রয়েছে চিৰকুমাৰী—  
 আলোকপৱশ  
 একটি রোমাঞ্চেৰেখা আঁকে নি তাহাৰ গাতে  
 অসংখ্য বৱষ ;  
 সূজনেৰ পৱপ্ৰাণতে যে অনন্ত অন্তঃপুৰে  
 কভু দৈববশে  
 দুৱাতম জোাতিক্ষেৰ ক্ষীণতম পদধৰনি  
 তিল নাহি পশে,  
 সেথায় বিৱাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তাৰিয়া  
 বৰ্ধনবিহীন,

কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ  
নৃতন স্বাধীন।

ত্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নৌড়খাঁন  
তৃণে পতে গাঁথা—  
এ আনন্দ-সূর্যালোক, এই স্মেহ, এই গেহ,  
এই পৃষ্ঠপাতা ?  
ত্রমে সে প্রগয়ভরে তোরেও কি করি লবে  
আঘাতীয় স্বজন,  
অশ্বকার বাসরেতে হবে কি দ্রুজনে মিশে  
মৌন আলাপন !  
তোর স্নিগ্ধ সুগন্ধীর অচগ্ন প্রেমমৃত্তি,  
অসীম নিভৰ্য,  
নির্নিয়মে নীল নেন্ত, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজ্জট,  
নির্বাক অধর—  
তার কাছে প্রথিবীর চগ্ন আনন্দগুলি  
তুচ্ছ মনে হবে,  
সমুদ্রে মিশলে নদী বিচত তটের স্মৃতি  
স্মরণে কি রবে ?

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক, কিছুকাল  
ভুবন-মাঝারে।  
এরি মাঝে বধুবেশে অনন্তবাসর-দেশে  
লইয়ো না তারে।  
এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন  
সম্মায় প্রভাতে ;  
নিজের বক্ষের তাপে মধুর উচ্ছ্বস্ত নৌড়ে  
সৃষ্টি আছে রাতে ;  
পান্থপার্থদের সাথে এখনো যে যেতে হবে  
নব নব দেশে,  
সিঞ্চন্তারে কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের  
আনন্দ-উদ্দেশে।  
ওগো মৃত্যু, কেন তুই এখনি তাহার নৌড়ে  
বসেছিস এসে ?  
তার সব ভালোবাসা আধাৰ কৰিতে চাস  
তুই ভালোবেনে ?

এ যদি সতাই হয় মৃত্তিকার প্রথৰ্বী-পরে  
মৃহৃত্তের খেলা,  
এই সব মুখোমুখি এই সব দেখাশোনা  
ক্ষণিকের মেলা,

প্রাণপণ ভালোবাসা সেও যদি হয় শব্দ  
 মিথ্যার বন্ধন,  
 পরশে খসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড-দুই  
 অবগ্নে কুলন,  
 তুমি শব্দ চিরস্থায়ী, তুমি শব্দ সীমাশূন্য  
 মহাপরিগাম,  
 যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে  
 অনন্ত বিশ্রাম,  
 তবে মৃত্যু, দুরে যাও, এখনি দিয়ো না ভেঙে  
 এ খেলার পূরী,  
 ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার দুদিন হতে  
 করিয়ো না চুরি।

একদা নামিবে সম্ম্যায়, বাজিবে আর্বাতশৎ  
 অদ্বৰ মল্লিরে,  
 বিহুণ নীরব হবে, উঠিবে ঝিঙ্গির ধৰন  
 অরণ্য-গভীরে.  
 সমাপ্ত হইবে কর্ম, সংসার-সংগ্রাম-শেষে  
 জয়পরাজয়,  
 আসিবে তন্ত্রার ঘোর পাঞ্চের নয়ন-পরে  
 ক্লান্ত অতিশয়,  
 দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায়ে যাবে,  
 ধরণী আঁধার,  
 সুদ্ধে জৰুলিবে শব্দ, অনন্তের যাত্রাপথে  
 প্রদীপ তারার,  
 শিয়রে শয়ন-শেষে বসি যারা অনিমেষে  
 তাহাদের চোথে  
 আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন ধার্মনীতে  
 স্তৰ্য্যিত আলোকে—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে  
 সখাতে সখীতে,  
 তৈলহীন দীপশিখা নির্বিয়া আসিবে কুমে  
 অর্ধরজনীতে,  
 উচ্ছৰ্বসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি  
 অদ্শ্য ফুলের,  
 অন্ধকার পূর্ণ কার আসিবে তরঙ্গধর্বন  
 অঙ্গাত কলের,  
 ওগো মৃত্যু, সেই লম্বে নির্জন শয়নপ্রাণেত  
 এসো বরবেশে।  
 আমার পরান-বধু, ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া  
 বহু ভালোবেসে

ধৰিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি  
মন্ত্র পার্ডি নিয়ো,  
রক্ষিত অধর তার নিরিডি চুম্বন দানে  
পান্ত্ৰু কৰি দিয়ো।

ৱামপুর বোয়ালিয়া - নাটোৱ - শিলাইদহ বোট

১৬-২০-২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৯

### মানসসূন্দরী

আজ কোনো কাজ নয়—সব ফেলে দিয়ে  
ছন্দ বন্ধ গ্রন্থ গৌত—এসো তুমি প্ৰিয়ে,  
আজন্ম-সাধন-ধন সূন্দরী আমাৰ  
কৰিবতা, কল্পনালতা। শুধু একবাৰ  
কাছে বোসো। আজ শুধু ক়জন গুঞ্জন  
তোমাতে আমাতে; শুধু নীৰবে ভুঞ্জন  
এই সম্ম্যাকিৰণের স্বৰ্গ মাদীৱা—  
যতক্ষণ অন্তৱেৰ শিৱা-উপশিষ্ঠা  
লাবণ্যপ্ৰবাহভৱে ভৱি নাহি উঠে,  
যতক্ষণ মহানন্দে নাহি যায় টুটে  
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব—  
কৰি আশা মেটে নি প্ৰাণে, কৰি সংগীতৰ ব  
গিয়েছে নীৰব হয়ে, কৰি আনন্দসূধা  
অধৱেৰ প্ৰান্তে এসে অন্তৱেৰ ক্ষুধা  
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,  
এই মধুবতা, দিক সৌম্য স্থান কাৰ্ণত  
জীবনেৰ দৃঃখ দৈন্য অতীত'পৰ  
কৱণকোমল আভা গভীৰ সূন্দৱ।

বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসসূন্দরী,  
দৃষ্টি রিষ্ট হস্ত শুধু আলঙ্গনে ভৱি  
কঢ়ে জড়াইয়া দাও—ঝুঁজপৱেশে  
রোমাঞ্চ অক্ষুরি উঠে ঘৰ্মান্ত হৱমে,  
কম্পিত চণ্ঠল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,  
মুখ তন্ত মাৰ যায়, অন্তৱ কেৱল  
অজ্ঞেৰ সীমান্ত-প্ৰান্তে উন্ভাৰ্সিয়া উঠে,  
এখন ইল্লিয়বন্ধ বৰ্ধি টুটে টুটে।  
অর্দেক অশ্বল পাতি বসাও যতনে  
পাৰ্শ্বে তব; সূমধুৱ প্ৰিয়সম্বোধনে  
ডাকো মোৱে, বলো, ‘প্ৰিয়’, বলো, ‘প্ৰিয়তম’—  
কুলতা-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম

হৃদয়ের কানে কানে অতি শব্দ ভাবে  
সংগোপনে বলে যাও যাহা মুখে আসে  
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাবা। অৱিং প্ৰিয়া,  
চুম্বন রাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া  
বাঁকায়ো না গ্ৰীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ।  
উজ্জেব রাঙ্গমণ্ড সুধাপুর্ণ সুখ  
যোথো উষ্টাধৰপুটে, ভস্ত ভুগ তুরে  
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে  
সুনস সুন্দৰ; নবফুট পুল্প-সম  
হেলায়ে বাঞ্জিম গ্ৰীবা বৃত্ত নিৱৃত্তম  
মুখখানি তুলে ধোৱো; আনন্দ-আভাস  
বড়ো বড়ো দৃষ্টি চক্ৰ পল্লুবপুচ্ছায়  
যোথো মোৱ মুখপানে প্ৰশান্ত বিশ্বাসে,  
নিতান্ত নিৰ্ভৱে। যদি চোখে জল আসে  
কাৰ্দিব দৃঢ়নে; যদি জলিত কপোলে  
শব্দ হাসি ভাসি উঠে, বৰ্সি মোৱ কেলে,  
বক বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্দে মুখ রাখি  
হাসিয়ো নীৰবে অৰ্থ-নিৰ্মালিত আৰ্থ।  
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলম্বৱে  
বলে যেয়ো কথা, তৱল আনন্দভৱে  
নিৰ্বৱের মতো, অধেক রজনী ধৰি  
কত-না কাৰ্হনী স্মৃতি কল্পনালহৱৈ—  
মধুমাখ কষ্টের কাকলি। যদি গান  
ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মুখপ্রাণ  
নিঃশব্দ নিস্তুষ্ট শান্তি সম্মুখে চাহিয়া  
বিসিয়া থাকিতে চাও, তাই রব প্ৰিয়া।  
হৰীব অদৃয়ে পদ্মা, উচ্ছতটতলে  
শ্রান্ত রূপসীৰ মতো বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলে  
প্ৰসাৱিয়া তনুখানি, সায়াহ-আলোকে  
শুয়ে আছে; অন্ধকাৱ নেয়ে আসে চোখে  
চোখেৰ পাতাৰ মতো; সম্ম্যাতাৱা ধীৱৈ  
সূক্ষ্মপৰ্ণে কৱে পদাৰ্পণ, নদীতীৱে  
অৱণ্যাশয়ে; যামিনী শয়ন তাৱ  
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকাৱ  
অনন্ত ভুবনে। দৌহে মোৱা রব চাহি  
অপাৱ তিমিৱে; আৱ কোথা কিছু নাহ,  
শব্দ মোৱ কৱে তব কৱতলখানি,  
শব্দ অতি কাছাকাছি দৃষ্টি জনপ্রাণী  
অসীম নিৰ্জনে; বিশ্ব বিছেদৱাশ  
চৱাচৱে আৱ সব ফেলিয়াছে গ্ৰাসি—  
শব্দ এক প্ৰান্তে তাৱ প্ৰলয় মগন  
বাকি আছে একখানি শক্তি মিলন,

দৃষ্টি হাত, দ্রুত কপোতের মতো দৃষ্টি  
বক্ষ দ্বৰ্দ্বৰ—দ্বই প্রাণে আছে ফুটি  
শব্দ, একথানি তয়, একথানি আশা,  
একথানি অশ্রুভরে নম্র ভালোবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামনী  
আলসা-বিলাসে। অয়ি নিরভিমাননী,  
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেমসী,  
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শশী,  
মনে আছে কবে কোন্ ফুল যথৈবনে,  
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দ্বই জনে  
আধো-চেনাশোনা ? তুমি এই প্রথিবীর  
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অঙ্গীর  
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে  
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে  
নবীন বালিকামূর্তি, শুভ্রবস্তু পরি  
উষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি  
বিকচ কুসূম-সম ফুল মুখথানি  
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টাঁনি  
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে  
শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,  
ফেলে দিয়ে প্রথিপত্তি, কেড়ে নিয়ে খড়ি,  
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুস্ত করি  
পাঠশালা-কারা হতে; কোথা গ়হকোণে  
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্যবনে;  
জনশ্ল্য গহচাদে আকাশের তলে  
কী করিতে খেলা, কী বিচ্ছিন্ন কথা বলে  
ভুলাতে আমারে, স্বপ্ন-সম চরৎকার  
অর্থহীন, সত্তা যিথ্যা তুমি জান তার।  
দৃষ্টি কণ্ঠে দ্বিলিত মুকুতা, দৃষ্টি করে  
সোনার বলয়, দৃষ্টি কপোলের 'পরে  
খেলিত অলোক, দৃষ্টি স্বচ্ছ নেতৃ হতে  
কর্ণিপত আলোক, নির্মল নির্বর-স্নোতে  
চূর্ণরাশি-সম। দোহে দোহা ভালো করে  
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে  
খেলাধূলা ছুটাছুটি দৃঢ়জনে সতত—  
কথাবার্তা বেশবাস বিধান বিতত।

তার পরে একদিন—কী জানি সে কবে—  
জীবনের বনে ঘোবনবসক্তে যবে  
প্রথম মলয়বায়ু, ফেলেছে নিষ্বাস,  
মুকুলিঙ্গা উঠিতেছে শত নব আশ,

সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে  
 চমকিয়া হেরিলাম—খেলো-ক্ষেত্র হতে  
 কখন অন্তরঙ্গকুৰী এসেছ অন্তরে,  
 আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে  
 বিস আছ ঘৃহিষীর মতো। কে তোমারে  
 এনেছিল বরণ কৰিয়া। পুরুষবারে  
 কে দিয়াছে হৃদ্রুবনি! ভরিয়া অঞ্জল  
 কে করেছে বীরবন নব পুষ্পদল  
 তোমার আনন্দ শিরে আনন্দে আদরে!  
 সুন্দর সাহানা-রাগে বংশীর সুস্বরে  
 কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,  
 যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল পথে  
 লজ্জামুক্তি ঘৃথে রাঙ্গি অস্বরে  
 বধ হয়ে প্রবেশলে চিরদিনতরে  
 আমার অন্তর-গহে—যে গৃস্ত আলয়ে  
 অন্তর্যামী জেগে আছে সুখ দুঃখ লয়ে,  
 যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়  
 সদা কম্পমান, পরশ নাইকো সয়  
 এত সুকুমার! ছিলে খেলার সার্ণানী,  
 এখন হয়েছ মোর মর্মের গোহিনী,  
 জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই  
 অম্বলক হাসি-অঙ্গু, সে চাপ্লা নেই,  
 সে বাহুল্য কথা। চিন্ধন দ্রষ্ট সুগন্ধীর  
 স্বচ্ছ নীলাম্বর-সম; হাসিখানি স্থির  
 অশুশ্রিত প্রেরণেতে ধোত; পরিপূর্ণ দেহ  
 মজারিত বঞ্চির মতো; প্রাণীত স্নেহ  
 গভীর সংগীততানে উঠিছে ধৰনিয়া  
 স্বর্ণবীণাতন্ত্রী হতে রনিয়া রনিয়া  
 অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রয়ে,  
 রয়েছ বিস্মিত হয়ে—তোমারে চাহিয়ে  
 কোথাও না পাই সীমা। কোন্ বিশ্বপার  
 আছে তবে জন্মভূমি। সংগীত তোমার  
 কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে  
 আমারে কৰিবে বন্দী গানের প্লকে  
 বিমুখ কুরঙ্গসম। এই যে বেদনা,  
 এর কোনো ভাষা আছে? এই যে বাসনা,  
 এর কোনো তৃপ্ত আছে? এই যে উদার  
 সম্মুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার  
 ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশ  
 অস্ফুট কল্পোধূলি চির দিবানিশ  
 কী কথা বলিছে কিছু নারি বুরুষবারে,  
 এর কোনো কুল আছে? সোন্দর্পাথারে

যে বেদনা-বাস্তুরে ছুটে মন-তরী  
সে বাতাসে, কত বার মনে শক্তি করি,  
ছিম হয়ে গেল বৃক্ষ হৃদয়ের পাল ;  
অঙ্গে আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল  
হৈরিয়া ভরসা পাই ; বিশ্বাস বিপুল  
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল  
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে  
মোদের দোহার গহ ।

হাসিতেছ ধীরে

চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুয়া !  
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুয়া  
সীমান্তনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও !  
কিছু বলে কাজ নাই—শুধু চেকে দাও  
আমার সর্বাঙ্গ মন তোমার অঙ্গলে,  
সম্পূর্ণ হৃণ করি লহো গো সবলে  
আমার আমারে ; নমন বক্ষে বক্ষ দিয়া  
অক্তরহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া !  
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো  
আমার হৃদয়তন্ত্রী কারিবে প্রহত,  
সংগীত-তরঙ্গধরনি উঠিবে গুঞ্জির  
সমস্ত জীবন ব্যাপ ধরথর করি ।  
নাই বা বৃক্ষিন্দ্ৰ কিছু, নাই বা বলিন্দ্ৰ,  
নাই বা গাঁথিন্দ্ৰ গান, নাই বা চলিন্দ্ৰ,  
ছন্দোবন্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়ধৰ্মান  
টানিয়া বাহিরে । শুধু ভুলে গিয়ে বাণী  
কীর্ণিব সংগীতভয়ে, নক্ষত্রে প্রায়  
শিহরি জৰিলব শুধু কম্পিত শিথায়,  
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙ্গিয়া পাড়িব  
তোমার তরঙ্গ-পানে, বাঁচিব মারিব  
শুধু, আর কিছু করিব না । দাও সেই  
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মহুতেই  
জীবন করিয়া পূৰ্ণ, কথা না বলিয়া  
উন্মত্ত হইয়া ঘাই উদ্ধাম চালিয়া ।

মানসীরূপগী ওগো, বাসনাবাসিনী,  
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,  
পরজলে তুমি কি মৃত্যুমতী হয়ে  
জন্মিবে মানব-গৃহে নারীরূপ সয়ে  
অনিদ্যসুস্মরী ? এখন ভাসিছ তুমি  
অনন্তের মাঝে ; ম্বগ “ হতে মৃত্যুম

করিছ বিহার; সম্ধ্যার কনকবর্ণে  
 ঝাঁঁঙ অশ্বল; উষার গলিত স্বর্ণে  
 গড়ছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে  
 করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে  
 লালিত ঘোবনথানি; বসন্তবাতাসে  
 চশ্বল বাসনাব্যথা স্মৃগ্ন নিশ্বাসে  
 করিছ প্রকাশ; নিষ্পত্ত পূর্ণমা রাতে  
 নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে  
 বিছাইছ দৃশ্যমান বিরহশয়ন;  
 শরৎ-প্রতুষে উঠি করিছ চয়ন  
 শেফালি, গাঁথতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে  
 তরুতলে ফেলে দিয়ে, আশুলিত কেশে  
 গভীর অরণ-ছায়ে উদাসিনী হয়ে  
 বসে থাক; বিকিনির আলোছায়া লয়ে  
 কাঞ্চপত অঞ্চলি দিয়ে বিকালবেলায়  
 বসন বয়ন কর বকুপতলায়;  
 অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে  
 ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবর-তীরে  
 করুণ কপোতকষ্টে গাও মূলতান;  
 কখন অজ্ঞাতে আসি ছয়ে যাও প্রাণ  
 সকৌতুকে; করি দাও হনয় বিকল,  
 অশ্বল ধৰিতে গেলে পালা ও চশ্বল  
 কলকষ্টে হাসি, অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি  
 জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি  
 মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।  
 কখনো মগন হয়ে আছ যবে কাজে  
 প্রথলিতবসন তব শুভ্র রূপখানি  
 নগন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি  
 চকিতে চর্মিক চলি যায়। জানলায়  
 একেলা বাসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়,  
 মুখ হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের  
 মতো বহুক্ষণ কাঁদি স্নেহ-আলোকের  
 তবে—ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্নেতে  
 মুছে ফেলে দিয়ে যায় সংক্ষিপ্ত হতে  
 এই ক্ষীণ অর্ধহীন অস্তিত্বের রেখা,  
 তখন করণাময়ী দাও তুমি দেখা  
 তারকা-আলোক-জ্বলা স্তম্ভ রঞ্জনীর  
 প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া অশুনীর  
 অশ্বলে মুছারে দাও, চাও মুখপানে  
 স্নেহময় প্রশ্নভয়া করুণ নয়ানে,  
 নয়ন চুম্বন কর, স্মৃতি হস্তখানি  
 লঙাটে বুলায়ে দাও, না কহিয়া বাণী,

সামৃদ্ধনা তরিয়া প্রাণে, করিবে তোমার  
ঘূর্ম পাড়াইয়া দিয়া কখন আবার  
চলে যাও নিঃশব্দ চরণে।

সেই তুমি

মৃত্তিতে দিবে কি ধরা? এই মৃত্তিম  
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?  
অল্পের বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে  
সর্ব ঠাই হতে সর্বময়ী আপনারে  
করিয়া হৃষি, ধরণীর একধারে  
ধরিবে কি একথানি মধুর মুর্যাত?  
নদী হতে লতা হতে আৰু তব গতি  
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিজোলিয়া—  
বাহুতে বাঁকিয়া পাঢ়ি, গ্রীবায় হেলিয়া  
ভাবের বিকাশভৱে? কী নীল বসন  
পরিবে সুন্দরী তুমি? কেমন কঢ়কণ  
ধরিবে দুর্ধানি হাতে? কবরী কেমনে  
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে?  
কাঁচ কেশগৰ্দল পাঢ়ি শুভ গ্রীবা-'পরে  
শিরীষকুসুম-সম সমীরণভৱে  
কাঁপিবে কেমন? শ্রাবণে দিগন্তপারে  
যে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘন মেঘভাবে  
দেখা দেয় নব নীল অতি সুকুমার,  
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার  
নারীচক্ষে! কী সঘন পঞ্চবের ছায়,  
কী সুদীর্ঘ কী নিবড় তিমির-আভায়  
মৃত্তি অল্পের মাঝে ঘনাইয়া আনে  
সুখবিভাবৱৰী! অথর কী সুধাদানে  
বহিবে উজ্জ্বল, পরিপূর্ণ বাণীভৱে  
নিশ্চল নীরব! লাবণ্যের থেরে থেরে  
অঙ্গথানি কী করিয়া মুকুলি বিকশি  
অনিবার সৌন্দর্যতে উঠিবে উচ্ছৰ্বস  
নিঃশহ ঘোবনে?

জানি, আমি জানি সৰ্থী,  
যদি আমাদের দোহে হয় চোখোচোধি  
সেই পরজন্ম-পথে, দাঁড়াব থর্মাক;  
নিম্নত অতীত কাঁপ উঠিবে চৰ্মাক  
লাভয়া চেতনা। জানি মনে হবে মহ  
চিরজীবনের মোর প্রবতারা-সম

চিরপর্যাচয়ভূতা ওই কালো চোখ।  
 আমার নয়ন হতে লহিয়া আলোক,  
 আমার অন্তর হতে লহিয়া বাসনা,  
 আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা  
 এই মৃত্যুথানি। তুমিও কি মনে মনে  
 চিনিবে আমারে? আমাদের দৃষ্টি জনে  
 হবে কি মিলন? দৃষ্টি বাহু দিয়ে, বালা,  
 কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা  
 বসন্তের ফুলে? কখনো কি বক্ষ ভরি  
 নির্বিড় বন্ধনে, তোমারে হন্দমেশবরী,  
 পার্মারব বাঁধিতে? পরশে পরশে দোহে  
 করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে  
 দেহের দৃষ্টারে? জীবনের প্রতীক্ষা  
 তোমার আলোক পাবে বিছেদাবহীন.  
 জীবনের প্রাতি রাতি হবে স্মৃতির  
 মাধ্যমে তোমার, বাঁজিবে তোমার স্তুর  
 সর্ব দেহে মনে? জীবনের প্রাতি স্মৃতি  
 পাড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রাতি দ্বিতীয়ে  
 পাড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রাতি কাজে  
 রবে তব শুভহস্ত দৃষ্টি, গৃহ-মাঝে  
 জাগায়ে রাখিবে সদা স্মৃতিগল জ্যোতি।  
 এ কি শুধু বাসনার বিফল মিন্ত,  
 কম্পনার ছল? কার এত দিবাঞ্জান,  
 কে বালতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—  
 প্রবর্জনে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি  
 আমার জীবন-বনে সৌন্দর্যে কুসূম,  
 প্রণয়ে বিকশি। মিলনে আছিলে বাধা  
 শুধু এক ঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধা  
 আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছে, প্রয়ে,  
 তোমারে দৈখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।  
 ধূপ দৃশ্য হয়ে গেছে, গন্ধবাস্প তার  
 পূর্ণ করি ফৈলয়াছে আজি চারি ধার।  
 গহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়  
 বিশ্বের কর্বিতারূপে হয়েছ উদয়—  
 তব কোন্ মায়া-ডোরে চিরসোহার্ণগনী,  
 হন্দয়ে দিয়েছ ধূরা, বিচ্ছিন্ন রাঙ্গণী  
 জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।  
 তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়  
 আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।  
 এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে স্তুজনে  
 জর্বিলছে নির্বিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,  
 কখনো বা ভাবময়, কখনো মৃরাতি।

ରଙ୍ଜନୀ ଗଡ଼ୀର ହଲ, ଦୀପ ନିବେ ଆସେ;  
ପଞ୍ଚମାର ସୁଦୂର ପାରେ ପଞ୍ଚମ ଆକାଶେ  
କଥନ ସେ ସାଯାହେର ଶେଷ ସ୍ଵର୍ଗରେଥା  
ମିଳାଇୟା ଗେଛେ; ସମ୍ପର୍କ ଦିଯେଇ ଦେଖା  
ତିରିମରଗଗନେ; ଶେଷ ଘଟ ପ୍ରଣ୍ଟ କରେ  
କଥନ ବାଲିକା-ବନ୍ଧୁ ଚଲେ ଗେଛେ ଘରେ;  
ହେରି କୃଷ୍ଣପଙ୍କ ରାତ୍ରି, ଏକାଦଶୀ ତିଥି,  
ଦୀର୍ଘ ପଥ, ଶନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ହେଯେ ଅର୍ତ୍ତଥ  
ଗ୍ରାମେ ଗୃହମେଥର ଘରେ ପାନ୍ଥ ପରବାସୀ;  
କଥନ ଗିଯେଇ ଥେମେ କଲାରବରାଶ  
ମାଠପାରେ କୃଷ୍ଣପଙ୍କୀ ହତେ; ନଦୀତୀରେ  
ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣରେ ଜୀଣ ନିଭୃତ କୁଟୀରେ  
କଥନ ଜାଣିଯାଇଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପଥାରୀ,  
କଥନ ନିର୍ବିଯା ଗେହେ— କିଛିଇ ନା ଜାନି;

କୀ କଥା ବାଲିତୋଛିନ୍ଦ, କୀ ଜାନ, ପ୍ରେସରୀ,  
ଅର୍ଥ-ଅଚେତନଭାବେ ମନୋମାଝେ ପରିଶ  
ମ୍ବନମ୍ବନ୍ଧ-ମତୋ । କେହ ଶୁନେଇଲେ ମେ କି  
କିଛି ବୁଝେଇଲେ ପ୍ରୟେ, କୋଥାଓ ଆହେ କି  
କୋନୋ ଅର୍ଥ ତାର? ସବ କଥା ଗୋଛ ଭୁଲ,  
ଶୁଧ ଏଇ ନିଦ୍ରାପଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିଥରେ କଲେ  
ଅତରେର ଅନ୍ତର୍ହାନ ଅଶ୍ରୁପାରାବାର  
ଉଦ୍‌ବେଳିଯା ଉଠିଯାଇଁ ହୁଦରେ ଆମାର  
ଗମଭୀର ନିମ୍ବନେ ।

ଏସୋ ସଂପତ୍ତ, ଏସୋ ଶାନ୍ତ,  
ଏସୋ ପ୍ରୟେ, ମୁଦ୍ରା ମୌନ ସକରୁଣ କାନ୍ତ,  
ବକ୍ଷେ ମୋରେ ଲାହୋ ଟାନି— ଶୋଯାଓ ଯତନେ  
ମରଣସ୍ମରନ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ବିମ୍ବାତିଶରନେ ।

ପିଲାଇସର, ପ୍ରାଚୀ  
୮ ଶେଷ ୧୯୧୯

ଅନାଦିତ

ତଥନ ତରୁଣ ରାବ ପ୍ରଭାତକାଳେ  
ଆନିଛେ ଉଷାର ପ୍ରଜା ମୋନାର ଥାଳେ ।  
ସୌମାହୀନ ନୀଳ ଜଳ  
କାରିତେଛେ ଧୂମରୁକ୍ଷ,  
ରାଙ୍ଗ ରେଥା ଜର୍ଜରୁକ୍ଷ,  
ଫିରଗମାଳେ ।  
ତଥନ ଉଠିଛେ ରାବ ଗଗନଭାଲେ ।

গাঁথতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।  
 বায়েক অতল-পানে চাহিন্দ ধীরে—  
 শৰ্মিন্দ কাহার বাপী  
 পরান লইল টানি,  
 যতনে সে জালখান  
 তুলিয়া শিরে  
 দুরায়ে ফেলিয়া দিন সন্দৰ নীরে:

নাহি জানি কত কী যে উঠিল জালে।  
 কোনোটা হাসির মতো কিরণ ঢালে।  
 কোনোটা বা টেলটেল  
 কঠিন নয়নজল,  
 কোনোটা শরম-ছল  
 বধূর গালে,  
 সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি পূরবে  
 গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে।  
 কৃষ্ণাত্মা সব ভুলি  
 জাল ফেলে টেনে তুলি.  
 উঠিল গোধূলি-ধূলি  
 ধূসর নতে।  
 গাভীগণ গৃহে ধায় হরষ-রবে।

শয়ে দিবসের ভার ফিরিন্দ ঘরে,  
 তখন উঠিছে চাঁদ আকাশ-'পরে।  
 গ্রামপথে নাহি লোক,  
 পড়ে আছে ছায়ালোক.  
 মুদ্দে আসে দৃষ্টি চোখ  
 স্বপনভরে;  
 ডাঁকছে বিরহী পাখি কাতর স্বরে।

সে তখন গৃহকাজ সমাধা করি  
 কাননে বসিয়া ছিল মালাটি পার।  
 কুসুম একটি দৃষ্টি  
 তরু হতে পড়ে টুটি,  
 সে করিছে কুটিকুটি  
 নথেতে ধৰি;  
 আলসে আপন মনে সময় হরি।

বায়েক আগয়ে যাই, বায়েক পিছু।  
 কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম, নয়ন নিচু।

যা ছিল চরণে রেখে  
ভূমিতল দিন, ঢেকে,  
সে কহিল দেখে দেখে,  
‘চিনি নে কিছু।’  
শৰ্মনি রাহিলাম শির করিয়া নিচু।

ভাবিলাম, সারাদিন সারাটি বেলা  
বসে বসে করিয়াছি কৰ্ণ ছেলেখেলা !  
না জানি কৰ্ণ মোহে ভুলে  
গেন, অকুলের কুলে,  
ঝঁপ দিন, কুতুলে—  
আনন্দ মেলা  
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা ।

যদুঁ নাই, খণ্ডি নাই হাটের মাঝে,  
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে !  
কোনো দুখ নাহি যার,  
কোনো তৃষ্ণা বাসনার,  
এ-সব লাঙিগবে তার  
কিসের কাজে !  
কুড়ায়ে লইন্দু পুন ঘনের লাজে ।

সারাটি রভনী বসি দূয়ারদেশে  
একে একে ফেলে দিন, পথের শেষে ।  
সূর্যহীন ধনহীন  
চলে গেন, উদাসীন,  
প্রভাতে পরের দিন  
পথিকে এসে  
সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে ।

তালদণ্ডা ধাল  
পান্তুয়া হইতে কটকের পথে  
২২ ফাল্গুন ১২৯৯

### নদীপথে

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,  
পবন বহে খর বেগে ।  
অশনি ঘনঘন  
ধৰ্মনহে ঘন ঘন,  
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে ।  
পবন বহে খর বেগে ।

তৌরেতে তরুরাজি দোলে  
আকুল মর্ম-রোলে।  
চিকুর চিকিরিকে  
চিকিয়া দিকে দিকে  
তিমির চিরি ঘায় চলে।  
তৌরেতে তরুরাজি দোলে।

ঝরিছে বাদলের ধারা  
বিরাম-বিশ্বামহারা।  
বারেক থেমে আসে,  
শ্বিগৃণ উচ্ছবাসে  
আবার পাগলের পারা  
ঝরিছে বাদলের ধারা।

মেঘেতে পথরেখা লীন,  
প্রহর তাই গতিহীন।  
গগন-পানে চাই,  
জ্ঞানিতে নাহি পাই  
গেছে কি নাহি গেছে দিন;  
প্রহর তাই গতিহীন।

তৌরেতে বাঁধিয়াছি তরী,  
রয়েছি সারা দিন ধর।  
এখনো পথ নাকি  
অনেক আছে বাঁক,  
আমিছে ঘোর বিভাবরী।  
তৌরেতে বাঁধিয়াছি তরী।

বসিয়া তরণীর কোণে  
একেলা ভাবি মনে মনে—  
মেঘেতে শেঙ্গ পাত  
সে আজি জাগে ঝাতি,  
নিম্না নাহি দূনয়নে।  
বসিয়া ভাবি মনে মনে।

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে,  
হৃদয় দ্যই হাতে চাপে।  
আকাশ-পানে চার,  
ভৱসা নাহি পায়,  
তরাসে সারা নিশ ঘাপে,  
মেঘের ডাক শুনে কাঁপে।

কভু বা বায়ুবেগভরে  
দূয়ার বনবানি পড়ে।  
প্রদীপ নিবে আসে,  
ছায়াটি কাঁপে শাসে,  
নয়নে আঁখজল ঘরে,  
বক্ষ কাঁপে ঘরথরে।

চকিত আঁখ দুটি তার  
মনে আসছে বার বার।  
বাহিরে মহা ঝড়,  
বজ্র কড়মড়,  
আকাশ করে হাহকার।  
মনে পাড়িছে আঁখ তার।

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,  
পৰন বহে খর বেগে।  
অশনি বনবন  
ধৰ্মনিছে ঘন ঘন,  
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।  
পৰন বহে আঁজি বেগে।

শালপাথ কড়বেঁচি। অপরাহ্ন  
২৫ ফেব্রুয়ারি ১২৯১

### দেউল

রঁচয়াছিন্দু দেউল একখানি  
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি।  
রাখ নি তার জানালা ঘ্যার  
সকল দিক অন্ধকার,  
ভুধর হতে পায়ণভার  
যতনে বাহি আনি  
রঁচয়াছিন্দু দেউল একখানি।

দেবতাটিরে বসাইয়ে মাঝখানে  
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।  
বাহিরে ফেলি এ শিল্পন  
ভূলিয়া গিয়া বিশ্বজন  
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ  
করেছি একপ্রাণে,  
দেবতাটিরে বসাইয়ে মাঝখানে।

ধাপন করি অন্তহীন রাত  
জৰালায়ে শত গন্ধময় বাতি।  
কনকমণি-পাটপুটে,  
সূর্যাভি ধৃপথে উঠে,  
গুরু অগুরু-গুরু ছুটে,  
পুরান উঠে মাতি।  
ধাপন করি অন্তহীন রাত।

নিম্নাহীন বাসিয়া এক চিতে  
চিত কত এইকেছ চারি ভিতে।  
স্বপ্নসম চমৎকার,  
কোথাও নাহি উপমা তার,  
কত বুলন, কত আকার  
কে পারে বর্ণনতে  
চিত ষত এইকেছ চারি ভিতে।

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে  
নাগবালিকা ফণ তুলিয়া থাকে।  
উপরে ঘিরি চারিটি ধার  
দৈত্যগুলি বিকটাকার,  
পাষাণয় ছাদের ভার  
মাথায় ধরি রাখে।  
নাগবালিকা ফণ তুলিয়া থাকে।

স্তৰ্ণেছাড়া স্তৰ্ণন কত মতো।  
পর্ণকরাজ উড়িছে শত শত।  
ফন্দের মতো লতার মাঝে  
নারীর মৃখ বিকশি রাজে  
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে  
নয়ন করি নত।  
স্তৰ্ণেছাড়া স্তৰ্ণন কত মতো।

ধৰ্মনিত এই ধরার মাঝখানে  
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।  
ব্যাঘাজিন-আসন পাতি  
বিবিধরূপ ছশ্ম গাঁথ  
মল্ল পাড়ি দিবস রাতি  
গুঞ্জরিত তানে,  
শৰ্ক্ষহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন,  
জানি নে কিছু, আছি আপন-লীন।

চিন্ত মোর নিমেষহত  
উধৰ্ম্মখী শিথার ঘতো,  
শরীরখানি মৃত্যুহত  
ভাবের তাপে ক্ষীণ।  
এমন করে গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে  
বছু আসি পাঁড়িল মোর ঘরে।  
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম  
পাঁড়িল গিয়ে হৃদয়ে মম,  
অশ্মাময় সর্পসম  
কাটিল অন্তরে।  
বছু আসি পাঁড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,  
গহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।  
নীরব ধ্যান করিয়া চুর  
কঠিন বাঁধ করিয়া দ্রু  
সংসারের অশেষ স্মৃত  
ভিতরে এল ছুটি।  
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি।

দেবতা-পানে চাহিন্ একবার,  
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর।  
ন্তৰন এক মহিমারাশি  
লম্বাটে তাঁর উঠেছে ভাসি,  
জাগিছে এক প্রসাদহাসি  
অধর-চারিধার।  
দেবতা-পানে চাহিন্ একবার।

শরমে দৌপ মলিন একেবারে  
লুকাতে চাহে চির-অন্ধকারে।  
শিকলে বাঁধা স্বনমতো  
ভিন্নিত-আকা চিন্ত যত  
আলোক দৈর্ঘ লঙ্ঘাহত  
পালাতে নাই পারে।  
শরমে দৌপ মলিন একেবারে।

যে গান আমি নারিন্ রচিবারে  
সে গান আজি উঠিল চারি ধারে।

আমার দীপ জলালিল রাব,  
প্রকৃতি আসি অঁকিল ছবি,  
গাঁথনা গান শতেক কর্ব  
কতই ছন্দ-হারে।  
কী গান আজি উঠিল চারি ধারে।

দেউলে মোর দূয়ার গেল খুলি—  
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,  
দেবের করপরশ লাঙ  
দেবতা মোর উঠিল জাঙ,  
বন্দী নিশ গেল সে ভাঙ  
আধার পাথা তুলি।  
দেউলে মোর দূয়ার গেল খুলি।

তালপুড়ি থাল  
বাজিয়া হইতে কটক-পথে  
২৩ ফাল্গুন ১২৯৯

### বিশ্বন্ত্য

বিপুল গভীর মধুর মন্দে  
কে বাজাবে সেই বাজনা!  
উঠিবে চিন্ত করিয়া ন্ত্য,  
বিশ্বত্ব হবে আপনা।  
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,  
নব সংগীতে ন্তন ছন্দ,  
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্ৰ  
জাগাবে নবীন বাসনা।

সঘন অশ্রুমগন হাস্য  
জাগিবে তাহার বদনে।  
প্রভাত-অরূপকিরণগুৰু  
ফুটিবে তাহার নয়নে।  
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্ৰ  
ঝনন রণন স্বৰ্গতল্য,  
কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্ৰ  
নির্মল নীল গগনে।

হা হা কৰি সবে উচ্ছল রবে  
চগুল কলকলিয়া  
চৌদিক হতে উচ্চাদ প্রোতে  
আসিবে তৃণ চালিয়া।

ଛୁଟିବେ ସଙ୍ଗେ ମହାତରଙ୍ଗେ  
ଘରିଯା ତାହାରେ ହରଷରଙ୍ଗେ  
ବିଘ୍ୟତରଣ ଚରଣଭଙ୍ଗେ  
ପ୍ରଥକଣ୍ଠକ ଦାଳିଯା ।

ଦୃଶ୍ୟଲୋକ ଚାହିୟା ମେ ଲୋକସିଦ୍ଧ  
ବନ୍ଧନପାଶ ନାଶବେ,  
ଅସୀମ ପୂଲକେ ବିଶ୍ଵ-ଭୂଲୋକେ  
ଅକ୍ଷେତ୍ର ତୁଳିଯା ହାସିବେ ।  
ଉତ୍ତିର୍ମଳୀଆୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିକରଣ  
ଠିକରି ଉଠିବେ ହିରଣ୍ୟରନ,  
ବିଘ୍ୟ ବିପଦ ଦୃଢ଼-ମରଣ  
ଫେନେର ମତନ ଭାସିବେ ।

ଓଗୋ କେ ବାଜାଯ—ବୁଝି ଶୋନା ଧାୟ—  
ମହା ରହସ୍ୟ ରାମୟା,  
ଚିରକାଳ ଧରେ ଗନ୍ଧୀର ଚବରେ  
ଅନ୍ବର-’ପରେ ବାମୟା ।  
ଗ୍ରହମଙ୍କଳ ହେଯେହେ ପାଗଳ,  
ଫିରିରହେ ନାଚିଯା ଚିରଚଞ୍ଚଳ,  
ଗଗନେ ଗଗନେ ଜ୍ୟୋତି-ଅଞ୍ଚଳ  
ପାଡ଼ିଛେ ଥର୍ମିଯା ଥର୍ମିଯା ।

ଓଗୋ କେ ବାଜାଯ—କେ ଶର୍ଣ୍ଣିତେ ପାଇ—  
ନା ଜାନି କାହିଁ ମହା ରାଗିଗନୀ !  
ଦୃଶ୍ୟଲୟା ଫ୍ଳାଇଯା ନାଚିଛେ ସିଦ୍ଧ  
ସହମୁଖିର ନାଗିନୀ ।  
ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଦୃଶ୍ୟ—  
ଅନନ୍ତ ନଭେ ଶତ ବାହୁ ତୁଳେ,  
କାହିଁ ଗାହିତେ ଗିଯେ କଥା ଯାଯା ଭୁଲେ,  
ଅର୍ପର ଦିନଧାରିନୀ ।

ନିର୍ବର୍ତ୍ତ ଝରେ ଉଚ୍ଛବାସଭରେ  
ବନ୍ଧୁର ଶିଳା-ସରଣେ ।  
ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ସ୍ମୃତିର ଗାତ୍ର  
ପାଥାଗହଦୟ-ହରଣେ ।  
କୋମଳ କୁଟେ କୁଳ କୁଳ, ସ୍ମୃତ  
ଫୁଟେ ଅବିରଳ ତରଳ ମଧୁର,  
ସଦାଶିଖିତ ମାନିକନ୍ତପୂର  
ବୀଧା ଚଞ୍ଚଳ ଚରଣେ ।

নাচে ছয় খতু, না মানে বিরাম,  
বাহুতে বাহুতে ধরিয়া  
শ্যামল স্বর্ণ বিবিধ বর্ণ  
নব নব বাস পরিয়া।  
চরণ ফেলিতে কত বনফল  
ফুটে ফুটে টুটে হইয়া আকুল,  
উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল  
হাসি-তন্ত্রনে ভরিয়া।

পশু-বিহঙ্গ কীটপতঙ্গ  
জীবনের ধারা ছুটিছে।  
কৌ মহা খেলায় মরণবেলায়  
তরঙ্গ তার টুটিছে।  
কোনোথানে আলো কোনোথানে ছায়া,  
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া.  
চেতনাপূর্ণ অল্পত মায়া  
বৃক্ষ-সম ফুটিছে।

ওই কে বাজায় দিবসনিশ্চায়  
বসি অন্তর-আসনে,  
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সূর,  
কেহ শোনে কেহ না শোনে।  
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,  
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই.  
মহান মানব-মানস সদাই  
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,  
কেন আছে সবে নীরবে।  
তারকা না দৈখ পরিচাকাশে,  
প্রভাত না দৈখ পূরবে।  
শুধু চারি দিকে প্রাচীন পাষাণ  
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধিসমান  
গ্রাসিয়া বেখেছে অযুত পরান,  
রয়েছে অটল গরবে।

সংসারস্তোত জাহুবৈ-সম  
বহু দ্বারে গোছে সরিয়া।  
এ শুধু উষর বালুকাখসর  
মরুরূপে আছে মরিয়া।  
নাহি কোনো গাতি, নাহি কোনো গান,  
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,

ବସେ ଆହେ ଏକ ମହାନିର୍ବାଣ,  
ଆର୍ଥାର-ମୁକୁଟ ପରିଯା ।

ହୃଦୟ ଆମାର ତ୍ରଣ କରେ  
ମାନବହଦୟେ ମିଶିତେ—  
ନିଖଲେର ସାଥେ ମହା ରାଜପଥେ  
ଚାଲିତେ ଦିବସ-ନିଶ୍ଚିଥେ ।  
ଆଜନ୍ମକାଳ ପଡ଼େ ଆଛି ମୃତ  
ଜଡ଼ତାର ମାଝେ ହୟେ ପରାଜିତ,  
ଏକଟି ବିନ୍ଦୁ ଜୀବନ-ଅମୃତ  
କେ ଗୋ ଦିବେ ଏହି ତ୍ରୟିତେ ।

ଜଗନ୍-ମାତାନୋ ସଂଗୀତତାନେ  
କେ ଦିବେ ଏଦେର ନାଚାଯେ !  
ଜଗତେର ପ୍ରାଣ କରାଇଯା ପାନ  
କେ ଦିବେ ଏଦେର ବାଁଚାଯେ !  
ଛିର୍ଣ୍ଣଡ୍ରୀ ଫେଲିବେ ଜାତଭାଲପାଶ,  
ମୃତ ହୃଦୟେ ଲାଗିବେ ବାତାସ.  
ଘୃଚାଯେ ଫେଲିଯା ମିଥ୍ୟା ତରାସ  
ଭାଙ୍ଗିବେ ଜୀଗ୍ ଖାଚା ଏ ।

ବିପୁଳ ଗଭୀର ମଧ୍ୟର ମନ୍ଦେ  
ବାଜୁକ ବିଶ୍ଵବାଜନା !  
ଉଠୁକ ଚିତ୍ତ କରିଯା ନୃତ୍ୟ  
ବିଷ୍ଵତ ହୟେ ଆପନା ।  
ଟୁଟୁକ ବନ୍ଧ, ମହା ଆନନ୍ଦ,  
ନବ ସଂଗୀତେ ନୃତନ ଛନ୍ଦ—  
ହୃଦୟସାଗରେ ପ୍ରଚନ୍ଦ  
ଜାଗାକ ନରୀନ ବାସନା ।

ଈତରପୀ । ଭାବାକ ‘ଉଠୁକ୍’  
କଟକ ହଇଲେ କଲିକାତା-ପଥେ  
୨୬ ଫାଲ୍ଗୁନ ୧୯୧୯

### ଦୃବୋଧ

ତୁମ ମୋରେ ପାର ନା ବୁଝିତେ ?  
ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିବାଦଭରେ  
ଦୃଢ଼ି ଆର୍ଥି ପ୍ରଶନ କରେ  
ଅର୍ଥ ମୋର ଚାହିଛେ ଖାର୍ଜିତେ,  
ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେମନ ଭାବେ ସିଥରନତମୁଖେ  
ଚୋଯେ ଦେଖେ ସମ୍ବଦ୍ରେ ବୁକେ ।

কিছু আমি করি নি গোপন।  
 যাহা আছে সব আছে  
 তোমার অর্থের কাছে  
 প্রসারিত অবারিত মন।  
 দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,  
 তাই মোরে বুঝিতে পার না?

এ যদি হইত শুধু মাণ,  
 শত খণ্ড করি তারে  
 সবলে বিবিধাকারে  
 একটি একটি করি গাণ  
 একথানি সত্ত্বে গাঁথি একথানি হার  
 পরাতেম গলার তোমার।

এ যদি হইত শুধু ফুল,  
 সূগোল সুন্দর ছোটো,  
 উষালোকে ফোটো-ফোটো,  
 বসন্তের পবনে দোদুল,  
 বৃন্ত হতে স্যতনে আনিতাম তুলে,  
 পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

এ যে সখী, সমস্ত হৃদয়।  
 কোথা জল, কোথা কুল,  
 দিক হয়ে যায় ভুল,  
 অন্তহীন রহস্যনিলয়।  
 এ রাজের আদি অন্ত নাহি জান রানী—  
 এ তবু তোমার রাজধানী।

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে?  
 গভীর হৃদয়-মাঝে  
 নাহি জানি কী যে বাজে  
 নিশিদিন নীরব সংগীতে—  
 শৰহীন স্তুত্যায় ব্যাপিয়া গগন  
 রঞ্জনীর ধৰনির মতন।

এ যদি হইত শুধু সুখ,  
 কেবল একটি হাসি  
 অধরের প্রাণে আসি  
 আনন্দ করিত জাগরুক।  
 ঘৃহতে বুর্ধিয়া নিতে হৃদয়বারতা,  
 বালতে হত না কোনো কথা।

এ মাদি হইত খৃদু দৃধ,  
দৃষ্টি বিস্তু অশ্রূজল  
দৃষ্টি চক্ষে ছলছল,  
বিষণ্ণ অধর, স্লান মৃধ—  
প্রতাক্ষ দৰ্দিতে পেতে অস্তরের বাধা,  
নীরবে প্রকাশ হত কথা।

এ যে সখী, হৃদয়ের প্রেম,  
সুখদৃঃখবেদনার  
আমি অন্ত নাহি ধার—  
চিরদৈনা চিরপূর্ণ হেম।  
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে,  
তাই আমি না পারি ব্ৰহ্মাতে।

নাই বা ব্ৰহ্মলে তৃষ্ণ মোরে!  
চিৰকাল চোখে চোখে  
ন্তন ন্তনালোকে  
পাঠ কৰো রাত্রি দিন ধৰে।  
ব্ৰহ্ম যায় আধো প্ৰেম, আধখানা ঘন—  
সমস্ত কে ব্ৰহ্মেছে কথন?

প্ৰামাণ্য। ‘মিনো’ ভাবাজ  
ৱাঙ্গলাহী যাইবাৰ পথে  
১১ চৈত্র ১২৯৯

### বৃলন

আমি পৱনের সাথে খেলিব আজিকে  
মৱণখেলা  
নিশ্চীথবেলা।  
সৰন বৱযা, গগন আঁধার,  
হেৱো বাৰিধাৰে কাঁদে চারি ধার,  
ভৌষণ রঞ্জে ভবতৱঙ্গে  
ভাসই ভেলা;  
বাহিৰ হয়েছ স্বপ্নশয়ন  
কাৰিয়া হেলা  
ৱাত্রবেলা।

ওগো, পৱনে গগনে সাগৱে আজিকে  
কী কঞ্জোল,  
দে দোল, দোল।  
পচাং হতে হা হা ক'ৱৈ হাসি  
মন্ত্ৰ ঝটিকা ঠেলা দেৱ আসি,

যেন এ লক্ষ যক্ষিণী  
অটুরোল।

আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে  
হট্টগোল।  
দে দোল্ দোল্।

আজি জাঁগয়া উঁচিয়া পরান আমার  
বসিয়া আছে  
বুকের কাছে।  
থাঁকিয়া থাঁকিয়া উঠিছে কাঁপয়া,  
ধরিছে আমার বক্ষ চাঁপয়া,  
নিঠুর নির্বিড় বন্ধনসূত্রে  
হৃদয় নাচে,  
তাসে উল্লাসে পরান আমার  
ব্যাকুলিয়াছে  
বুকের কাছে।

হায়, এতকাল আমি রেখেছিন্ত তারে  
যতনভরে  
শয়ন-'পরে।  
বাথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,  
নিশ্চিদিন তাই বহু অনুরাগে  
বাসরশয়ন করেছি রচন  
কুসূম-থারে,  
দুয়ার রূধিয়া রেখেছিন্ত তারে  
গোপন ঘরে  
যতনভরে।

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি  
নয়নপাতে  
স্নেহের সাথে।  
শ্বন্যোছি তারে মাথা রাখি পাশে  
কত প্রিয় নাম মৃদু মধুভাবে,  
গঞ্জরতান করিয়াছি গান  
জ্যোৎস্নারাতে।  
যা-কিছু মধুর দিয়েছিন্ত তার  
দুর্ধানি হাতে  
স্নেহের সাথে।

শেষে সূর্যের শয়নে শ্রান্ত পরান  
আলস-রসে  
আবেশবশে।

পরশ করিলে জাগে না সে আর,  
কুস্তির হার লাগে গুরুত্বার,  
ঘূমে জাগরণে যিশি একাকার  
নিশ্চিদিবসে।  
বেদনাবহীন অসাড় বিরাগ  
মরমে পশে  
আবেশবশে।

চালি      মধুরে মধুর বধুরে আমার  
হারাই ব্যৰি,  
পাই নে খৰ্জি।  
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে—  
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে  
শুধু রাশি রাশি শুল্ক কুস্তি  
হয়েছে পৰ্জি।  
অতল স্বপ্নসাগরে ঢুবিয়া  
মার যে ব্যৰি  
কাহারে খৰ্জি।

তাই      ভেবোছ আজিকে খেলিতে হইবে  
নৃতন খেলা  
রাণ্বেলা।  
মরণদোলায় ধৰি রাশিগাছ  
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,  
ঝঞ্চা আসিয়া আট হাসিয়া  
মারিবে টেলা,  
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে  
ব্লন্নখেলা  
নিশীথবেলা।

দে দোল্ দোল্।  
দে দোল্ দোল্।  
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।  
বধুরে আমার পেয়েছি আবার—  
ভরেছে কোল।  
প্রয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে  
প্রলয়রোল।  
বক্ষ-শোঁগতে উঠেছে আবার  
কী হিঙ্গোল!  
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার  
কী কংজোল!

ଉଡ଼େ କୁଳତଳ, ଉଡ଼େ ଅଣ୍ପଳ,  
ଉଡ଼େ ବନମାଳା ବାର୍ଷିଚପୁଲ,  
ବାଜେ କଷକଣ ବାଜେ କିଞ୍ଚିକଣୀ  
ମସ୍ତ-ବୋଲ ।

ଦେ ଦୋଳ୍ ଦୋଳ୍ ।  
 ଆୟ ରେ ଝଞ୍ଚା, ପରାନ-ବଧୁର  
 ଆବରଣାଶ କରିଯା ଦେ ଦୂର  
 କରି ଲାଖୁଠନ ଅବଗୁଠନ-  
 ବସନ ଖୋଲ୍ ।  
 ଦେ ଦୋଳ୍ ଦୋଳ୍ ।

ପ୍ରାଣେତେ ଆମାତେ ମୁଖୋମୁଖ୍ୟ ଆଜି  
ଚିନ୍ତନ ଲବ ଦୌହେ ଛାଡ଼ି ଭୟ-ଲାଜ,  
ବକ୍ଷେ ବକ୍ଷେ ପରିଶିବ ଦୌହେ  
ଆବେ ବିଭାଗ ।

ଦେ ଦୋଳ ଦୋଳ ।  
ମୁଖ ଟୁଟିଆ ବାହିରେଛେ ଆଜ  
ଦୁଟୋ ପାଗଲ ।  
ଦେ ଦୋଳ ଦୋଳ ।

গামপুর ব্রায়ালিয়া  
১৩ জুন ১৯৯৫

ହଦ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧ

ଯଦି      ଭାରିଯା ଲଈବେ କୁମ୍ଭ, ଏମୋ ଓଗୋ ଏମୋ, ମୋର  
ଅନ୍ୟନୀୟ ।

ତଳତଳ ଛଳଛଳ କାଁଦିବେ ଗଭୀର ଜଳ  
ଓଟେ ଦୁଟି ସଂକୋମଳ ଚରଣ ଘରେ ।

ওই যে শব্দ চিনি ন্পুর রিনকিৰিনি,  
কে গো তামি একাকিনী আসছ ধীৱে।

ର୍ଯାଦି ଭାରିଯା ଲହିବେ କୁମ୍ଭ, ଏସୋ ଓଗୋ ଏସୋ, ମୋର  
ହୃଦୟନୀରେ ।

যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা  
 গহনতলে।  
 নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,  
 ঢেকে দিবে সব লাজ সুন্নীল জলে।  
 সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঞ্চলানি দিবে প্রাসি,  
 উচ্ছবসি পড়িবে আসি উরসে গলে-  
 ষুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,  
 কুলকুলু কলভাবে কত কী ছলে!  
 যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা  
 গহনতলে।

ষদি মরণ লাভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও  
 সলিল-ঘারে।  
 সিংধু শান্ত সন্গভীর, নাহি তল, নাহি তীর,  
 মতু-সম নীল নীর স্থির বিরাজে।  
 নাহি রাতি দিনঘান, আদি অন্ত পরিমাণ,  
 সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।  
 ধাও সব ধাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে  
 ফেলে দিয়ে এসো কুলে সকল কাজে।  
 ৰদি মরণ লাভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও  
 সলিল-ঘারে।

১২ আবাজ ১৯০০

বার্থ ঘোষণ

আজি যে রঞ্জনী ধায় ফিরাইব তাহা  
কেমনে ?  
কেন নয়নের জল বারিছে বিফল  
নয়নে !  
এ বেশভূগণ লহো সখী, মদে  
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ-  
এমন যাঁয়নী কাটিল, বিরহ-  
শয়নে !  
আজি যে রঞ্জনী ধায় ফিরাইব তাহা  
কেমনে !

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে  
এসেছি।  
বাহি বৃথা মনোআশা এত ভালোবাসা  
বেসেছি।  
শেষে নিশ্চিষ্টে বদন মালিন,  
ক্রান্ত চৰণ, মন উদাসীন,  
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন  
ভবনে!  
হায়, যে রজনী ধায় ফিরাইব তায়  
কেমনে?

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ  
আকাশে!  
বনে দূলেছিল ফল গন্ধবাকুল  
বাতাসে।  
তরুমর্ঘর, নদীকলতান  
কানে লেগেছিল স্বপ্ন-সমান,  
দ্রু হতে আসি পশেছিল গান  
শ্রবণে।  
আজি সে রজনী ধায় ফিরাইব তায়  
কেমনে।

মনে লেগেছিল হেন আমারে সে যেন  
ডেকেছে।  
যেন চিরঘৃণ ধৰে মোৰে মনে করে  
রেখেছে।  
সে আনিবে বাহি ভৱা অনুরাগ,  
যৌবননদী কৰিবে সজ্জাগ,  
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-  
বাঁধনে।  
আহা, সে রজনী ধায়, ফিরাইব তায়  
কেমনে।

ওগো, ভোলা ভালো তবে কৰ্দিয়া কী হবে  
মিছে আৱ?  
যাদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায়  
পিছে আৱ?  
কুঞ্জদুয়াৰে অবোধেৰ মতো  
রজনীপ্ৰভাতে বনে রূব কত!

এবারের মতো বস্তুত গত  
জীবনে।  
হায় যে রজনী যায় ফিরাইব তায়  
কেমনে।

১৬ আষাঢ় ১৩০০

## ভরা ভাদরে

নদী ভরা কলে কলে, খেতে ভরা ধান।  
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।  
কেতকী জলের ধারে  
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,  
নিরাকুল ফুলভারে  
বকুল-বাগান।  
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান।

বিলিমিলি করে পাতা, বিলিমিলি আলো  
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।  
কদম্ব গাছের সার,  
চিকন পল্লবে তার  
গন্ধে-ভরা অন্ধকার  
হয়েছে ঘোরালো।  
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো।

অস্তান উজ্জ্বল দিন, বংশিট অবসান।  
আমি ভাবিতেছি আজি কী করিব দান।  
মেঘবন্ধ থরে থরে  
উদাস বাতাস-ভরে  
নানা ঠাই ঘরে ঘরে  
ইতাশ-সমান।  
সাধ যায় আপনারে করি শতথান।

দিবস অবশ যেন হয়েছে আলসে।  
আমি ভাবি আর কেহ কী ভাবিছে বসে।  
তরুশাখে হেলাফেলা  
কামিনীফুলের মেলা,  
থেকে থেকে সারাবেলা  
পড়ে খসে খসে।  
কী বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে।

পাখির প্রমোদগানে পূর্ণ বনচত্তল।  
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল।

দোয়েল দৃলায়ে শাখা  
গাহিছে অম্বত্যাখা,  
নিছৃত পাতায় ঢাকা  
কপোতবৃগুল।  
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল।

২৭ আষাঢ় ১০০০

### প্রত্যাখ্যান

অমন দৈন-নয়নে তুমি  
চেয়ো না।  
অমন সুধা-করণ সুরে  
গেয়ো না।  
সকালবেলা সকল কাজে  
আসিতে যেতে পথের মাঝে  
আমার এই আঙিনা দিল্লে  
যেয়ো না।  
অমন দৈন-নয়নে তুমি  
চেয়ো না।

মনের কথা রেখেছি মনে  
যতনে,  
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই  
রতনে।  
তুচ্ছ অর্ডি, কিছু সে নয়,  
দৃঢ়চারি ফৌটা অশ্রুয়  
একটি শুধু শোর্ণত-রাঙা  
বেদনা।  
অমন দৈন-নয়নে তুমি  
চেয়ো না।

কাহার আশে দৃঢ়ায়ে কর  
হানিছ?  
না জানি তুমি কী মোরে মনে  
মানিছ!  
রয়েছি হেঢ়া লুকাতে লাজ,  
নাহিকো মোর রানীর সাজ,

পরিয়া আছি জৈর্ণচীর  
বাসনা।

অমন দৈন-নয়নে তুমি  
চেয়ো না।

কৌ ধন তুমি এনেছ ভার  
দৃহাতে।

অমন করি যেয়ো না ফেলি  
ধূলাতে।

এ খণ বাদি শৰ্থাতে চাই  
কৌ আছে হেন, কোথায় পাই—  
জনম-তরে বিকাতে হবে  
আপনা।

অমন দৈন-নয়নে তুমি  
চেয়ো না।

ভেবেছি মনে, ঘরের কোণে  
রাহিব।

গোপন দৃখ আপন বৃকে  
বাহিব।

কিসের লাগ করিব আশা,  
বালতে চাহি, নাহিকো ভাষা,  
রয়েছে সাধ, না জানি তার  
সাধনা।

অমন দৈন-নয়নে তুমি  
চেয়ো না।

মে সূর তুমি ভরেছ তব  
বাঁশতে

উহার সাথে আমি কি পারি  
গাহিতে।

গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান  
উচলি উঠে সকল প্রাণ,  
না মানে রোধ অতি অবোধ  
রোদন।

অমন দৈন-নয়নে তুমি  
চেয়ো না।

এসেছ তুমি গলায় মালা  
ধাঁরিয়া,  
নবীন বেশ, শোভন কৃষা  
পরিয়া।

হেথায় কোথা কনকথালা,  
কোথায় ফ্ল, কোথায় মালা—  
বাসরসেবা করিবে কে বা  
রচনা।  
অমন দীন-নয়নে তুমি  
চেয়ো না।

ভূলিয়া পথ এসেছ সখা,  
এ ঘরে।  
অন্ধকারে মালা-বদল  
কে করে।  
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভুঁয়ে  
একাকী আমি রয়েছ শুয়ে,  
নিবায়ে দীপ জীবননিশ  
যাপনা।  
অমন দীন-নয়নে আর  
চেয়ো না।

২৭ আগস্ট ১৩০০

### লজ্জা

আমার হৃদয় প্রাণ  
সকালি করেছি দান,  
কেবল শরমথানি রেখেছি।  
চাহিয়া নিজের পানে  
নির্ণাদিন সাবধানে  
স্যতন্মে আপনারে ঢেকেছি।

হে ব'ধ্, এ স্বচ্ছ বাস  
করে মোরে পরিহাস,  
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া—  
চাহিয়া অঁখির কোণে  
তুমি হাস মনে মনে,  
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া।

দক্ষিণ পবনভৱে  
অগ্নি উড়িয়া পড়ে  
কখন থে, নাহি পারি জাথিতে,  
পৃষ্ঠকব্যাকুল হিয়া  
অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,  
আবার চেতনা হয় চকিতে।

বন্ধ গ়েছে কৰি বাস  
বন্ধ যবে হয় শ্বাস  
আধেক বসনবন্ধ থুলিয়া  
বসি গিয়া বাতায়নে,  
সুখসন্ধ্যাসমীরণে  
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া।

পূর্ণচন্দ্ৰকৰৱাশি  
মুহূৰ্তুৰ পড়ে আসি  
এই নবযৌবনেৰ মুকুলে,  
অঙ্গ মোৰ ভালোবেসে  
চেকে দেয় মৃদৃ হেসে  
আপনার লাবণ্যেৰ দৃক্লে—

মুখে বক্ষে কেশপাশে  
ফিরে বায়ু খেলা-আশে,  
কুসুমেৰ গন্ধ ভাসে গগনে—  
হেনকালে তুমি এলে  
মনে হয় স্বপ্ন বালে,  
কিছু আৱ নাহি থাকে স্মরণে।

থাক, ব'ধু, দাও ছেড়ে,  
ওটুকু নিয়ো না কেড়ে,  
এ শৱম দাও মোৱে রাখতে—  
সকলেৰ অবশেষ  
এইটুকু লাজলেশ  
আপনারে আধুনিন ঢাকিতে।

ছলছল-দুনয়ান  
কৱিয়ো না অভিয়ান,  
আমিও যে কত নিশ কেঁদেছি,  
বুঝাতে পারি নে যেন  
সব দিয়ে তবু কেন  
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি—

কেন যে তোমাৰ কাছে  
একটু গোপন আছে,  
একটু রঁয়েছি মুখ হেলায়ে।  
এ নহে গো অবিশ্বাস—  
নহে স্থা, পরিহাস,  
নহে নহে ছলনাৰ খেলা এ।

বসন্তনিশ্চীথে বঁধু,  
লহো গন্ধ, লহো মধু,  
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।  
দিয়ো দোল আশেপাশে,  
কোয়ো কথা মৃদু ভাষে—  
শুধু এর বৃত্তকু রাখিয়ো।

সেটকুতে ভৱ করি  
এমন মাধুরী ধারি  
তোমা-পানে আছি আমি ফুটিয়া.  
এমন মোহনভঙ্গে  
আমার সকল অঙ্গে  
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া।

এমন সকল বেলা  
পবনে চপল খেলা,  
বসন্তকুসুম-মেলা দুর্ধারি।  
শূন বঁধু, শূন তবে  
সকলি তোমার হবে,  
কেবল শরম থাক আমারি।

২৮ আষাঢ় ১৩০০

### প্ৰস্কার

সেদিন বৰষা ঘৰৱৰ ঘৰে,  
কহিল কৰিব স্তৰী,  
'ৱাশি রাশি মিল কৰিয়াছ জড়ো,  
ৱচিতেছ বাসি পৰ্ণথ বড়ো বড়ো,  
মাথাৰ উপৱে বাড়ি পড়ো-পড়ো  
তাৰ খৈজ রাখ কি!  
গাঁথিছ ছল্দ দীৰ্ঘ হৃষ্ট—  
মাথা ও মুন্দ, ছাই ও ভুম;  
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,  
না মিলে শস্যকণ।  
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,  
নিশ্চিদিন ধৰে এ কী ছেলেখেলা,  
ভাৱতীৰে ছাড়ি ধৰো এইবেলা  
লক্ষ্মীৰ উপাসনা।  
ওগো ফেলে দাও পৰ্ণথ ও লেখনী,  
ষা কৰিতে হয় কৱহ এখনি।

এত শিখিয়াছ, এটকু শেখ নি  
 কিসে কড়ি আসে দৃটো !’  
 দেখি সে মূরতি সর্বনাশিয়া  
 কবির পরান উঠিল হাসিয়া,  
 পরিহাসছলে ঝষৎ হাসিয়া  
 কহে জড়ি করপুট—  
 ‘তয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,  
 লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে.  
 ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে  
 এ কথা শুনিবে কে বা।  
 আমার কপালে বিপরীত ফল,  
 চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,  
 ভারতী না থাকে থির এক পল  
 এত করি তাঁর সেবা।  
 তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল  
 স্বর্গে মর্ত্য ধূঁজতৈছি মিল,  
 আনন্দনা যান্দি হই এক তিল  
 অমানি সর্বনাশ !’  
 মনে মনে হাসি মুখ করি ভাব  
 কহে কবিজ্ঞায়া, ‘পারি নেকো আৱ,  
 ঘৰ-সংসার গেল ছারেখাৱ,  
 সব তাতে পরিহাস !’  
 এতেক বালিয়া বাঁকায়ে মুখানি  
 শিখিত করি কাঁকন দুর্ধানি  
 চণ্ণল করে অগুল টানি  
 রোষছলে যায় চলি।  
 হেরি সে ভুবন-গৱব-দৱন  
 অভিমানবেগে অধীর গমন,  
 উচাটন কবি কহিল, ‘অমন  
 যেয়ো না হসয় দলি।  
 ধৰা নাহি দিলে ধৰিব দু-পায়  
 কী করিতে হবে বলো সে উপায়,  
 ঘৰ ভাৱি দিব সোনায় রূপায়,  
 বুঁধি জোগাও তুমি।  
 একটকু ফাঁকা যেখানে যা পাই  
 তোমার মূরতি সেখানে চাপাই,  
 বুঁধিৰ চাষ কোনোখানে নাই—  
 সমস্ত মুরুভূমি !’  
 ‘হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়’  
 হাসিয়া রূষিয়া গহিণী ভনয়,  
 ‘হেমন বিনয় তেমনি প্ৰণয়  
 আমার কপালগুণে।



আপনার হাতে যতনে কষিয়া  
পরাইল কঢ়িবন্ধ।  
উক্ষীয় আৰ্নি মাথায় চড়ায়,  
কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,  
অঙ্গদ দৃঢ়ি বাহুতে পৱায়,  
কুণ্ডল দেয় কানে।  
অঙ্গে যতই চাপায় রতন  
কবি বসি থাকে ছবিৰ মতন,  
প্ৰেয়সীৰ নিজ হাতেৰ যতন  
সেও আজি হার মানে।  
এই মতে দৃঢ়ি প্ৰহৱ ধৰিয়া  
বেশভূষা সব সমাধা কৱিয়া  
গৃহিণী নিৰখে দৈৰ্ঘ সৱিয়া  
বাঁকায়ে মধুৰ গ্ৰীবা।  
হেৱিয়া কবিৰ গম্ভীৰ মৃৎ  
হৃদয়ে উপজে মহা কৌতুক,  
হাসি উঠি কহে ধৰিয়া চিবুক.  
‘আ মাৰি সেজেছ কিবা?’  
ধৰিল সমুখে আৱিশ আনিয়া,  
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,  
‘পুৱনীয়দেৱ পৱান হানিয়া  
ফিৰিয়া আসিবে আজি—  
তখন দাসীৰে ভুলো না গৱবে,  
এই উপকাৰ মনে রেখো তবে,  
মোৱেও এমান পৱাইতে হবে  
রতনভূষণৱাজি।’  
কোলেৱ উপৱে বসি, বাহুপাশে  
বাঁধিয়া কবিৱে সোহাগে সহাসে  
কপোল রাখিয়া কপোলেৱ পাশে  
কানে কানে কথা কয়।  
দেৰিতে দেৰিতে কবিৰ অধৱে  
হাসিমোৰ আৱ কিছুতে না ধৱে,  
মৃৎ হৃদয় গৱলিয়া আদৱে  
ফাটিয়া বাহিৰ হয়।  
কহে উচ্ছবিসি, ‘কিছু না মানিব,  
এমান মধুৰ শেলাক বাখানিব,  
ৱাজভান্ডাৱ টানিয়া আনিব  
ও রাঙা চৱণতমে।’  
বালতে বালতে বৰুক উঠে ফণি,  
উক্ষীয়-পৱা মস্তক তুলি  
পথে বাহিৱায় গৃহশ্বাব খুলি—  
দ্বৃত বাজগ্ৰহে চলে।

কবির রমণী কৃত্তলে ভাসে,  
তাড়াতাড়ি উঠি বাতাসনপাশে  
উর্দ্ধি মারি চায়, মনে মনে হাসে,  
কালো চোখে আলো নাচে।  
কহে মনে মনে বিপুল পুলকে,  
'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে  
এমনটি আর পাঁড়িল না চোখে  
আমার যেমন আছে।'

এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে  
নিমেয়ে নিমেয়ে আসিতেছে কমে,  
যথন পাঁশল ন্ম-আশ্রমে  
মারতে পাইলে বাঁচে।  
রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা  
গ্রহণীর মতো নহে তো তাহারা,  
সারি সারি দাঁড়ি করে দিশাহারা,  
হেথা কি আসিতে আছে!  
হেসে ভালোবেসে দুটো কথা কয়  
রাজসভাগ্রহ হেন ঠাই নয়,  
মন্ত্রী হইতে প্রার্থী মহাশয়  
সবে গম্ভীর মুখ।  
মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি  
ধরি আছে হেন যমের মুরতি,  
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি  
দমি যায় তার বুক।  
বাস মহারাজ মহেন্দ্র রায়  
মহোচ্চ গিরি-শিখরের প্রায়,  
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায়  
অচল অটল ছবি।  
কুপানির্বর্ণ পাঁড়িছে বরিয়া  
শত শত দেশ সরস করিয়া,  
সে মহা মহিমা নয়ন ভারিয়া  
চাহিয়া দেখিল কবি।  
বিচার সমাধা হল যবে, শেষে  
ইঙ্গত পেয়ে মঙ্গ-আদেশে  
জোড়করপুর্টে দাঁড়াইল এসে  
দেশের প্রধান চৱ।  
অতি সাধুমতো আকারপ্রকার,  
এক তিল নাহি মুখের বিকার,  
ব্যবসা যে তাঁর মানুষ-শিকার  
নাহি জানে কোনো নৱ।  
বৃত নানামতো সতত পালয়ে,

এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে  
ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে  
বিতরিছে যাকে তাকে।  
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে,  
কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে,  
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে  
সন্ধান তার রাখে।  
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণব-চূপে  
যখন সে আসি প্রগমিল ভূপে,  
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে  
কী করিল নিবেদন।  
অম্রিন আদেশ হইল রাজার,  
'দেহো এ'রে টাকা পশ্চ হাজার।'  
'সাধু সাধু' কহে সভার মাঝার  
যত সভাসদজন।  
পূর্ণক প্রকাশে সবার গাত্রে,  
'এ-যে দান ইহা যোগা পাত্রে,  
দেশের আবালবর্ণন্তা-মাত্রে  
ইথে না মানিবে দ্বেষ।'  
সাধু ন্যয়ে পড়ে নয়তাভরে,  
দৈর্ঘ্য সভাজন আহা আহা করে,  
মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে  
দৈর্ঘ্য হাসালেশ।  
আসে গৃটি গৃটি বৈয়াকরণ  
ধূলি-ভয়া দৃটি লইয়া চরণ  
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ  
পর্যব্য পদপঙ্কে।  
ললাটে বিলু বিলু ঘৰ,  
বাল-অঙ্গিত শিরিল চৰ,  
প্রথর মণ্ডি অগ্নিশম্র,  
ছাত মরে আতঙ্কে।  
কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না করে,  
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ করে,  
মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে  
চিবাইল যেন দাঁতে।  
কেহ তার নাহি বৰঞ্চে আগ্ৰাপছৰ,  
সবে বাস থাকে মাথা করি নিচু,  
রাজা বলে, 'এ'রে দৰ্শিণা কিছু  
দাও দৰ্শিণ হাতে।'  
তার পরে এল গনৎকার,  
গণনায় রাজা চমৎকার,  
টাকা ঝন্ট ঝন্ট ঝনৎকার

বাজায়ে সে গেল চলি।  
 আসে এক বৃড়া গণ্যমান্য  
 করপুটে লয়ে দ্রৰ্বাধান  
 রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান  
 ভৱিয়া দিলেন থলি।  
 আসে নট-ভাট রাজপুরোহিত,  
 কেহ একা কেহ শিষ্য-সহিত,  
 কারো বা মাথায় পার্গড়ি লোহিত,  
 কারো বা হরিবর্ণ।  
 আসে শিবজগৎ পরমারাধা,  
 কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ—  
 যার যথামতো পায় বরাদ্দ,  
 রাজা আজি দাতাকর্ণ।  
 যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,  
 কৰি কৰি করিবে ভাবে মনে মনে,  
 রাজা দেখে তারে সভাগ্রহকোণে  
 বিপদ্মুখচাব।  
 কহে ভূপ, ‘হোথা বসিয়া কে ওই,  
 এসো তো মল্লী, সম্মান লই।’  
 কৰি কৰি উঠে, ‘আমি কেহ নই,  
 আমি শুধু এক কৰি।’  
 রাজা কহে, ‘বটে, এসো তবে,  
 আজিকে কাবা-আলোচনা হবে।’  
 বসাইলা কাছে মহাগোরবে  
 ধৰি তার কর দৃঢ়ি।  
 মল্লী ভাবিল, ‘যাই এইবেলা,  
 এখন তো শুরু হবে ছেলেখেলা।’  
 কহে, ‘মহারাজ, কাজ আছে যেলা,  
 আদেশ পাইলে উঠি।’  
 রাজা শুধু মন্দ নাড়িলা হস্ত,  
 মৃপ-ইঁগিতে মহা তটস্থ  
 বাহির হইয়া গেল সমস্ত  
 সভাস্থ দলবল—  
 পাত্র মিশ্র অমাতা আদি,  
 অথর্ণ প্রাথর্ণ বাদী প্রতিবাদী,  
 উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি  
 বন্যার যেন জল।

চলি গেল যবে সভাসূজন,  
 মুখোমুখি কৰি বসিলা দৃজন,  
 রাজা বলে, ‘এবে কাব্যক্ষেত্র  
 আরম্ভ করো কৰি।’

কবি তবে দ্বাই কর জড়ভি বৃক্ষে  
বাণীবন্দনা করে নতমুখে,  
‘প্রকাশো জননী, নয়নসমুখে  
প্রসম মুখছবি।

বিমল মানসসরসবাসিনী,  
শুভ্রবসনা শুভহাসিনী,  
বীণাগাঞ্জিত মঞ্জুভাবিণী  
কমলকুঞ্জাসনা,  
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন  
সূর্যে গ্রহকোগে ধনমানহীন  
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন  
উদাসীন আনন্দনা।

চারির দিকে সবে বাঁটিয়া দুর্দান্তয়া  
আপন অংশ নিতেছে গুরুনয়া  
আমি তব স্নেহবচন শুরুনয়া  
পেয়েছি স্বরগসূর্ধা।

সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি,  
তবু মাঝে মাঝে কেবলে ওঠে প্রাণী,  
সূরের খাদ্যে জান তো মা বাণী,  
নরের মিটে না ক্ষুধা।

যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না,  
মা গো, একবার ঝংকারো বীণা,  
ধরহ রাগিণী বিশ্বলাবিনা  
অমৃত-উৎস-ধারা।

যে রাগিণী শুনি নিশ্চিদিনমান  
বিপুল হষ্টে দ্রব ভগবান  
মলিন মর্ত্য-মাঝে বহমান  
নিয়ত আস্থারা।

যে রাগিণী সদা গগন ছাঁপয়া  
হোমশিখা-সম উঠিছে কাঁপয়া,  
অনাদি অসীমে পাড়িছে ঝাঁপয়া,  
বিশ্বতন্ত্রী হতে।

যে রাগিণী চিরজন ধরিয়া  
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া,  
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া,  
ছুটে সহস্র স্নোতে।

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,  
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,  
বালুকার ‘পরে কালের বেলায়  
ছায়া-আলোকের খেলা !  
জগতের ঘত রাজা-মহারাজ,  
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,

সকালে ফুটিছে সূর্যদ্বিলাঙ্গ,  
টুটিছে সম্ম্যাবেলো।

শুধু তার মাঝে ধৰনিতেছে সূর্য  
বিপুল বহৎ গভীর মধুৱ,  
চিরাদিন তাহে আছে ভরপুর,  
মগন গগনতল।

যে জন শুনেছে সে অনাদি ধৰন  
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,  
জানে না আপনা, জানে না ধৰণী,  
সংসার-কোল্যাহল।

সে জন পাগল, পরান বিকল,  
ভবকল হতে ছাঁড়িয়া শিকল  
কেমনে এসেছে ছাঁড়িয়া সকল  
ঠেকেছে চরণে তব।

তোমার অমল কমলগন্ধ  
হৃদয়ে ঢাঁচে মহা আনন্দ,  
অপূর্ব গাঁত, অলোক ছন্দ  
শুনিছে নিত্য নব।  
বাজুক সে বীণা, মজুক ধৰণী,  
বারেকের তরে ভুলাও জননী,  
কে বড়ো কে ছোটো, কে দীন কে ধনী,  
কেবা আগে কেবা পিছে—

কার জয় হল কার পরাজয়,  
কাহার বৃংgh কার হল ক্ষয়,  
কেবা ভালো আৱ কেবা ভালো নয়,  
কে উপরে কেবা নিচে।

গাঁথা হয়ে যাক এক গাঁতৱে,  
ছোটো জগতের ছোটো-বড়ো সবে,  
সূর্যে পড়ে রবে পদপল্লবে,  
যেন মালা একখানি।

তৃষ্ণি মানসের মাঝখানে আসি  
দাঁড়াও মধুৱ মূরাতি বিকাশ,  
কুম্ববরন সূন্দর হাসি

বীণাহাতে বীণাপাণি।

ভাসিয়া চালিবে রঞ্জিশ্বীতারা  
সারি সারি যত মানবের ধারা  
অনাদিকালের পাখ যাহারা  
তব সংগীতস্ন্যাতে।  
দেখিতে পাইব বোঝে মহাকাল  
ছল্দে ছল্দে বাজাইছে তাল,  
দশ দিক্ৰধূ ধূলি কেশজ্বাল  
নাচে দশ দিক হতে।'

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি  
করুণ কথায় প্রকাশল ছবি  
পৃণাকাহিনী রঘুকুলরবি  
রাঘবের ইতিহাস।

অসহ দৃঢ় সহি নিরবাধ  
কেমনে জনম গিয়েছে দগ্ধধ,  
জীবনের শেষ দিবস অবধি  
অসীম নিরাশাস।

কাহিল, ‘বারেক ভাবি দেখো মনে  
সেই এক দিন কেটেছে কেমনে  
যেদিন মালিন বাকল-বসনে  
চালিলা বনের পথে,

ভাই লক্ষ্যণ বয়স নবীন,  
শ্লান ছায়া-সম বিষাদ-বিলীন  
নববধূ সীতা আভরণহীন  
উঠিলা বিদায়-রথে।

রাজপুরী-মাঝে উঠে হাহাকার,  
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার,  
এমন বজ্র কখনো কি আর  
পড়েছে এমন ঘরে।

অভিষেক হবে, উৎসবে তার  
আনন্দময় ছিল চারির ধার,  
মঙ্গলদীপ নির্বিয়া আঁধার  
শৃঙ্খ নিমেষের ঝড়ে।

আর-এক দিন, ভোবে দেখো মনে,  
যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্যণে  
ফিরিয়া নিভৃত কুটীর-ভবনে  
দেখিলা জানকী নাহি—

‘জানকী জানকী’ আর্ত রোদনে  
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,  
মহা অরণ্য আঁধার-আননে  
রহিল নীরবে চাহি।

তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,  
ভোবে দেখো কথা সেই দিবসের;  
এক বিষাদের এত বিরহের  
এত সাধনের ধন,

সেই সীতাদেবী রাজসভা-মাঝে  
বিদায়-বিনয়ে নামি রঘুরাজে,  
শিথু ধরাতলে অভিমানে লাজে  
হইলা অদর্শন।

সে-সকল দিন সেও চলে যায়;  
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়—

যায় নি তো এ'কে ধরণীর গায়  
 অসীম দৃশ্য রেখা।  
 শিথু ধরাভূমি জুড়েছে আবার,  
 দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,  
 সরঘন কুলে দুলে তগসার  
 প্রফুল্ল শ্যামলেখা।  
 শুধু সৌদনের একথানি সুর  
 চিরদিন ধরে বহু বহু দ্বর  
 কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর  
 মধুর করুণ তানে;  
 সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে  
 যে মহারাগণী আঁচল ধর্নিতে  
 আজিও সে গীত মহাসংগীতে  
 বাজে মানবের কানে।'  
 তার পরে কবি কহিল সে কথা,  
 কুরুপাণ্ডব-সমৱ-বারতা—  
 'গুর্হিবাদের ঘোর মন্ততা  
 ব্যাপিল সর্ব দেশ,  
 দুইটি যমজ তরু পাশপাশ,  
 ঘৰ্ষণে জুলে হৃতাশনরাশ,  
 মহাদাবানল ফেলে শেষে গ্রাস  
 অরণ্য-পরিকেশ।  
 এক গিরি হতে দুই স্নোত-পারা  
 দুইটি শৈর্ণ বিদ্বেষধারা  
 সরীসৃপগাতি মিলিল তাহারা  
 নিষ্ঠুর অভিমানে—  
 দেখিতে দেখিতে হল উপনীত  
 ভারতের যত ক্ষণ-শোণিত,  
 শাসিত ধরণী করিল ধর্নিত  
 প্রলয়বন্যা-গানে।  
 দেখিতে দেখিতে ভুবে গেল কুল,  
 আঘ ও পর হয়ে গেল ভুল,  
 গুহবন্ধন করি নির্মল  
 ছুটিল রক্তধারা,  
 ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,  
 বিশ্ব রাহিল নিশ্বাস রূধি,  
 কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি  
 নিবায়ে সূর্যতারা।  
 সময়বন্য যবে অবসান  
 সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,  
 মাজগুহ যত ভৃতল-শয়ান  
 পড়ে আছে ঠাই ঠাই—

ভীষণ শাল্ত রক্ষনয়নে  
 বসিয়া শোণিত-পঞ্চশয়নে,  
 চাহি ধরা-পানে আনত বয়নে  
 মৃথেতে বচন নাই।  
 বহুদিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,  
 মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,  
 সমাধা যজ্ঞ মহা নরমেধ  
 বিশ্বেষ-হৃতাশনে।  
 সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,  
 সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,  
 পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য  
 মৰ্গসিংহাসনে।  
 সত্ত্বে প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,  
 শমশান হইতে আসে হাহাকার,  
 রাজপুরবধূ যত অনাথার  
 মর্ম-বিদার রব।  
 ‘জয় জয় জয় পান্তুতনয়’  
 সারি সারি ম্বারী দাঁড়াইয়া কয়,  
 পরিহাস বলে আজি মনে হয়,  
 মিছে মনে হয় সব।  
 কালি যে ভারত সারাদিন ধৰি  
 অট্ট গরজে অম্বর ভরি  
 রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি  
 ছাঁড়ি কুলভয়লাজে,  
 পরাদিনে চিত্তাভস্ম মার্খয়া  
 সন্ধাসীবেশে অঙ্গ ঢাকিয়া  
 বিস একাকিনী শোকাট হিয়া  
 শূন্য শমশান-মাঝে।  
 কুরুপান্ডব মৃছে গেছে সব,  
 সে রণরঙ্গ হয়েছে নৈরব,  
 সে চিতাবাহি অতি বৈরব  
 তস্মও নাহি তার;  
 যে ভূঁয়ি লইয়া এত হানাহানি  
 সে আজি কাহার তাহাও না জানি,  
 কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী  
 চিহ নাহিকো আর।  
 তব কোথা হতে আসিছে সে স্বর—  
 যেন সে অমর সমর-সাগর  
 গ্রহণ করেছে নব কলেবর  
 একটি বিরাট গানে;  
 বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,  
 সফল আশার বিষাদ মহান,

উদাস শান্তি করিতেছে দান  
চিরমানবের প্রাণে।  
হায়, এ ধরার কত অনুষ্ঠ  
বরং বরবে শীত বসন্ত  
সুখে দুখে ভারি দিক্কদিগ্নত  
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি,  
এমনি বরং আজিকার মতো  
কর্তদিন কত হয়ে গেছে গত,  
নব মেষভারে গগন আনত  
ফেলেছে অশুরাশি।  
যদে যদে লোক গিয়েছে এসেছে  
দুর্ঘীরা কেঁদেছে, সুর্ঘীরা হেসেছে  
প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে  
আজি আমাদের মতো:  
তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান  
দু-হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান,  
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ,  
ভেসে ভেসে যায় কত।  
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে  
চেয়ে দৈখ আমি মৃত্ম নয়ানে;  
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে  
ভবে আসে অঁখজল—  
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,  
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,  
লক্ষ যন্গের সংগীতে মাথা  
সন্দর ধরাতল।  
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ  
চাহি মে করিতে বাদপ্রতিবাদ,  
যে কদিন আছি মানসের সাধ  
মিটাব আপন মনে;  
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,  
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,  
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই  
একটি নিছত কোণে।  
শুধু বাণিধান হাতে দাও তুলি,  
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,  
পৃষ্পের মতো সংগীতগুলি  
ফুটাই আকাশ-ভালো।  
অন্তর হতে আহরি বচন  
আনন্দলোক করি বিচতন,  
গীতরসধারা করি সিঞ্চন  
সংসার-খলিজালো।

ଅତି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ତର୍ଭିଷଥରେ  
 ଅସୀମ କାଳେର ମହାକଳରେ  
 ସତତ ବିଶ୍ଵାନିର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଘରେ  
     ବର୍ଷର ସଂଗୀତେ,  
 ସ୍ଵରତରଙ୍ଗ ସତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୀ  
 ଛୁଟିଛେ ଶୁଣୋ ଉଦ୍‌ଦେଶହାରା—  
 ମେଥା ହତେ ଟାନି ଲବ ଗୌତଥାରା  
     ଛୋଟୋ ଏହି ବାଞ୍ଚାରିତେ ।  
 ଧରଣୀର ଶ୍ୟାମ କରପୁଟ୍ଟିଥାନି  
 ଭାରି ଦିବ ଆମି ମେଇ ଗୀତ ଆନି,  
 ବାତମେ ମିଶାଯେ ଦିବ ଏକ ବାଣୀ  
     ମଧୁର-ଅର୍ଥ-ଭରା ।  
 ନବୀନ ଆଷାଢ଼େ ରାଠ ନବ ମାୟା  
 ଏକେ ଦିଯେ ଯାବ ସନତର ଛାୟା,  
 କରେ ଦିଯେ ଯାବ ବସନ୍ତକାଯା  
     ବାସନ୍ତିବାସ-ପରା ।  
 ଧରଣୀର ତଳେ, ଗଗନେର ଗାୟ,  
 ସାଗରେର ଜଳେ, ଅରଣ୍ୟ-ଛାୟ  
 ଆରେକଟ୍ଟୁଥାନି ନବୀନ ଆଭାୟ  
     ରଙ୍ଗିନ କରିଯା ଦିବ ।  
 ସଂସାର-ଶାଖେ ଦୁ-ଏକଟି ସ୍ଵର  
 ରେଖେ ଦିଯେ ଯାବ କରିଯା ମଧୁର,  
 ଦୁ-ଏକଟି କାଠା କରି ଦିବ ଦୂର—  
     ତାର ପରେ ଛୁଟି ନିବ ।  
 ସ୍ଵ-ଧାର୍ମ ଆରୋ ହବେ ଉତ୍ସବଳ,  
 ସ୍ଵ-ଦର ହବେ ନୟନେର ଜଳ,  
 ସ୍ନେହସ୍ଥାମାଖା ବାସଗୃହଳ  
     ଆରୋ ଆପନାର ହବେ ।  
 ପ୍ରେସ୍ରୀ ନାରୀର ନୟନେ ଅଧରେ  
 ଆରେକଟ୍ଟ ମଧୁ ଦିଯେ ଯାବ ଭରେ,  
 ଆରେକଟ୍ଟ ସ୍ନେହ ଶିଶ୍ମ-ମୁଖ-ପରେ  
     ଶିରିଶରେର ମତୋ ରବେ ।  
 ନା ପାରେ ବୁଝାତେ, ଆପନିନ ନା ବୁଝେ,  
 ମାନୁଷ ଫିରିଛେ କଥା ଖୁଜେ ଖୁଜେ,  
 କୋକିଳ ଯେମନ ପଞ୍ଚମେ କୁଜେ  
     ମାଗିଛେ ତେମନି ସ୍ଵର—  
 କିଛି ଘୁଚାଇବ ମେଇ ବାବୁଲତା,  
 କିଛି ମିଟାଇବ ପ୍ରକାଶେର ବ୍ୟଥା,  
 ବିଦାୟେର ଆଗେ ଦୁ-ଚାରିଟା କଥା  
     ରେଖେ ଯାବ ସ୍ଵ-ମଧୁର ।  
 ଥାକୋ ହୁଦାସନେ ଜନନୀ ଭାରତୀ,  
 ତୋମାରି ଚରଣେ ପ୍ରାଗେର ଆରାତି,

চাহি না চাহিতে আৱ কাৰো প্ৰতি,  
 রাখি না কাহারো আশা।  
 কত সুখ ছিল, হয়ে গেছে দুখ,  
 কত বন্ধব হয়েছে বিমুখ,  
 জ্ঞান হয়ে গেছে কত উৎসুক  
 উমুখ ভালোবাসা।  
 শুধু ও-চৱণ হৃদয়ে বিৱাজে,  
 শুধু ওই বৈগী চিৱাদিন বাজে,  
 স্নেহসূৰে ডাকে অন্তৱ-মাৰ্বে—  
 আয় রে বৎস, আয়,  
 ফেলে রেখে আয় হাসিকুলন,  
 ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,  
 হেথা ছায়া আছে চিৱনন্দন  
 চিৱবসন্ত বায়।  
 সেই ভালো মা গো, যাক যাহা যায়,  
 জন্মেৰ মতো বিৱন্দু তোমায়,  
 কমলগন্ধ কোমল দৃ-পায়  
 বাৱ বাৱ নমো নম।’  
 এত বলি কৰিব থামাইল গান,  
 বসিয়া রাহিল মুঢ নয়ান,  
 বাজিতে লাগিল হৃদয় পৱান  
 বৈগীবংকাৱ-সম।  
 পূৰ্ণকৰ্ত রাজা, আৰ্য ছলছল,  
 আসন ছাঁড়িয়া নামিলা ভূতল,  
 দৃ-বাহু বাঢ়ায়ে পৱান উত্তল  
 কৰিবৱে লইলা বুকে।  
 কহিলা, ‘ধনা, কৰিব গো, ধনা,  
 আনন্দে মন সমাচ্ছন,  
 তোমারে কৰ্ত আৰ্ম কৰিব অনা,  
 চিৱাদিন থাকো সুখে।  
 ভাৰিয়া না পাই কৰি দিব তোমারে,  
 কৰিৱ পৱিতোষ কোন্ত উপহাৱে,  
 যাহা কিছু আছে রাজভান্ডাৱে  
 সব দিতে পাৱি আন।’

প্ৰেমোচ্ছবিসত আনন্দ-জলে  
 ভাৰি দৃ-নয়ন কৰিব তাঁৰে বলে,  
 ‘কঠ হইতে দেহো মোৱ গলে  
 ওই ফৃলমালাখানি।’

মালা বাঁধি কেশে কৰিব যায় পথে,  
 কেহ শিবিকায়, কেহ ধায় রথে,

নানা দিকে লোক যায় নানা মতে  
 কাজের অন্বেষণে।  
 কৰি নিজ মনে ফিরিছে লুক্ষ,  
 যেন সে তাহার নয়ন মৃগ্ধ  
 কল্পধনের অমৃত-দুধ  
 দোহন করিছে মনে।  
 কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ,  
 সন্ধ্যার মতো পার রাঙা বাস,  
 বসি একাকিনী বাতায়ন-পাশ,  
 সূর্যহাস মুখে ফুটে।  
 কপোতের দল চারি দিকে ঘিরে  
 নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,  
 যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে  
 দিতেছে চপ্প-পুটে।  
 অঙ্গুলি তার চালিছে যেমন  
 কত কী যে কথা ভাবিতেছে মন,  
 হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন  
 সহসা কবিরে হেরি  
 বাহুধানি নাড়ি মৃদু ঝিনি ঝিনি  
 বাজাইয়া দিল কর্কিঞ্জিকণী,  
 হাসিজালধানি অতুলহাসিনী  
 ফেলিলা কবিরে ঘৰি।  
 কবির চিন্ত উঠে উল্লাস,  
 অতি সত্ত্ব সম্মুখে আসি  
 কহে কোতুকে মৃদু মৃদু হাসি,  
 'দেখো কী এনেছি বালা।'  
 নানা লোকে নানা পেয়েছে রত্ন,  
 আমি আনিয়াছি কারিয়া যতন  
 তোমার কঢ়ে দেবার মতন  
 রাজকন্তের মালা।'  
 এত বলি মালা শির হতে খুলি  
 প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি,  
 কবিনারী রোষে কর দিল ঠেলি,  
 ফিরায়ে রাহিল মুখ।  
 মিছে ছল করি মুখে করে রাগ,  
 মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,  
 গরবে ভারিয়া উঠে অনুরাগ,  
 হৃদয়ে উথলে সূর্য।  
 কবি ভাবে, 'বিধি অপ্রসম,  
 বিপদ আজিকে হেরি আসম।'  
 বসি থাকে মুখ করি বিষণ্ণ  
 শন্ত্যে নয়ন মেলি।

কবির মলনা আধখানি বেঁকে  
 চোর-কটাক্ষে ঢাহে থেকে থেকে,  
 পাতির মুখের ভাবখানা দেখে  
     মুখের বসন ফেল  
 উচ্চকষ্টে উঠিল হাসিয়া,  
 তুছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,  
 চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া  
     পাড়িল তাহার ঘুকে,  
 সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া,  
 কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া,  
 শত বার করি আপনি সাধিয়া  
     চুম্বিল তার মুখে।  
 বিস্মিত করি বিহুলপ্রায়,  
 আনন্দে কথা খুজিয়া না পায়—  
 মালাখানি লয়ে আপন গলায়  
     আদরে পরিলা সতী।  
 ভঙ্গি-আবেগে কবি ভাবে মনে  
 চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—  
 বাঁধা পশু এক মালা-বাঁধনে  
     লক্ষ্মী সরস্বতী।

সাহচর্যপুর  
 ১৩ অক্টোবর ১৩০০

### বসন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহো, অহি বসন্ধরে,  
 কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,  
 বিপুল অগ্নি-তলে। ওগো মা মন্ত্রযী,  
 তোমার ঘৃতিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;  
 দিম্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া  
 বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া  
 এ বক্ষপঞ্জির, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ  
 সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ  
 অন্ধ কারাগার, হিঙ্গেলিয়া, মর্মারিয়া,  
 কম্পিয়া, স্থালিয়া, বিকিরিয়া, বিছুরিয়া,  
 শিহরিয়া, সচাকিয়া আলোকে পুলকে  
 প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে  
 প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে; উত্তরে দক্ষিণে,  
 পূরবে পশ্চিমে; শৈবালে শাশ্বলে তৃণে

শাখায় বক্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া  
নিগড় জীবন-রসে; যাই পরিশয়া  
স্বর্ণশীর্ষে আনন্দিত শস্যক্ষেত্রতল  
অঙ্গুলির আলোলনে; নব পৃষ্ঠপদল  
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলৈখায়  
সুধাগন্ধে মথুরবন্দুভারে; নীলমায়  
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর  
তৌরে তৌরে করি ন্ত্য স্তৰ্য ধরণীর,  
অনন্ত ক঳োলগাঁতে; উর্লিসত রঙে  
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে  
দিক-দিগন্তে; শুভ উত্তরীয়প্রায়  
শৈলশঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়  
নিষ্কলঞ্চ নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে,  
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে ইচ্ছা গোপনে মনে  
উৎস-সম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার  
বহুকাল ধৈরে, হৃদয়ের চারি ধার  
কুম্ভ পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে  
উচ্চবল উচ্চায় মুক্ত উদার প্রবাহে  
সিংশৃতে তোমায়—ব্যাথিত সে বাসনারে  
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে  
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে  
অন্তর ভোদিয়া। বাস শুধু গহকোণে  
লুক্ষ চিস্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন,  
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ  
কৌতুহলবশে; আমি তাহাদের সনে  
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে  
কল্পনার জালে।

সুদুর্গম্য দ্বরদেশ--  
পথশূন্য তরশূন্য প্রান্তর অশেষ,  
মহাপিপাসার রংগভূমি; রৌদ্রালোকে  
জন্মন্ত বালুকারাশি সূচি বি'ধে চোখে;  
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয়া-পরে  
জন্মারুদ্রা বসুধুরা লুটাইছে পড়ে  
তপ্তদেহ, উক্ষবাস বহিজ্বলাময়,  
শুচককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।  
কতদিন গহপ্রান্তে বাসি বাতায়নে  
দ্বরদ্বারাক্তের দশ্য অৰ্কিয়াছি মনে  
চাহিয়া সমশ্বৰে; চারি দিকে শৈলমালা,  
মধ্যে নীল সরোবর নিষ্ঠতৰ্য নিরালা।

স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ; খণ্ড মেঘগণ  
মাতৃস্তনপানরত শিশুর গতন  
পড়ে আছে শিথুর আকাড়ি; হিমরেখা  
নীলগিরিশ্রেণী-পরে দূরে যায় দেখা  
দ্রিষ্টিরোধ করি, যেন নিশ্চল নিষেধ  
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভৈদ  
যোগমূল ধূজ্জীর তপোবন-স্বারে।  
মনে মনে শ্রাময়াছ দূর সিঞ্চনপারে  
মহামেরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধূরা  
অনন্তকুমারীত্বত, হিমবস্তুপরা,  
নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন;  
যেথা দৌর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন  
শুক্রশূন্য সংগীতবহীন; রাত্রি আসে,  
ঘূর্মাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে  
অনিমেষ জেগে থাকে নিম্নাতম্বাহত  
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।  
ন্তুন দেশের নাম যত পাঠ করি,  
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিন্ত অগ্রসরি  
সমন্বিত স্পর্শিতে চাহে—সমন্বের তটে  
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে  
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,  
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,  
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে  
সংকীর্ণ নদীটি চালি আসে কোনোমতে  
আঁকিয়া বাঁকিয়া; ইচ্ছা করে সে নিভৃত  
গিরিক্ষেত্রে সুখাসীন উর্মিমৃথরিত  
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি  
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি  
যেখানে যা-কিছু আছে; নদীস্নোতোনীরে  
আপনারে গলাইয়া দৃই তীরে তীরে  
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান  
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান  
দিবসে নিশীথে; প্রথিবীর মাঝখানে  
উদয়সমুদ্র হতে অস্তিসন্ধি-পানে  
প্রসারিয়া আপনারে, তুঙ্গ গিরিরাজি  
আপনার সুদৃশ্য রহস্যে বিরাজি,  
কঠিন পাষাণক্ষেত্রে তীব্র হিমবায়ে  
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে  
নব নব জাঁতি। ইচ্ছা করে মনে মনে,  
স্বজ্ঞাতি হইয়া থাকি সর্বজ্ঞেকসনে  
দেশে দেশাস্তরে; উচ্চাদৃশ্য করি পান  
মর্তে মানুষ হই আৱৰ-সম্ভান

দুর্দম স্মাধীন ; তিন্ততের গিরিতটে  
 নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী-মাঝে, বৌশ্বমঠে  
 করি বিচরণ। মাঙ্কাপাইয়ী পারসিক  
 গোলাপকাননবাসী, তাতার নিভীক  
 অশ্বারূচ, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,  
 প্রবীণ প্রাচীন চৈন নিশাদিনয়ান  
 কর্ম-অনুরত— সকলের ঘরে ঘরে  
 জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা ক'রে।  
 অরূপ্ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নৃন বর্বরতা—  
 নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি সাধু প্রথা,  
 নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,  
 নাহি কিছু শিখাস্বন্দর, নাহি ঘর পর,  
 উন্মুক্ত জীবনস্নেহে বহে দিনরাত  
 সম্ভব্যে আঘাত করি সহিয়া আঘাত  
 অকাতরে; পরিতাপ-জর্জ'র পরানে  
 বৃথা ক্ষেত্রে নাহি চায় অতীতের পানে,  
 তাৰিষাং নাহি হেরে মিথ্যা দ্বৱাশায়—  
 বৰ্তমান-তরঙ্গের চড়ায় চড়ায়  
 ন্ত্য ক'রে চলে শায় আবেগে উল্লাস—  
 উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সেও ভালোবাস;  
 ক'ত বার ইচ্ছা ক'রে সেই প্রাণঝড়ে  
 ছুটিয়া চালয়া যাই পূর্ণপালভরে  
 লঘু তরী-সম।

হিংস্র ব্যাঘ্ন অটবীর—  
 আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর  
 বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তাঙ্গভুল  
 অরণ্যমেঘের তলে প্রচন্দ-অনল  
 বঞ্জের মতন, রূদ্র মেঘমন্দু স্বরে  
 পড়ে আসি অতক্রিত শিকারের 'পরে  
 বিদ্যুতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা.  
 হিংসাতীষ্ঠ সে আনন্দ, সে দ্রুত গরিমা,  
 ইচ্ছা ক'রে একবার লাভি তার স্বাদ।  
 ইচ্ছা ক'রে বার বার ঘিটাইতে সাধ  
 পান করি বিশ্বের সকল পাত হতে  
 আনন্দমাদিবাধারা নব নব স্নোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা-পানে চেয়ে  
 ক'ত বার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে  
 প্রকাণ্ড উল্লাসভরে; ইচ্ছা ক'রিয়াছে  
 সবলে আকাঙ্ক্ষি ধৰি এ বক্ষের কাছে

সম্মুখেখলাপরা তব কঠিদেশ ;  
 প্রভাত-রৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ  
 ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূখরে  
 কম্পমান পন্থবের হিঙ্গেলের 'পরে  
 করি ন্ত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন  
 প্রত্যেক কুস্মকলি, করি' আলিঙ্গন  
 সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি.  
 প্রত্যেক তরঙ্গ-'পরে সারাদিন দুর্লি�'  
 আনন্দ-দোলায়। রজনীতে ছুপে ছুপে  
 নিঃশব্দ চরণে, বিশ্ববাপী নিদ্রারপে  
 তোমার সমস্ত পশ্চপক্ষীর নয়নে  
 অঙ্গুলি বুলায়ে দই, শয়নে শয়নে  
 নীড়ে নীড়ে গহে গহে গহায় গহায়  
 করিয়া প্রবেশ, বহুৎ অগ্নিপ্রায়  
 আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি  
 সুস্মিন্দ আধারে।

আমার প্রথিবী তুমি

বহু বরষের, তোমার মৃত্যুকাসনে  
 আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে  
 অশ্রাক্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ  
 সর্বভূমিতে, অসংখ্য রজনীদিন  
 যদ্য গ্রান্তির ধৰি আমার মাঝারে  
 উঠিয়াছে তৃণ তব, পৃষ্ঠ ভারে ভারে  
 ফুটিয়াছে, বৰ্ষণ করেছে তরুরাজি  
 পত্রফুলফল গম্ভরেণ। তাই আজি  
 কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী  
 পচ্চাত্তীরে, সম্মুখে মেঁগিয়া মৃদ্ধ আঁখি  
 সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি  
 তোমার মৃত্যুকা-মাঝে কেমনে শিহরি  
 উঠিতেছে তৃণাঞ্চুর, তোমার অক্তরে  
 কী জীবন-রসধারা অহনীশি ধরে  
 করিতেছে সপ্তরণ, কুস্মমুকুল  
 কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল  
 সূন্দর বৃক্ষের মুখে, নব রোদ্বালোকে  
 তরুলতাত্ত্বগুলি কী গৃঢ় পুলকে  
 কী মৃঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া—  
 মাত্স্তনপানপ্রাপ্ত পরিত্পত্তি-হিয়া  
 সুস্মৃতহাস্যাম্ভ শিশুর মতন।  
 তাই আজি কোনো দিন—শরৎ-করণ  
 পড়ে যবে পক্ষণীর্ষ স্বর্গক্ষেত্র-'পরে,  
 নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে

আলোকে ঝির্কিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,  
 মনে পড়ে বৰ্দ্ধি সেই দিবসের কথা  
 মন ঘৰে ছিল মোৰ সৰ্বব্যাপী হয়ে  
 জলে স্থলে, অৱগেৰ পল্লবান্তৱেয়ে।  
 আকাশেৰ নৌলিমায়। ডাকে যেন মোৱে  
 অব্যক্ত আহৰণৱে শত বার কৱে  
 সমস্ত ভূবন; সে বিচিত্ৰ সে বহুৎ  
 খেলাঘৰ হতে, মিৰ্ণত মৰ্ম'ৱৎ  
 শুনিবাবে পাই যেন চিৰদিনকাৰ  
 সঙ্গীদেৱ লক্ষ্মীবিধি আনন্দ-খেলার  
 পৰিৱিচিত রব। সেথায় ফিৰায়ে লহো  
 মোৱে আৱবাৰ; দূৰ কৱো সে বিৱহ  
 যে বিৱহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে  
 হেৱিৰ ঘবে সম্ভুখেতে সন্ধ্যাৰ কিৱণে  
 বিশাল প্রান্তৱ, ঘবে ফিৱে গাভীগুলি  
 দূৰ গোষ্ঠে— মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,  
 তৱ্ৰমেৰা গ্ৰাম হতে উঠে ধূমলেখা  
 সন্ধ্যাকাশে; ঘবে চন্দ্ৰ দূৰে দেয় দেখা  
 শ্রান্ত পৰিকেৱ মতো অতি ধীৱে ধীৱে  
 নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকাৰ তীৰে,  
 মনে হয় আপনাৰে একাকী প্ৰবাসী  
 নিৰ্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি  
 সমস্ত বাহিৱাখানি লইতে অৰ্ততৈ—  
 এ আকাশ, এ ধৱণী, এই নদী-'পৱে  
 শুভ্ৰ শান্ত সুস্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি  
 পাৰি পৱণিতে, শুধু শন্ম্যো থাকি চাহি  
 বিষাদব্যাকুল। আমাৱে ফিৱায়ে লহো  
 সেই সৰ্ব-মাৰ্বে, যেথা হতে আহৱহ  
 অস্কুৱিছে মুকুলিছে মুঞ্জুৱিছে প্ৰাণ  
 শতেক সহস্ৰৱপে, গুঞ্জুৱিছে গান  
 শতলক্ষ সূৱে, উচ্ছৰ্বসি উঠিছে নত্য  
 অসংখ্য ভঙ্গিতে, প্ৰবাহি যেতেছে চিন্ত  
 ভাবস্নোতে, ছিদ্ৰে ছিদ্ৰে বাজিতেছে বেণু,  
 দৰ্ঢায়ে রয়েছে তুমি শ্যাম কল্পধেনু,  
 তোমাৱে সহস্ৰ দিকে কৱিছে দোহন  
 তৱ্ৰলতা পশু-পক্ষী কত অগণন  
 ত্ৰষ্টত পৱানি ঘত, আনন্দেৱ রস  
 কত রূপে হতেছে বৰ্ষণ, দিক দশ  
 ধৰ্মনছে ক঳োলগাঁতে। নিখিলেৱ সেই  
 বিচিত্ৰ আনন্দ ঘত এক মুহূৰ্তেই  
 একত্ৰে কৱিব আস্বাদন, এক হয়ে  
 সকলেৱ সনে। আমাৱ আনন্দ সয়ে

হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার,  
 প্রভাত-আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার  
 নবীন কিরণকম্প? মোর মৃদু ভাবে  
 আকাশ ধরণীতঙ্গ আঁকা হয়ে থাবে  
 হৃদয়ের রঙে—যা দেখে কবির মনে  
 জাগিবে কবিতা, প্রেমকের দুন্যানে  
 লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে  
 সহসা আসিবে গান। সহস্রের সূর্যে  
 রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার  
 হে বসুধে, জীবস্তোত কত বারংবার  
 তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে  
 গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্যুকাসনে  
 মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে  
 কত মেথা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে  
 ব্যাকুল প্রাণের আলগন, তারি সনে  
 আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে  
 তোমার অগুলখানি দিব রাঙাইয়া  
 সজীব বরনে; আমার সকল দিয়া  
 সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান  
 পাবে না কি শুনিবারে কোনো মৃদু কান  
 নদীকল হতে? উষালোকে মোর হাসি  
 পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী  
 নিদ্রা হতে উঠি? আজ শতবর্ষ' পরে  
 এ সূন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে  
 কাঁপবে না আমার পরান? ঘরে ঘরে  
 কত শত নরনারী চিরকাল ধরে  
 পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে  
 কিছু কি রব না আর্থ? আসিব না নেমে  
 তাদের মৃদের 'পরে হাসির ঘতন,  
 তাদের সর্বাঙ্গ-মাঝে সরস ঘোবন,  
 তাদের বসন্তদিনে অক্ষমাৎ সূর্য.  
 তাদের মনের কোণে নবীন উচ্চু থ  
 প্রেমের অঙ্কুররূপে? ছেড়ে দিবে তুমি  
 আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,  
 যুগ্মযুগ্মান্তের মহা মৃত্যুকা-বন্ধন  
 সহসা কি ছিঁড়ে থাবে? কারিব গমন  
 ছাড়ি লক্ষ বরষের দ্বিমুখ ক্লোড়খানি?  
 চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি  
 এই সব তরু লতা গিরি নদী বন,  
 এই চিরদিবসের সূনীল গগন,  
 এ জীবনপরিপূর্ণ' উদার সমীর,  
 জাগরণপূর্ণ' আলো, সমস্ত প্রাণীর

অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ ?  
 ফিরিব তোমারে ধিরি, করিব বিরাজ  
 তোমার আঞ্চল্য-মাঝে ; কীট পশু পাঁখ  
 তরু গুল্ম লতা রূপে বারংবার ডাকি  
 আমারে লইবে তব প্রাণত্পত্তি বৃক্কে ;  
 যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে  
 মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা  
 শত লক্ষ আনন্দের স্তনারসসুধা  
 নিঃশেষে নির্বিড় দ্বেহে করাইয়া পান।  
 তার পরে ধরিত্রীর যুবক সৃতান  
 বাহিরিব জগতের মহাদেশ-মাঝে  
 অতি দ্ব্র দ্বরান্তরে জ্যোতিষ্ঠসমাজে  
 সুদুর্গম পথে। এখনো মিটে নি আশা,  
 এখনো তোমার স্তন-অম্বত-পিপাসা  
 মুখেতে রয়েছে লাগ, তোমার আনন  
 এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,  
 এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,  
 সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ  
 বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,  
 এখনো তোমার বৃক্কে আছি শিশুপ্রায়  
 মুখ্যানে চেয়ে। জননী, লহো গো মোরে  
 সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধরে  
 আমারে করিয়া লহো তোমার বৃক্কের,  
 তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের  
 উৎস উঠিতেছে যেথো, সে গোপন পূরে  
 আমারে লইয়া যাও—রাখিয়ো না দ্বৰে।

২৬ কার্টৰক ১৩০০

## মায়াবাদ

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরিজীর্ণ জয়া,  
 বহি বিজ্ঞতার বোধা, ভাবিতেছ মনে  
 ঈশ্বরের প্রবণনা পাঁড়িয়াছে ধরা  
 সুচতুর সুক্ষ্মদ্রষ্টি তোমার নয়নে !  
 লয়ে কুশাঙ্কুর বৃদ্ধি শাশ্বত প্রথরা  
 কর্মহীন রাণীদিন বাস গ্রহকোণে  
 মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব-বসন্তরা  
 গ্রহতারাময় সংষ্টি অনন্ত গগনে।  
 যুগ্ম-গান্তর ধরে পশু পক্ষী প্রাণী  
 অচল নির্ভরে হেঢ়া নিতেছে নিশ্বাস

বিধাতার জগতেরে মাতৃকোড় মানি;  
 তুমি ব্যৰ্থ কিছুরেই কর না বিশ্বাস !  
 লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা  
 তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলেখেলা ।

### খেলা

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে  
 আনন্দকঙ্গলাকুল নির্ধলের সনে ।  
 সব ছেড়ে মৌনী হয়ে কোথা বসে রবে  
 আপনার অন্তরের অর্থকার কোণে !  
 জেনো মনে শিশু তুমি এ বিপুল ভবে  
 অনন্ত কালের কোলে, গগনপ্রাণগে—  
 যত জান মনে কর কিছুই জান না ।  
 বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি  
 বর্ণগন্ধগাঁত্ময় যে মহা-খেলনা  
 তোমারে দিয়াছে মাতা : হয় যদি ধ্বলি  
 হোক ধ্বলি, এ ধ্বলির কোথায় তুলনা !  
 খেকো না অকালব্যৰ্থ বসিয়া একেলা—  
 কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা !

### বন্ধন

বন্ধন ? বন্ধন বটে, সর্কালি বন্ধন  
 সেহে প্রেম সূর্যতৎক্ষা ; সে যে মাতৃপাণি  
 স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,  
 নব নব রসস্তোতে পূর্ণ করি মন  
 সদা করাইছে পান । স্তনের পিপাসা  
 কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমূখে—  
 তের্মানি সহজ তৎক্ষা আশা ভালোবাসা  
 সমস্ত বিশ্বের রস কত সূর্যে দৃষ্টে  
 করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে  
 প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে জনমে  
 দুর্লভ জীবন : পল্লে পল্লে নব আশ  
 নিয়ে যায় নব নব আশ্বাদে আশ্রয়ে ।  
 স্তনাত্মকা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ  
 ছিম করিবারে চাস কোন্ ঘৃতিভ্রমে !

## ଗାଁତ

ଜାନି ଆମି ସୁଖେ ଦୃଃଖେ ହାସି ଓ କ୍ଳଦନେ  
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜୀବନ, କଠୋର ବନ୍ଧନେ  
କ୍ଷତିଚିହ୍ନ ପଡ଼େ ଯାଇ ଗ୍ରନ୍ଥିତେ ଗ୍ରନ୍ଥିତେ,  
ଜାନି ଆମି ସଂସାରେ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଥିତେ  
କାରୋ ଭାଗୋ ସୁଧା ଓଠେ, କାରୋ ଇଲାହଳ ।  
ଜାନି ନା କେନ ଏ ସବ, କୋନ୍ ଫଲାଫଳ  
ଆଛେ ଏହି ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ କର୍ମଶ୍ଵରଙ୍ଗଳାର ।  
ଜାନି ନା କୀ ହବେ ପରେ, ସବଇ ଅନ୍ଧକାର  
ଆଦି ଅନ୍ତ ଏ ସଂସାର— ନିର୍ଖଳ ଦୃଃଖେର  
ଅନ୍ତ ଆଛେ କି ନା ଆଛେ, ସୁଖ-ବ୍ୟକ୍ତକେର  
ମିଟେ କି ନା ଚିର-ଆଶା । ପଞ୍ଚତର ମାରେ  
ଚାହି ନା ଏ ଜନମରହସ୍ୟ ଜାନିବାରେ ।  
ଚାହି ନା ଛିର୍ଭିତେ ଏକା ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଡୋର,  
ଲକ୍ଷ କୋଟି ପ୍ରାଣୀ-ସାଥେ ଏକ ଗାଁତ ମୋର ।

## ମୂର୍ତ୍ତି

ଚକ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ମନ ସବ ରୂପିତ କରି,  
ବିମୁଖ ହଇୟା ସର୍ବ ଜଗତେର ପାନେ,  
ଶୁଦ୍ଧ ଆପନାର କ୍ଷଦ୍ର ଆସ୍ତାଟିରେ ଧରି  
ମୂର୍ତ୍ତି-ଆଶେ ସନ୍ତାରିବ କୋଥାୟ କେ ଜାନେ ।  
ପାଶ୍ଵ ଦିଯେ ଭେସେ ଯାବେ ବିଶ୍ଵମହାତରୀ  
ଅମ୍ବର ଆକୁଳ କରି ଯାହୀଦେର ଗାନେ,  
ଶୁଦ୍ଧ କିରଗେର ପାଲେ ଦଶ ଦିକ ଭାରି  
ବିଚିତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ପରାନେ ।  
ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେ ଯାବେ ଦୂର ହତେ ଦୂରେ  
ଅର୍ଥାଳେ କ୍ଳଦନ-ହାସି ଆଧାର-ଆଲୋକ,  
ବହେ ଯାବେ ଶନ୍ୟପଥେ ସକର୍ଣ୍ଣ ସୁରେ  
ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍-ଭରା ଯତ ଦୃଃଖ୍ୟଶୋକ ।  
ବିଶ୍ଵ ସଦି ଚଲେ ଯାଇ କର୍ମିତେ କର୍ମିତେ  
ଆମି ଏକା ବସେ ରବ ମୂର୍ତ୍ତି-ସମାଧିତେ ?

## ଅକ୍ଷମା

ଯେଥାନେ ଏସୋଛି ଆମି, ଆମି ସେଥାକାର,  
ଦୀର୍ଘ ସମ୍ଭାନ ଆମି ଦୀନ ଧରଣୀର ।  
ଜନ୍ମାବଧି ସା ପେଯୋଛି ସୁଖ-ଦୃଃଖ୍ୟଭାର  
ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ସଲେ ତାଇ କରିଯାଛି ମ୍ରିର ।

অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে,  
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মণ্ডয়ী।  
সকলের মুখে অম্ব চাহিস জোগাতে,  
পারিস নে কত বার—কই অম্ব কই  
কাদে তোর সম্মানেরা স্লান শূক মুখ।  
জানি মা গো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সূর্য,  
যা-কিছু গাড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে ঘায়,  
সব-তাতে হাত দেয় মত্ত্য সর্বভুক,  
সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়  
তা বলে কি ছেড়ে ঘাব তোর তপ্ত বৃক !

### দরিদ্রা

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি  
হে ধরণী, সেনহ তোর বেশি ভালো লাগে,  
বেদনাকাতের মুখে সকরণ হাসি,  
দেখে মোর মর্ম-মাখে বড়ে বাথা জাগে।  
আপনার বক্ষ হতে রস রক্ত নিয়ে  
প্রাণটুকু দিয়েছিস সম্মানের দেহে,  
অহিনীশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে,  
অম্বত নারিস দিতে প্রাণপণ সেনেহে।  
কত ঘৃণ হতে তুই বর্ণগন্ধগাঁতে  
সংজ্ঞ করিতেছিস আনন্দ-আবাস,  
আজও শেষ নাই হল দিবসে নিশ্চীথে—  
স্বর্গ নাই, রচেছিস স্বর্গের আভাস।  
তাই তোর মুখখানি বিষাদ-কোমল,  
সকল সৌন্দর্যে তোর ভরা অশ্রুজল।

### আত্মসমর্পণ

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সূর  
যাহা জানি দু-একটি প্রীতি-সুরধূর  
অন্তরের ছিদ্রোগাথা : দুঃখের ক্রন্দনে  
বাজিবে আমার কষ্ট বিষাদবিধূর  
তোমার কষ্টের সনে ; কুসূমে চম্পনে  
তোমারে প্রজিব আমি : পরাব সিদ্ধুর  
তোমার সীমান্তে ভালে : বিচিত্র বর্ণনে  
তোমারে বর্ণিব আমি, প্রমোদসিদ্ধুর  
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।  
মানব-আম্যার গর্ব আর নাই যোর,

চেয়ে তোর স্মিথশ্যাম মাতৃমুখ-পানে  
 ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।  
 জল্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে  
 ছুটিব না স্বর্গ আর মৃত্তি খুজিবারে।

৫ অগহস্ত্য ১৩০০

### আচল স্মৃতি

আমার হন্দয়ভূষি-মাঝখানে  
 জাঁগয়া রয়েছে নির্তি  
 আচল ধবল শৈলসমান  
 একটি আচল স্মৃতি।  
 প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি  
 সে নীরব হিমগিরি  
 আমার দিবস আমার রজনী  
 আসিছে যেতেছে ফিরি।

যেখানে চরণ রেখছে, সে মোর  
 মর্ম গভীরতম,  
 উন্মত শির রয়েছে তুলিয়া  
 সকল উচ্চে মম।  
 মোর কল্পনা শত  
 রঙিন মেঘের মতো  
 তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে  
 সোহাগে হতেছে নত।

আমার শ্যামল তরুলতাগুলি  
 ফুলপল্লবভারে  
 সরস কোমল বাহুবেষ্টনে  
 বাঁধিতে চাহিছে তারে।  
 শিখর গগন-লীন  
 দুর্গম জনহীন,  
 বাসনা-বিহু একেজা সেথায়  
 ধাইছে রাণীদিন।

চাঁরি দিকে তার কত আসা-যাওয়া  
 কত গীত কত কথা,  
 মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন  
 নিশ্চল নীরবতা।

দ্বিতীয়ে গেলে তবু, একা  
সে শিখের ঘায় দেখা,  
চিন্তগগনে আঁকা থাকে তার  
নিতা-নীহার-রেখা।

উড়ফৌলড়। সিমলা  
১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০

### কণ্টকের কথা

একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে  
গাহিছে পার্থ,  
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে  
কুসূমে ডাকি—  
তৃষ্ণ তো কোমল বিলাসী কমল,  
দুলায় বায়ু,  
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে  
ফুরায় আয়ু;  
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,  
ও পাশে পুরন পরিমল-চোর,  
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর  
আদর দেখে।  
আহা মারি মারি কী রঙিন বেশ,  
সোহাগহাসির নাহি আর শেষ,  
সারাবেলা ধৰি রসালসাবেশ  
গন্ধ মেখে।  
হায় কাদিনের আদর-সোহাগ  
সাধের খেলা,  
মলিত মাধুরী, রঙিন বিলাস,  
মধুপ-মেলা।

ওগো নাহি আৰ্য তোদের মতন  
সুখের প্রাণী,  
হাব ভাব হাস, নানারঙ্গ বাস  
নাহিকো জানি।  
রয়েছ নম, জগতে লগন  
আপন বলে;  
কে পারে তাড়াতে, আমারে মাড়াতে  
ধৰণীতলে।  
তোদের মতন নাহি নিমেষের,  
আৰ্য এ নিখলে চিৰদিবসের,

ব্ৰহ্ম-বাদল ঘড়-বাতাসেৱ  
না রাখি ভয়।  
সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন,  
কারো কাছে কোনো নাহি প্ৰেম-খণ্ড,  
চাটুগান শূনি সারা নিৰ্ণদিন  
কৰি না কৃষ।  
আসিবে তো শীত, বিহঙ্গগীত  
যাইবে থামি,  
ফ্ৰলপত্তিৰ ঝৱে যাবে সব,  
ৱহিব আমি।

চেয়ে দেখো মোৰে, কোনো বাহুলা  
কোথাও নাই,  
স্পষ্ট সকলি, আমাৰ মণি  
জানে সবাই।  
এ ভীৱু জগতে যার কাঠিনা  
জগৎ তাৰি।  
নথেৱ আঁচড়ে আপন চিহ্ন  
ৱাখিতে পাৰি।  
কেহ জগতেৱ চামৰ ঢালায়,  
চৱণে কোমল হস্ত বুলায়,  
নতুনতকে লুটায়ে ধূলায়  
প্ৰণাম কৰে।  
ভুলাইতে মন কত কৰে ছল—  
কাহারো বৰ্ণ, কারো পৰিমল,  
বিফল বাসৱসজ্জা, কেবল  
দুদিন-তৰে।  
কিছুই কৰি না, নীৱৰে দাঁড়ায়ে  
তুলিয়া শিৱ  
বিধিয়া রয়েছি অন্তৱ-মাকে  
এ পঁথিবীৱ।

আমাৰে তোমৰা চাহ না চাহিতে  
চোখেৱ কোশে,  
গৱবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া  
আপন মনে।  
আছে তব মধু, থাক্ সে তোমাৰ,  
আমাৰ নাহি।  
আছে তব রংপ—মোৰ পানে কেহ  
দেখে না চাহি।

কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,  
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,  
আমারি হস্ত রিষ্ট কেবল  
দিবসথামী।

ওহে তরু, তৃষ্ণি ব্ৰহ্ম প্ৰবীণ,  
আমাদেৱ প্ৰতি অৰ্ত উদাসীন,  
আমি বড়ো নহি, আমি ছায়াহীন,  
ক্ষণ্ঠি আমি।

হই না ক্ষণ্ঠি, তবুও রূপ  
ভীষণ ভয়,  
আমাৱ দৈন্য সে মোৱ সৈন্য,  
তাহাৱি জয়।'

২১ কাৰ্ত্তিক ১৩০০

### নিৰূপদেশ যাত্ৰা

আৱ কত দূৰে নিয়ে যাবে মোৱে  
হে সন্দৰ্ভী?  
বলো কোন্ পার ভিড়বে তোমাৱ  
সোনাৱ তৰী।  
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,  
তৃষ্ণি হাস শুধু, মধুৱহাসিনী.  
ব্ৰহ্মতে না পাৰি, কী জানি কী আছে  
তোমাৱ মনে।  
নীৱবে দেখো অঙ্গুলি তুলি  
অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুল,  
দূৰে পশ্চমে ডুবিছে তপন  
গগনকোণে।  
কী আছে হোথায়—চলেছি কিসেৱ  
অব্যৱশণে?

বলো দেখি মোৱে, শুধাই তোমাৱ  
অপৰিচিতা—  
ওই ষেথা জৰলে সম্যাৱ কলে  
দিনেৱ চিতা,  
ঘালিতেছে জল তৱল অনল,  
গালিয়া পড়িছে অন্ধৱতল,  
দিক্ৰথ যেন ছলছল-আৰ্থ  
অগ্ৰজলে,  
হোথায় কি আছে আলয় তোমাৱ  
উমিৰ্মলখৰ সাগৱেৱ পাৱ,

মেঘচূম্বিত অস্তগিরির  
চরণতলে ?  
তুমি হাস শৃঙ্খল মুখপানে চেয়ে  
কথা না বলে।

হ্যন্ত করে বায়ু ফেলিছে সতত  
দীর্ঘবাস।

অন্ধ আবেগে করে গর্জন  
জলোচ্ছবাস।

সংশয়ময় ঘননীল নীর,  
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হৈরি তীর,  
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া  
দূলিছে যেন।

তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,  
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,  
তারি মাঝে বাস এ নীরের হাস  
হাসিছ কেন ?

আর্মি তো বৰ্ধন না কী লাগ তোমার  
বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি  
'কে যাবে সাথে'  
চাহিন্ত বারেক তোমার নয়নে  
নবীন প্রাতে।

দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর  
পশ্চিম-পানে অসীম সাগর,  
চগ্নি আলো আশার মতন  
কাঁপছে জলে।

তরীতে উঠিয়া শৃঙ্খল তখন  
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,  
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়  
সোনার ফলে ?

মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল  
কথা না বলে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,  
কখনো রবি,  
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো  
শান্ত ছৰ্ব।

বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,  
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,  
পশ্চিমে হৈরি নামিছে তপন  
অস্তাচলে।

এখন বারেক শুধাই তোমায়  
 স্মৃতি মরণ আছে কি হোথায়,  
 আছে কি শান্তি, আছে কি সুস্থি  
 তিমির-তলে ?  
 হাসিতেছ তূমি তুলিয়া নয়ন  
 কথা না ব'লে ।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি  
 মেলিয়া পাখা,  
 সম্ম্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক  
 পাড়িবে ঢাকা ।  
 শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,  
 শুধু কানে আসে জল-কলরব,  
 গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব  
 কেশের রাশি ।  
 বিকল হৃদয় বিবশ শর্পীর  
 ডাঁকিয়া তোমারে কহিব অধীর—  
 'কোথা আছ ওগো করহ পরশ  
 নিকটে আসি ।'  
 কহিবে না কথা, দৈখতে পাব না  
 নীরব হাসি ।

